বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব

জেসমিন আরা বেগম

400434

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তারিখ ঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০

তত্ত্বাবধায়ক

(ডঃ শওকত আরা হোসেন)

অধ্যাপক

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে এম.ফিল.ডিগ্রী

অর্জনের জন্য উপস্থাপিত

গবেষক

জেসমিন আরা বেগম

২২. ১২. ০১

জেসমিন আরা বেগম

400434

তত্ত্বাবধায়ক

....

ডঃ শওকত আরা হোসেন

অধ্যাপক

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা - ১০০০।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
400434

Dhaka University Institutional Repository

400437

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বর্তমানে রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনায় নারী নেতৃত্ব একটি ব্যাপক আলোচিত বিষয়। যেহেতু নারী নেতৃত্ব নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত তাই নারীর ক্ষমতায়ন ও সার্বিক উন্নয়ন সাধন করে প্রান্তিক অবস্থান থেকে উত্তরনের লক্ষ্যে ব্যাপকহারে নারীকে রাজনীতিতে অংশ গ্রহন করতে হবে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব বিষয়টি গবেষনা করতে গিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার সাহায্য নিতে হয়েছে। প্রথমেই বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ শওকত আরা হোসেনের কাছে, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার প্রিয় শিক্ষক ডঃ ডালেম চন্দ্র বর্মনকে যিনি আমাকে প্রাথমিক সহযোগিতা দিয়েছেন। তার অনুপ্রোরনা ছাড়া কাজটি হতো না। এ ছাড়াও রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকদের কাছে কৃতজ্ঞ কেননা যখন যার কাছে গিয়েছি তিনিই সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বন্ধু নাসরিন সুলতানা, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, শান্তনু মজুমদার, সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক মফিজুল ইসলাম, পলি, টিকু, সুজন, মোঃ মনিরুল কবীর এবং আমার পরিবারের সদস্যদের কাছে।

যে সকল সংস্থা বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন তাদের এবং সবশেষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সমাজ নিরীক্ষন কেন্দ্র, উইমেন ফর উইমেন, এবং আমার কর্মস্থল আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের কাছে।

তারিখ ঃ ১২/১২/২০০১ইং

জেসমিন আরা বেগম

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ *ভূমিকা ও গবেষণা পদ্ধতি* .....

১.১. ভূমিকা

১.২. গবেষণার যৌক্তিকতা

১.৩. গবেষণার উদ্দেশ্য

১.৪. প্রাসঙ্গিক গবেষণা ও তথ্যাদি পর্যালোচনা

১.৫. গবেষণা পদ্ধতি

১.৬. উত্থাপিত প্রশ্ন

১.৭. গবেষণার সীমাবদ্ধতা

১.৮. গবেষণা অনুসন্ধান

১.৯. অভিসন্দর্ভ বিন্যাস

১.১০. উপসংহার

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ *নেতৃত্ব তত্ত্ব* .....

২.১. নেতৃত্বের সংজ্ঞা

২.২. রাজনৈতিক নেতৃত্ব

২.৩. নেতৃত্বের ধরন

২.৪. নেতৃত্বের কাজ

২.৫. নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা

২.৬. নেতৃত্বের অত্যাবশ্যকীয় গুনাবলী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ *রাজনীতিতে নারী* .....

৩.১. রাজনীতিতে উত্তরাধিকারের ধারা

৩.২. রাজনীতিতে নারীর আগমন ঃ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

৩.৩. দলের ভেতর দুই নেত্রীর গ্রহনযোগ্যতা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ *বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব* .....

৪.১. রাজনৈতিক দলগুলোর মূলনীতি ও নির্বাচনী ইশতিহারে নারী

৪.২. বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নারী নেতৃত্ব

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩. ছাত্র রাজনীতিতে ছাত্রীদের অবস্থান

৪.৪. স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীদের অবস্থান

৪.৫. জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব ঃ ১) সরাসরি আসন ও

২) সংরক্ষিত আসন

৪.৬. মন্ত্রীপরিষদে নারীদের অবস্থান

৪.৭. সরকার ব্যবস্থায় নারী

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ *ক্ষমতায়নের শীর্ষে নারী* .....

৫.১. খালেদা জিয়ার শাসনামল

৫.২. শেখ হাসিনার শাসনামল

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ *সুপারিশমালা* .....

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ *উপসংহার* .....

পরিশিষ্ট

তথ্যপুঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ

ভূমিকা ও গবেষনা পদ্ধতি

Dhaka University Institutional Repository

১.১ সূচনা ঃ

রাষ্ট্র ও সমাজ উভয় পর্যায়ে নারী অধস্তন তথাপি বৃটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে অনেক নারী রাজনৈতিক কর্মীর সন্ধান মেলে যারা নেতৃত্ব পুরোটা বহন না করলেও রাজনীতির গতিধারাকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছেন। বৃটিশ রাজকে অপসারন করার জন্য তারা আন্দোলন করেছেন, জেল-জুলুম সহ্য করেছেন এবং অকাতরে প্রান দিতেও কুন্ঠা বোধ করেননি। এদের মধ্যে সরোজিনী নাইডু, প্রিতীলতা ওয়াদ্দেদার, ইলা মিত্র, কল্পনা দত্ত, মনোরমা বসু, অশালতা বসু প্রমুখ নারী চরিত্র আজও আলোচিত।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগে মুসলিম অধ্যুসিত এলাকা হিসেবে পূর্ববাংলা পাকিস্তানের সংগে যুক্ত হয়। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরেই ভাষার প্রশ্নে বির্তক শুরু হয় এবং বিভিন্ন দাবী দাওয়া ও আন্দোলনের মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়ে। পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনে পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও সক্রিয় অংশ গ্রহন করতে দেখা যায় । যেমন ঃ ভাষা আন্দোলনে লিলি খান, নাদেরা চৌধুরী, ডঃ সাফিয়া খাতুন, ডঃ সুফিয়া ইব্রাহীম, রওশন আরা বাচ্চু, সুফিয়া খাতুন, শামসুন নাহার প্রমুখ। এছাড়াও ছাত্রী সমাজ ও নেতৃস্থানীয় মহিলারা এতে অংশ নেন। পাকিস্তান শাসনামলের দীর্ঘ ২৩ বছরে যে সব আন্দোলন হয়েছে তাতে পুরুষের পাশাপাশি নারীও গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা রেখেছে। নারী যে কোন সমস্যা মোকাবিলায় নিজেদের জড়িত করতে কখনই কুন্ঠাবোধ করেনি। যার ফলশ্রুতিতে মহান মুক্তিযুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীও অস্ত্র তুলে নেয়।[১]

নারীর প্রতি চরম বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও তারামন বিবি ও সেতারা বেগমকে দূরে সরিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি। তাদের কর্ম প্রচেষ্টা এবং দেশপ্রেম বিলম্বে হলেও স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের প্রায় প্রতিটি নারী নানান ধরনের সহযোগিতার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকে সহজ করে তোলে।

একশত বছরের রাজনীতি ক্রমান্বয়ে পর্যালোচনা করলে নারীর বর্তমান অবস্থানে পৌছানো যায়। নারীকে কোন যুগেই পুরুষ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেনি। প্রয়োজনে ধর্মের অপব্যাখ্যা এবং সামাজিক কুসংস্কার প্রবর্তন করে নারীর অধিকার ও মর্যাদাকে ভুলন্ঠিত করে রেখেছে।[২]

Dhaka University Institutional Repository

এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকার নারী গত একশ বছরে কিছুটা এগিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের নারীকে এখনও সংগ্রাম করতে হচ্ছে ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নারীর এগিয়ে আসা পুরুষের অবস্থানের বিচারে সমান্তরাল নয়। পুরুষের সামাজিক, রাজনৈতিকসহ সামগ্রিক অবস্থানের বিচারে নারী এখনও অনেক পিছিয়ে। আমেরিকার একজন নারী বাংলাদেশের একজন নারীর অবস্থানের চেয়ে এগিয়ে আছে কিন্তু আমেরিকার একজন পুরুয়ের অবস্থানের সঙ্গে নারীর অবস্থানের তুলনা চলে না। [৩] নারীকে সব সময় সব ক্ষেত্রে অধিকার আদায়ে সক্রিয় থাকতে হয়েছে। [৪] বাংলাদেশে নারী শিক্ষার প্রবর্তন করে প্রথমে ইংরেজরা। বাঙ্গালী নারীকে পড়ালেখা শিখতে অনেক অবাঞ্ছিত ঘটনার সম্মুখিন হতে হয়েছে। এভাবে শিক্ষা আন্দোলন, ভোটাধিকার আন্দোলন, বিভিন্ন কুসংস্কার থেকে মুক্তিলাভের আন্দোলন ছাড়াও রাজশাহীর নাচোলে সাওতাল কৃষকদের আন্দোলনে ইলা মিত্রের বিপ্লবী ভূমিকা নারী নেতৃত্বে নবমাত্রা যোগ করে।

দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হওয়া সত্ত্বেও রাজনীতিতে নারীদের অংশ গ্রহন সীমিত। বৃটিশ ভারত হতে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত অনেক নারী সক্রিয় রাজনীতি করলেও আশির দশক বাংলাদেশে নারী নেতৃত্বের জয় -জয়াকার বলা যায়। কেননা এ সময় দুই বৃহৎ রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব লাভ করেন দু'জন নারী। পরবর্তীতে তারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হন। নব্বই এর দশকে সরকারী ও বিরোধী নেত্রীর পাশাপাশি নেতৃত্বের পুরোধা হিসেবে জাহানারা ইমামের আর্বিভাব। স্বাধীনতার ২০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর একাত্তরের পরাজিত ঘাতক দালালের নিঃশব্দ পদচারনায় আবার তাদের ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়েছে। আমাদের যুক্তিহীন উদারতা, অমনোযোগিতার সুযোগে আবারো পা শক্ত করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। বিজয়ের ২০ বছর পর আবারও তাদের প্রতিরোধের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা জেগে উঠেছে জেগে উঠেছে নতুন প্রজন্ম গঠিত হয়েছে জাহানারা ইমামকে আহবায়ক করে "ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি"। [৫] এখানকার মূল প্রেরণা জাহানারা ইমাম। একজন নারী হিসেবে তাঁর অবস্থান নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি তাঁর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা ও নতুন প্রজন্মকে জাগিয়ে রেখেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

আশির দশকে দুই বৃহৎ ফ্রন্টের নেতৃত্ব দানকারী দু'জন নারী । আরও স্পষ্ট পরিচয় দুই গৃহ বধূ। এক দশকে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়ে নব্বই দশকে ক্ষমতায় আসীন হতে সক্ষম হন।[৬] সামাজিক, রাষ্ট্রীক পর্যায়ে নারীদের সীমিত অবস্থান থাকা সত্ত্বেও পর-পর দু'মেয়াদে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সরকারী দল ও বিরোধী দলের নেতৃত্বে অবস্থান করা বাংলাদেশের জন্যেতো বটেই পৃথিবীতে একটি বিরল ঘটনায় পরিনত হয়েছে।

১.২. গবেষনার যৌক্তিকতা ঃ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৩০ বছর সময়ে সবচেয়ে বেশী সময় নারী নেতৃত্বাধীন থেকেছে। নারী এবং নারী নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা করা হলেও বাংলাদেমের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব নিয়ে গবেষনা কার্যক্রম হয়নি। সারা বিশ্বে যখন নারী প্রান্তিক অবস্থানে সে সময় বাংলাদেশ রাষ্ট্রে দীর্ঘ সময় নারী নেতৃত্বাধীনে থাকায় এ বিষয়টি নিয়ে গবেষনা একান্ত জরুরী।

যেহেতু রাজনীতি একটি বৃহৎ ক্ষেত্র এবং বর্তমানে নারীদের রাজনৈতিক অংশ গ্রহন নিয়ে ব্যপক আলোচনা ও কার্যক্রম পরিচালিত হচ্চে। তাই গুরুত্বের দিক থেকে বিবেচনা করে রাজনীতিতে নারী নেতৃত্বের প্রসঙ্গটিকে এই গবেষনায় অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নের রাজনৈতিক দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। কারণ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জিত হলেই নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা আইনগত মুক্তি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। রাজনৈতিক শক্তি যেহেতু নীতি নির্ধারন ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের প্রানকেন্দ্র তাই রাজনীতিতে নারীর ব্যাপক অংশ গ্রহন তার নেতৃত্বকে তরান্বিত করে যা উন্নয়নের সঙ্গে নারীর সংযোগকে জোড়ালভাবে প্রতিষ্ঠিত করার মূল সূচক হিসেবে কাজ করতে পারে। রাজনীতিতে নারীদের অবস্থান এবং নেতৃত্ব।পূর্বে এ বিষয় সংক্রান্ত আনেক প্রকাশনা থাকলেও নারী নেতৃত্ব বিষয়ক কোন গবেষনা কাজ হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

১.৩. গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ

গবেষণা কর্মটির উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত ঃ

১। রাজনীতিতে নারীর সীমিত অংশ গ্রহনের কারণ তুলে ধরা ।

২। নারীর অস্বীকৃত ও অবমূল্যায়নকৃত অবদানের প্রতি আলোকপাত করা।

৩। রাজনীতিতে প্রান্তিক অবস্থান ও পশ্চাৎপদতার ব্যাখ্য করা।

৪। নারীর বর্তমান অবস্থানে উত্তরণকে ইতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিশ্লেষণ।

৫। বর্তমানে রাজনীতির বিভিন্ন পর্যায়ে নারী নেতৃত্বের অবস্থান তুলে ধরা।

১.৪. প্রাসঙ্গিক গবেষনা ও তথ্যাদি পর্যালোচনা ঃ

বর্তমানে রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহন ও নেতৃত্ব বহুল অলোচিত বিষয়। বাংলাদেশের শতকরা অর্ধেক জনশক্তিই নারী এবং সংবিধানে নারী - পুরুষের সমঅধিকার স্বীকৃত কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে নারী সামাজিক, অর্থনেতিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্দোলন করেছে, জেল-জুলুম সহ্য করেছে। নারী সমাজের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের মনোভাব অথবা রাষ্ট্রের একজন নাগরিক এবং সমাজের একজন মানুষ হিসেবে নারীকে অধিকার দেয়ার যে দৃষ্টিভঙ্গী সেটা আমাদের দেশে অনুপস্থিত থাকায় সংবিধানের নারী পুরুষ সম অধিকারের ধারাগুলো বাস্তবে অর্থহীন হয়ে পড়েছে।[৭]

রাজনীতিতে নারীর সংগ্রামী মনোভাব, ঐতিহ্য এবং নেতৃত্ব পর্যায়ে উত্তরনের পটভূমি নিয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে **অদিতি ফাল্গুনী রচিত, "বাংলার নারী সংগ্রামী ঐতিহ্যের অনুসন্ধান"**[৮] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বইটিতে আলোচিত হয়েছে সমগ্র ভারত উপমহাদেশে নারীর বহুমাত্রিক সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এ গ্রন্থে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন তুলে ধরতে গিয়ে নারীর অবস্থান, রাজনৈতিক লড়াই, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কর্মকান্ড, বৃটিশ শাসনের দু'শো বছর নারী জাগরনের ব্যাপক আলোচনা হলেও দেশ বিভাগ ও বিভাগ উত্তর রাজনীতি এবং স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের নারীদের রাজনৈতিক অবস্থান খুবই সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনায় এসেছে। নারীর রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতায়ন আলোচনায় লিঙ্গ ভিত্তিক যে বৈষম্য রয়েছে তার বিশ্লেষন নেই। এই গবেষনায় দেখানো হবে লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য এবং নারী নেতৃত্ব। তবে নারীর সংগ্রামী ঐতিহ্য খুজে বের করার ক্ষেত্রে সামগ্রিক বিচারে বইটি খুবই আকর্ষনীয়।

নারীর আদর্শ শিক্ষা, উন্নয়ন, অবহেলা - বঞ্চনা ইত্যাদি প্রসঙ্গ ব্যবহার করে পাঠক সমাজে সমাদৃত বই *বেবী মওদুদের - বাংলাদেশের নারী*।[৯] এই বইটিতে বাংলাদেশের নারীদের নিজস্ব জীবনের প্রতি গুরুত্বারোপ , নারীর প্রতি বৈষম্য, নির্যাতন বৃদ্ধি, অবহেলিত এবং অবদমিত অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য, নির্যাতন, অবহেলার সঠিক চিত্র তুলে ধরা হয়নি, কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, রাজনীতিতে অংশ গ্রহনের মাত্রা বা রাজনীতিতে নারী বিষয়ক কোন আলোচনা করা হয়নি।

রাজনীতি বিষয়ে তথ্য সমৃদ্ধ বই আলতাফ পারভেজের বাংলাদেশের নারী ঃ একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ।[১০] এই গ্রন্থে নারী ও রাজনীতির কোটা ব্যবস্থা থেকে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রশাসনে নারীর উপস্থিতি, নারী আন্দোলন, নারী ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে নারী ও রাজনীতিতে নারীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরা হয়নি। এ ছাড়া স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান, ক্ষমতা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়নি। এ গ্রন্থটিতে কৃষিখাত, শিল্প, কর্মসংস্থান, সামাজিক নিপীড়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত আলোচনার মাধ্যমে সার্বিকভাবে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

১.৫. গবেষনার পদ্ধতি ঃ

সামাজিক বিজ্ঞানের অংশ হিসেবে যে কোন গবেষনার বিষয় বিশ্লেষন এককভাবে কোন বিশেষ শাখাতে সীমাবদ্ধ থকে না, বরং একাধিক শাখায় মিশ্রন হয়ে পড়ে । ফলে গবেষনা কর্মটি সম্পন্ন করতে একক কোন পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ না থেকে গবেষনার কার্যক্রমে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষন মূলক পদ্ধতি গ্রয়োগ করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষন মূলক পদ্ধতি ঃ Dhaka University Institutional Repository

এ পদ্ধতিতে সরাসরি মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজন হয় না। গবেষক গবেষনার জন্য যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং যাঁর বা যাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন তার প্রক্রিয়া এবং প্রভাবের উপর যে গবেষনা হয় তাকেই বিষয়বস্তু বিশ্লেষন পদ্ধতি বলে।[১১]

সমাজে যোগাযোগের প্রাথমিক বাহন হল শব্দ ও ছবি। এ শব্দ ও ছবি বিভিন্ন রুপে যোগাযোগের বাহন হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে। যেমন ঃ ভাষা, লেখা, শিল্প -কলা, সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, বই প্রভৃতি শব্দ ও ছবির বিভিন্ন রুপ। সমাজ বিজ্ঞানীরা বিতিন্ন উদ্দেশ্যে সংবাদপত্র,জার্নাল, সরকারী রেকর্ডপত্র, ব্যক্তিগত-দলিলপত্র যেমন - চিঠি, দিনলিপি, নভেল, টেপে ধারনকৃত বক্তৃতা প্রভৃতি যোগাযোগের বিষয়বস্তু বিশ্লেষন করেছেন। গবেষনার তথ্যাবলী সংগ্রহের জন্য বই, পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, সংগীত, চিত্রকলা ইত্যাদি উপায়ের সাহায্যে।[১২]

১.৬. উত্থাপিত প্রশ্ন ঃ

বিশ্লেষনের প্রয়োজনীয় পটভূমি তৈরী করার জন্যে বিশেষ কতগুলো প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের অবতারনা করা হয়েছে।[১৩] সেগুলো হলো -

ক. রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন কি?

খ. নারীরা সার্বিকভাবে রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনা কৌশলের সঙ্গে কতটা সম্পৃক্ত?

গ. মানব উন্নয়নের নির্দিষ্ট অর্থ হলো নারী পুরুষের সমতা ভিত্তিক উন্নয়ন। নারী দেশের অর্ধেক নাগরিক, অর্ধেক মানব সম্পদ হিসেবে কাংখিত উন্নয়ন মাত্রায় কতটা সম্পৃক্ত হয়েছে?

ঘ. ছাত্র রাজনীতিতে ছাত্রীদের অবস্থান কিরুপ? কেন তারা ছাত্র রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হতে চায় না?

ঙ. যোগ্যতার বিচারে নারী ও পুরুষ রাজনীতিকের পার্থক্য কতটা?

চ. সার্বিক বিচারে নারী নেতৃত্ব কতটা সফল হয়েছে?

ছ. ঈপ্সিত লক্ষ্যার্জনে নারী নেতৃত্ব কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন? এবং এ সব প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও তারা কিভাবে কাজ করছেন?

জ. স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে নারী কতটা অগ্রসর হয়েছে?

Dhaka University Institutional Repository

১.৭. গবেষনার সীমাবদ্ধতা ঃ

যে কোন কাজেই কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। এই গবেষনা কর্মটিতেও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। [১৪] গবেষনা কর্ম পরিচালনা করতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে যে গুলো বর্তমান গবেষনার সীমাবদ্ধতা হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে।

- নির্বাচনী ব্যস্ততার দরুন নারী নেত্রীদ্বয়ের সাক্ষাতকার গ্রহন করা সম্ভব হয়নি।
- নেত্রীদ্বয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠ পর্যায়ে কাজ হয়নি।
- বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেনী যারা ক্ষমতায়নের শীর্ষে অবস্থান করছে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে রাজনীতিতে জড়িত তাদের সম্পর্কে কোন আলোচনা হয়নি।
- ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচন এ যাবৎকালে নারী ক্ষমতায়নের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হওয়া সত্ত্বেও ইউনিয়ন পরিষদের প্রার্থী এবং নির্বাচিত নারীদের সম্পর্কে আলোচনায় সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

১.৮. গবেষনা অনুসন্ধান ঃ

এই গবেষনাটি সম্পন্ন করতে তথ্য সংগ্রহেরে জন্য মূলতঃ দ্বিতীয় সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ, জার্নাল , বার্ষিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রতিবেদন, বিভিন্ন সেমিনারে পঠিত পেপার, গবেষনা পত্র এবং অন্যান্য উৎস হতে তথ্য সংগ্রহের জন্য বিশেষভাবে বিভিন্ন পাঠাগারের সাহায্য নিতে হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখ করার মত হচ্ছে ঃ

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী
২. সেমিনার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩. উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা
৪. বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষনা প্রতিষ্ঠান (বি.আই.ডি.এস), ঢাকা
৫. সমাজ নিরীক্ষন কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৬. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা
৭. ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিং এলায়েন্স (ফেমা), ঢাকা
৮. বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ঢাকা
৯. প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

এ ছাড়াও ব্যক্তিগত ভাবে সংগৃহীত বিভিন্ন বই, পত্রিকা, সাময়িকীর সাহায্য নেয়া হয়েছে।

১.৯. অভিসন্দর্ভ বিন্যাস ঃ

" বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব " অভিসন্দর্ভটিকে সাতটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ গবেষনা প্রেক্ষাপট।

কিছু উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গবেষনাটি সম্পন্ন করবো। এ পরিচ্ছেদে গবেষনা কর্মটির মূল উদ্দেশ্য নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। গবেষনাটি করতে গিয়ে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে নির্দিষ্ট একটি তত্ত্বে দাঁড় করিয়েছি। কাজটি সুসম্পন্ন করতে আমি মূলতঃ একটি পদ্ধতির সাহায্য নিয়েছি। গবেষনাটি করতে কিছু অনুসন্ধানে যেতে হয়েছে। এছাড়া এ পরিচ্ছেদে গবেষনা কর্মটি সম্পন্ন করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন গবেষনা কর্মের সহায়তা গ্রহন করে তাদের গবেষনা সমূহের পর্যালোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ নেতৃত্ব তত্ত্ব।

এ পরিচ্ছেদে প্রধানতঃ নেতৃত্ব সম্পর্কে ধারনা দেবার চেষ্টা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, নেতৃত্ব কি, নেতৃত্ব কত ধরনের হতে পারে এবং কি উপায়ে নেতৃত্ব লাভ করা যায় তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া নেতৃত্বের কিছু আবশ্যকীয় গুনাবলী আলোচনায় এসেছে এবং মানব সভ্যতার সূচনা লগ্নে বিকশিত নেতৃত্ব প্রত্যয়টি প্রাত্যাহিক জীবনে অপরিহার্য হিসেবে উপযোগীতা লাভ করে বিভিন্ন আঙ্গিকে আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ রাজনীতিতে নারী।

গবেষনার সূত্রধরে রাজনীতিতে উত্তরাধিকারের প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে। রাজনীতিতে নারীর আগমন ধারা আলোচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে শুরু করে নেতৃত্ব লাভকারী দু'জন নারী নেত্রীর অবস্থান তুলে ধরে স্ব-স্ব দলের ভীতর তাদের গ্রহনযোগ্যতা আলোচনায় এসেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব ।

গবেষনার মূল বিষয়বস্তু হিসেবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবেই নেতা বা নেতৃত্ব গ্রহনযোগ্য। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে মা অর্থাৎ নারীকে নেতৃত্বের আসন দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোতে রাজনৈতিক অঙ্গনে নারী নেতৃত্ব লাভ প্রসংগে আলোচনার অংশ হিসেবে নারী নেতৃত্বের অবস্থান বিশ্লেষন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে নেতৃত্ব লাভকারী নারীদের অবস্থান, ছাত্র রাজনীতিতে ছাত্রীদের অবস্থান, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হতে শুরু করে জাতীয় সংসদে সরাসরি ও সংরক্ষিত আসনে নারী প্রতিনিধিত্ব, মন্ত্রী পরিষদে এবং সরকার ব্যবস্থায় নারীদের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ ক্ষমতায়নের শীর্ষে নারী।

400434

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী ক্ষমতায়নের শীর্ষে পদার্পন করেন ১৯৯০ সালে গণ অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারী সরকারের পতনের পর ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে খালেদা জিয়ার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহন করেন। খালেদা জিয়ার শাসনামল শেষ হলে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বিজয়ী আরও একজন নারী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

অধিষ্ঠিত হন। গবেষনার মূল বিষয় হিসেবে খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনার শাসনামল এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় লিঙ্গ ভিত্তিক যে বৈষম্য তা তুলে ধরা হয়েছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ সুপারিশ মালা

গবেষনাটি সম্পন্ন করতে গিয়ে নারী নেতৃত্বের যে সমস্ত সমস্যা দৃষ্টি গোচর হয়েছে সে সব সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কিছু সুপারিশমালা প্রনীত হয়েছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ উপসংহার

গবেষনার শেষাংশে উপসংহারে এসে পুরো অভিসন্দর্ভটির সার সংকলন করেছি। এতে স্বল্প পরিসরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব বিধৃত হয়েছে।

১.১০. উপসংহার

উপসংহারে বলা যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ ছিল গবেষনা কাজের পরিচিত মূলক আলোচনা। বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব বিষয়টি এই গবেষনার মাধ্যমে পর্যলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষনার কর্মটির উদ্দেশ্য, যৌক্তিকতা, পদ্ধতি, সীমাবদ্ধতা এবং উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্ন এ পরিচ্ছেদের আলোচনার বিষয়বস্তু। রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহনের বিভিন্ন দিক ও নেতৃত্ব বিষয় নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে এই গবেষনা কাজ এগিয়েছে। শত বাধা অতিক্রম করে রাজীততে নারীর এগিয়ে আসা। দু'জন নারীর ক্ষমতায়নের শীর্ষে পৌছানো, গ্রহন যোগ্যতা তৈরী করা, তাদের সার্বিক অবস্থান এই বিষয়কে সামনে রেখে গবেষনা কাজ অগ্রসর হয়েছে এবং পরবর্তী পরিচ্ছেদ গুলোতে ধারাবাহিকতাবে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র ঃ

১. বেবী মওদুদ, বাংলাদেশের নারী, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪, পৃ ১৯

২. বেবী মওদুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

৩. সায়দিয়া গুলরুখ ও মানস চৌধুরী সম্পাদিত, কর্তার সংসার, নারীবাদী রচনা সংকলন, রুপান্তর প্রকাশনা, ১৯৯৯

৪. বেবী মওদুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯

৫. সাপ্তাহিক বিচিত্রা

৬. সাপ্তাহিক বিচিত্রা পূর্বোক্ত

৭. বাংলাদেশ সংবিধান, ২৬ নং ধারা থেকে২৯ নং ধারা

৮. আদিতি ফাল্গুনী, বাংলার নারী সংগ্রামী ঐতিহ্যের অনুসন্ধান, স্টেপস্ টুয়ার্ডস ডেভেল্পমেন্ট, ডিসেম্বর,১৯৯৭

৯. বেবী মওদুদ, বাংলাদেশের নারী, আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪

১০. আলতাফ পারভেজ, বাংলাদেশের নারীঃ একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ, জন অধিকার, জানুয়ারী, ২০০০।

১১. খালেক, সরকার ও রহমান, সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষনা পদ্ধতি, হাসান বুক হাউজ, ঢাকা।১৯৯৮

১২. ডঃ খুরশিদ আলম, সমাজ গবেষনা পদ্ধতি, মির্নাভা পাবলিকেসন্স, ঢাকা।১৯৯৩

১৩. শওকত আরা হোসেন, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ১৯২১ - ১৯৩৬, অবিভক্ত বাংলার সমাজ ও রাজনীতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০। পৃঃ৩

১৪. শওকত আরা হোসেন, দরিয়ানূর বেগম, বিয়ে, বিয়ে বিচ্ছেদ এবং মহিলা অধিকার, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা পৃঃ ১২।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নেতৃত্ব তত্ত্ব

Dhaka University Institutional Repository

সাধারন অর্থে নেতৃত্ব হচ্ছে জনতাকে সঠিক পথে পরিচালনার গুনাবলী। যখনই কিছু সংখ্যক প্রানী তা মানুষই হোক বা জন্তু জানোয়ারই হোক, একত্রে জমায়েত হয়, তখনই তারা স্বতাবতই কোন নেতার কর্তৃত্ব/অধীনতা স্বীকার করে নেয়। কোন বিশেষ মূহুর্তে যে নেতা রুপে জনতাকে পরিচালনা করেছে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, সে নিজেও অধিকাংশ সময়ে অন্যের দ্বারা পরিচালিত হয়ে এসেছে।[১] সাধারন মানুষ দূর্জয় ইচ্ছা শক্তি সম্পন্ন লোকের কথা শুনতেই সব সময় উদগ্রীব-কেননা এরুপ ইচ্ছা শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি জানে কিভাবে জনতার মনে প্রভাব বিস্তার করা যায়। জনতার ঘুমন্ত ইচ্ছা শক্তিকে যে জাগ্রত করতে পারে সেই নেতাই নেতৃস্থানে অধিষ্ঠিত হয়ে পড়ে।[২]

নৃ-বিজ্ঞানের মতে আদিম সমাজে নেতৃত্বের উদ্ভব। সভ্যতার সাথে সমান্তরাল ভাবে নেতা বা নেতৃত্বের বিকাশ ঘটেছে। মানুষের মধ্যে যখন সভ্যতার বিকাশ ঘটেনি গাছের লতা-পাতা বাকল দিয়ে লজ্জা নিবারন করতো এবং পশু-পাখি শিকার করে তাদের ক্ষুধা মেটাতো সে সময়ই মানুষের মধ্যে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে সবচেয়ে বলশায়ী একজন নেতার নেতৃত্ব মেনে নেবার প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। তখন গ্রুপের বা গোষ্ঠীর প্রধান ব্যক্তি নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতেন এবং তার আদেশ প্রত্যেকেই মেনে চলতো । এই মেনে চলার মধ্য দিয়েই পরিবারের গন্ডি অতিক্রম করে গোষ্ঠী, সমাজ এবং রাষ্ট্রে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। ঐতিহাসিক ভাবে একথা সত্য যে, আদিম সমাজে ব্যক্তির বীরত্বই তাকে নেতৃত্বে সমাসীন করেছে। আবার মাতৃতান্ত্রিক সমাজে পরিবার ও গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপনে নারীর নেতৃত্বকে মেনে নেয়া হয়েছে। এখানে বলা যায়, নেতৃত্বের সূত্রপাত হয়েছে পরিবার থেকেই। আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজে মা-ই ছিলেন পরিবারের প্রধান।[৩] পুরুষ জতির বাহুবলে পরবর্তীকালে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে রুপান্তর ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের ভাষায় "নারী জাতির এক বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়।[৪] পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহনকারীর অধিকার পেলেন পরিবারের নেতা হিসেবে পিতা। সমাজ বিকাশের ঐতিহাসিক ধারায় লক্ষ্যনীয় যে, আদিম সমাজে গোত্রপতি ছিল গোত্রের নেতা। দাস সমাজে দাস মালিক এবং সামন্তসমাজে সামন্ত প্রভূ ছিল নেতা। কোন কোন ক্ষেত্রে এর বিরুদ্ধাচারন

Dhaka University Institutional Repository

কারীরাও কেউ কেউ নেতার স্বীকৃতি পেয়েছে। পরবর্তীকালে পুঁজিবাদী সমাজে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নেতা নিবাচর্নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে এই ধারা বর্তমান।

তাই নেতৃত্ব তত্ত্ব আলোচনায় নেতৃত্বের সংজ্ঞা কি, নেতৃত্বের ধরন, নেতৃত্বের কাজ এবং নেতৃত্বের আবশ্যকীয় গুনাবলী প্রভৃতি বিষয় গুলো সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনায় আসবে।

২.১ঃ নেতৃত্বের সংজ্ঞা ঃ

সমাজ জীবনে ছোট-বড় যে কোন দল বা গোষ্ঠীভূক্ত সদস্যদের মধ্যে যে মিথস্ত্রিয়া (Interaction) হয় তার বাস্তব ফল হচ্ছে নেতৃত্ব(Leadership) বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানী ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানী নেতৃত্ব সর্ম্পকে মতামত ব্যক্ত করেছেন। জে. ডি. উইলিয়ামস তাঁর Public Administration : The peoples Business গ্রন্থে বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীদের দেয়া কি ধরনের গুনাবলী এক জন ব্যক্তিকে নেতৃত্বের পর্যায়ে উন্নীত করে তার সার সংকলন করেছেন।[৫]

১। নেতৃত্ব হচ্ছে এক ধরনের যোগ্যতা যা নারী পুরুষকে কোন একটি সার্বজনীন উদ্দেশ্যে পরিচালিত করতে পারে। (মার্শাল মন্টগেরামী)

২। কাংখিত লক্ষ্যে জনগনকে প্রভাবান্বিত করার দৃঢ় যোগ্যতাই হচ্ছে নেতৃত্ব। (রবার্ট গোলেম বিউইস্কি)।

৩। নেতৃত্বে হচ্ছে সিদ্ধান্ত প্রনয়নের কর্তৃত্ব অর্জনের অধিকার ও অনুশীলন। (রবার্ট ডাবিন)

৪। সামাজিক অবস্থা কিংবা পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য সম্পাদিত যে কাজ তাই হচ্ছে নেতৃত্ব। (ফিলিপ সেলজনিক)

৫। দলীয় কাজ সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদিত করার যোগ্যতাই হচ্ছে নেতৃত্ব।(ওয়েলডন মফিট)

৬। গন্তব্য নির্ধারন এবং গন্তব্যে পৌছার মতো কর্মকান্ড পরিচালনা করার জন্য দলকে প্রভাবান্বিত করার প্রক্রিয়াই হচ্ছে নেতৃত্ব।(র‍্যালফ স্ট্যাডিল)

৭। নেতার মধ্যে তিনিই সর্বোত্তম যার অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষ কমই জানে।(উইটার বাইনার)

Dhaka University Institutional Repository

৮। ইচ্ছায় পারস্পারিক উদ্দেশ্য অর্জনে জনগনকে প্রভাবান্বিত করার কাজেই হচ্ছে নেতৃত্ব। (টেরি)

৯। সাধারন উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য জনগনের মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টি করার অনুপ্রেরনা প্রদান করা হচ্ছে নেতৃত্ব।(কুন্জ ও ডনেল)

এ ছাড়াও চেষ্টার আই বার্নার্ডের মতে "নেতৃত্ব হচ্ছে ব্যক্তি আচরনের গুন যা জনগনকে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে কাজ করতে পরিচালিত করে।" তাঁর মতে নেতৃত্ব-

ক) ব্যক্তি

খ) অনুগামী এবং

গ) অবস্থা - এর উপর নির্ভর করে।

কারটার নেতৃত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ৫টি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন।

১. কয়েক জন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীর সদস্যদের সম্প্রসারন,

২. গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য অভিমুখে পরিচালনার জন্য একজন ব্যক্তির সামর্থ,

৩. গোষ্ঠী নির্বাচিত ব্যক্তিই গোষ্ঠীকে পরিচালিত করে।

৪. গোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট পথে যেমন সামাজিকতা অথবা সংহতির দিকে পরিচালিত করার ব্যক্তির দক্ষতা, এবং

৫. ব্যক্তির নির্দিষ্ট ধরনের আচরন।

নেতৃত্বের উল্লেখিত ধারনার সমন্বয়ে এ কথা মোটামুটি বলা যায় যে, বিশেষ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জনের জন্য মানুষের কর্ম প্রচেষ্টাকে পরিচালন করার প্রভাব বিস্তারের একটি কর্মপ্রক্রিয়া হচ্ছে নেতৃত্ব। অন্যভাবে বলা যায় যে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে অনুসারী বা অনুগামীদের প্রভাবিত করার আচরন প্রক্রিয়া । একটি মডেলের মাধ্যমে নেতা, অনুগামী ও অবস্থাকে বিশ্লেষন করা যায়।

L=F.(L.F.S.)

L= Leadership (নেতৃত্ব)

F= Function (কার্যবলী)

Dhaka University Institutional Repository

L= Leader (নেতা)

F= Followers (অনুসারী)

S= Situation(অবস্থা)

কাজেই নেতৃত্ব হচ্ছে কোন সামাজিক পরিস্থিতিতে নেতার সাথে তার অনুসারীর এক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এবং নেতার এমন বৈশিষ্ট্য থাকবে যার মাধ্যমে অনুসারী বা অনুগামীরা স্বেচ্ছা আনুগত্য ও আস্থা লাভ করে এবং তাদের আচরনকে প্রভাবিত করে। নেতৃত্ব সম্পর্কে আলোচনায় বিশেষ তিনটি ধারনা উপস্থাপন করে বিষয়টি সহজ হতে পারে

১। প্রভাব প্রতিপত্তি

২। ক্ষমতা এবং

৩। কর্তৃত্ব

নেতা তার নেতৃত্বের সঠিক মাত্রা তৈরী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নেন উক্ত কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রভাব ও প্রতিপত্তির জোরে তার অনুসারীদের দ্বারা যে কোন কাজ করিয়ে নিতে পারেন। নেতা শুধু যে নিজে প্রভাব বিস্তার করে তা নয় অনুসারীরাও নেতার উপর প্রভাব বিস্তার করে। এটা হলো পরস্পর সম্পর্কিত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া যেমন ঃ

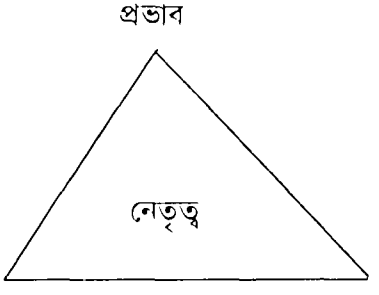

হেমফিল ১৯৫০ সালে নেতৃত্বের মোট নয়টি মাত্রা নির্দেশ করেন।[৬] এগুলো হলোঃ

১) উদ্যোগ (Initiation) নেতা কতখানি নতুন ধারনা প্রদান করতে পারেন।

২) সদস্য বৈশিষ্ট্য (Membership) নেতা কত ঘন ঘন দলের সাথে আন্তঃক্রিয়া (Interaction) করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩) প্রতিনিধিত্ব (Representation) নেতা কতখানি দলের উদ্দেশ্য সাধন ও স্বার্থ রক্ষায় আগ্রহী হন এবং বাইরের আক্রমন থেকে দলকে রক্ষা করেন।

৪) সংহতি (Integration) দলের আনন্দদায়ক সম্পর্ক উৎসাহিত করা এবং অভ্যন্তরীন বিভেদ দূর করা।

৫) সংগঠন (Organisation) সংজ্ঞাদান , পরিকল্পনা প্রণয়ন, নিজের ও দলের কাজ এবং কাঠামো (Structure) তৈরী করা।

৬) প্রধান্য (Domination) দলের সদস্যদের সিদ্ধান্ত ও মতামতের উপর নিজ প্রভাব বিস্তার করা।

৭) যোগাযোগ (Communication) সদস্যদের সাথে সঠিক মাত্রায় তথ্য বিনিময় করা।

৮) স্বীকৃতি (Recognition) সদস্যদের সমর্থন লাভের জন্য নেতার বিভিন্ন মূখী আচরন।

৯) উৎপাদন (Production) কৃতিত্ব অর্জনের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা।

২.২ রাজনৈতিক নেতৃত্ব ঃ

সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শকে আশ্রয় করে রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে উঠতে দেখা যায়। উন্নয়নশীল দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য কোন দল যখন নেতার প্রেরণায় একতাবদ্ধ হয় এবং আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে তখনই রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিকশিত হয়। রাজনৈতিক নেতৃত্ব তার ত্যাগ, নৈতিকতা ও প্রেরনা দিয়ে জাতিকে সুসংঘবদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করে জনগনের আস্থা অর্জন করেন। রাজনৈতিক নেতৃত্ব সনাতন বা আকর্ষন ধরনের হতে পারে। অনেকে মনে করেন "নেতা জন্মায়, তৈরী হয় না "। একথাটা সীমিত অর্থে সত্য যে একই রকমের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পরিবেশ পেলে সবাই চার্চিল, আব্রাহাম লিংকল, নেহরু, মাও সেতুং, ফজলুল হক হতে পারেন না । এরূপ নেতৃত্ব অনেকটা জন্মগত। তবে এটা ঠিক যে উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নেতৃত্বের পরিপূর্ন বিকাশ ঘটে। বর্তমানে নেতৃত্ব অর্জন করতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২.৩. নেতৃত্বের ধরন ঃ

সমাজে বিভিন্ন ধরনের নেতৃত্ব থাকা বিচিত্র নয়। সব ধরনের নেতার একটি পরিপূর্ন তালিকা প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব। তবে এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ন নেতার নাম উল্লেখ করা যায়।

যেমন ঃ

১) বুদ্ধিবৃত্তিক নেতা

২) প্রাথমিক নেতা

৩) প্রাতিষ্ঠানিক নেতা

৪) রাজনৈতিক নেতা

৫) গণতান্ত্রিক নেতা

৬) স্বৈরাচারী নেতা

৭) জনমত সৃষ্টিকারী নেতা

৮) বিশেষ নেতা

৯) ধর্মীয় নেতা

১০)প্রতীকি নেতা, ইত্যাদি।

যে কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান, যেমন- আর্থিক, শিক্ষা, জনসেবা ও বিণোদনমূলক, উন্নয়ন বিষয়ক, শিল্প ও বাণিজ্যিক ইত্যাদির প্রধানকে প্রাতিষ্ঠানিক নেতা বলা যেতে পারে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে রাজনীতিতে জড়িত নেতাদের রাজনৈতিক নেতা বলা হয়। এরা গণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী উভয়ই হতে পারেন। যেমন উইনষ্টোন চার্চিল হচ্ছেন গণতান্ত্রিক নেতা, কিন্তু হিটলার, মুসোলিনী, ষ্টালিন ছিলেন স্বৈরাচারী নেতা। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বা নিউটন অথবা অর্থনীতিবীদ কীন্‌স বা স্যামুয়েলস হচ্ছেন বিশেষ ধরনের নেতা। ভ্যাটিকান সিটির পোপ একজন ধর্মীয় নেতা এবং ইংল্যান্ডের রানী একজন প্রতীকী নেতা। তবে বাস্তবতা হলো একই সময়ে বিভিন্ন ধরনের নেতা থাকতে পারেন। যারা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সমাজ সভ্যতার অগ্রগতিতে -প্রগতিতে সাহায্য সহযোগিতা বা অবদান রাখেন।

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃত্বের তাত্ত্বিক আলোচনায় সমাজ বিজ্ঞানীদের মাঝে নানা মতপার্থক্য থাকলেও নেতৃত্বের ধরন সম্পর্কে ঐক্যমত্য রয়েছে। তাই নেতৃত্ব আলোচনায় দীর্ঘকাল ধরে তিনটি প্রধান ধরন বা বিভাজন নির্দিষ্ট হয়ে আছে। যথা ঃ

১) স্বৈরতান্ত্রিক বা একনায়কতন্ত্রমূলক নেতৃত্ব

২) অংশগ্রহন বা গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব

৩) অবাদ বা লাগাম ছাড়া নেতৃত্ব

স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব ঃ

এ ধরনের নেতৃত্বে নেতা তার অনুসারীদের মতামতকে কোন গুরুত্ব দেন না। নিজে যা ভাল বোঝেন সেটাই তিনি সর্বোত্তম মনে করেন এবং নিজের সিদ্ধান্ত অন্যের উপর চাপিয়ে দেন। এ ধরনের নেতৃত্বের অনুসারিরা মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরশীল থাকেন এবং নিজেদের গুরুত্বহীন মনে করেন। ফলে অনুসারীরা নেতার কর্মকান্ড সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকেন। তাই নেতা সম্পর্কে এক ধরনের ভীতি কাজ করে ফলে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।

বিশেষজ্ঞবৃন্দ এ ধরনের নেতৃত্বের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট তুলে ধরেছেন।[৭]

১) কোন রকম বিচার বিবেচনার তোয়াক্কা না করেই বাধ্যতামূলক ভাবে নিয়ম কানুন গুলো পালন করেন।

২) তিনি বিশ্বাস করেন যে, নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন বিষয় গুলি হচ্ছে অনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শন।

৩) তিনি বিশ্বাস করেন যে, যিনি ক্ষমতা ধারন করেন তিনিই নেতা। নেতা তার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে খুবই অনুগত থাকেন এবং অধস্তনদের কাছে হয়ে উঠেন বেশ প্রভাবশালী।

৪) তিনি নিজের দোষ অন্যের ওপর চাপিয়ে তার প্রতি চাপা আক্রোশ প্রকাশ এবং বৈরিতা প্রদর্শন করেন।

৫) চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত গন্ডীবদ্ধ থাকেন। চিন্তার ক্ষেত্রে তার স্বাধীনতা থাকে না বললেই চলে।

৬) পরিবর্তনের প্রতি কোন রকম উদারতা থাকে না।

Dhaka University Institutional Repository

গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব ঃ

গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের মূল ভিত্তি হলো বাস্তবতা ও যুক্তিবাদের নিরিখে অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া এবং সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা। গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরন হয় এবং এতে সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত ক্ষমতা নির্দিষ্ট থাকে।

গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে নিম্নতম বৈশিষ্টগুলো লক্ষনীয় -

১) দলীয় আলাপ আলোচনা, মতামত ও সমন্বয়ের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহন,

২) প্রত্যেক সদস্যকে মতামত প্রদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহনে সমান গুরুত্ব প্রদান,

৩) ব্যক্তিগত পছন্দকে গুরুত্ব দেয়া,

৪) নেতা পরিপূর্ণ ক্ষমতা নিজের হাতে না রেখে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরন করেন।

৫) নেতা দলের মূখপাত্র ও প্রতিনিধি এবং সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করেন।

লাগাম ছাড়া নেতৃত্ব ঃ

এ ধরনের নেতৃত্ব অবাদ নীতি অনুসরনের ফলে নেতা দলের অধীনস্থদের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল হয়ে দলের লক্ষ্য স্থির ও সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করেন এবং লক্ষ্যনীয় যে, এ ধরনের নেতা অধীনস্থদের উপর খুব কম নিয়ন্ত্রন করেন। অনেক ক্ষেত্রেই অনুসারীরা যে ধরনের প্রত্যাশা করেন নেতা সেভাবেই তাদের প্রত্যাশা পূরনে সচেষ্ট হন এবং সেভাবে তাদের নির্দেশ প্রদান করেন। এতে সমষ্টির স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তি স্বার্থ কখনও কখনও প্রধান হয়ে পড়ে এবং প্রায় ক্ষেত্রেই মনোযোগ ও যত্নহীনতা এবং অবহেলার কারনে ভুল সিদ্ধান্ত প্রণীত হয়।

উল্লেখিত তিন ধরনের নেতৃত্ব সম্পর্কে আলোচান করে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটিরই যেমন কিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে, তেমনি নেতিবাচক দিকও আছে। কোন নেতৃত্বই যেমন পরিপূর্ণ নয়, তেমনি নেতৃত্বের সবগুলো ভাল উপকরণও একজন নেতার কাছে আশা করা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

এ যাবৎ নেতৃত্ব সর্ম্পকে তিন ধরনের প্রেক্ষিত আলোচনা হয়েছে ঃ [৮]

১) বিশেষত্ব তত্ত্ব (Trait Theory)

২) আচরন তত্ত্ব (Behavior Theory) এবং

৩) অবস্থা ভিত্তিক তত্ত্ব (Situtional Theory)

বিশেষত্ব তত্ত্ব ঃ

নেতৃত্বের বিশেষত্ব তত্ত্ব কতগুলো অতি সাধারন সনাতন বৈশিষ্ট্যের ও ধারনার উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন ঃ

১) জন্ম সূত্রে নেতা হয়, নেতা ক্ষন জন্মা, শতবর্ষে নেতা জন্মায় ইত্যাদি।

২) বিশেষ চারিত্রিক দৃঢ়তা , অসাধারন ও অসামান্য ব্যক্তিত্ব,

৩) শারিরীক যোগ্যতা যা প্রাচীন সমাজে নেতৃত্বের প্রধান যোগ্যতা বলে বিবেচিত ছিল। এবং

৪) শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক সৃজনশীলতা।

নেতৃত্বের বিশেষত্ব তত্ত্ব নিয়ে অনেক গবেষনা হয়েছে। বিশেষ করে Ralph Stogdill এ তত্ত্বের উপর দীর্ঘকাল গবেষনা করে এর অসারতা প্রমান করে নেতৃত্ব সম্পর্কে এক নতুন ধারনা নির্দেশ করেন যার সার সংক্ষেপ নিম্নরুপ ঃ [৯]

১) সামর্থ্য (Capacity) যা বুদ্ধিমত্তা , সতর্কতা, সম্ভাব্য সুযোগ-সুবিধা, স্বকীয়তা ও বিচার বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল।

২) সফলতা (Achievement) যা মেধা , প্রজ্ঞা ও ক্রীড়া সূলভ মনোভাব দিয়ে অর্জন করতে হয়।

৩) দায়িত্ব (Responsibility) ঃ যা পারস্পারিক নির্ভরশীলতা, উদ্যোগ, অধ্যাবসায় ও অটলতা, সাহসিকতা ও নিজের প্রতি আস্থা এবং উৎকর্ষ অর্জনের আকাঙ্খার উপর নির্ভরশীল।

Dhaka University Institutional Repository

৪) অংশগ্রহন (Perticipation) ঃ যা সক্রিয়তা বা কর্ম-তৎপরতা, সামাজিকতা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা, অভিযোজন এবং সৌহার্দ্যপূর্ন রস প্রিয়তার উপর নির্ভরশীল।

৫) পদমর্যাদা (Status) ঃ যা আর্থ সামাজিক অবস্থা ও জনপ্রিয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত।

৬) পরিস্থিতি (Situation) ঃ যা মানসিক অবস্থান, পদমর্যাদা, দক্ষতার গ্রহনযোগ্যতা এবং স্বার্থ ও উৎসাহ এবং অর্জিত আকাংখা বা উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল ।

তাই বিশেষজ্ঞ তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত ধারনা অনুযায়ী বলা যায় যে, নেতার উল্লেখিত আদর্শিক বৈশিষ্ট্যাবলী তাকে অনন্য সাধারন নারী বা পুরুষে পরিণত করে। এ ধরনের নেতা লোক প্রশাসনের ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তার উর্দ্ধে অবস্থান করে বলেই প্রতীয়মান হয়। তবে তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক অঙ্গনে এ ধরনের নেতৃত্বের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারনে কখনও কখনও অভিন্ন স্বার্থে আবশ্যকতার অপেক্ষা রাখে। আবার কখনও কখনও তা নিন্দনীয় হয়ে প্রত্যাখাতও হয়ে থাকে।

আচরনবাদী তত্ত্ব ঃ

এই তত্ত্বে নেতার আচার-আচরনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় । এ তত্ত্বের মূলে রয়েছে যে, নেতা এক বিশেষ পরিস্থিতি এবং পরিবেশে কাজ করেন। পরিবেশই তার কাজ ও আচরনকে সর্বাপেক্ষা প্রভাবান্বিত করে। এই তত্ত্বের তাত্ত্বিকগন মনে করেন, বিভিন্ন পরিস্থিতি ও পরিবেশের প্রভাবে নেতৃত্বের ধরণ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরুপ বলা যায় যে, পরিস্থিতির কারনেই ১৯৩০ সালে জার্মানীতে হিটলার এবং ইতালীতে মুসোলিনীর ন্যায় নেতার আর্বিভাব হয়েছিল। পরিবেশের কারনে নেতার অনুসারী, অনুগামী, সহযোগী কিংবা অধঃস্তনরা কখনও নেতার আচরনের উপর আস্থা হারাতে পারেন। কারন অনুসারীরা নেতার আচরন অনুসারে কাজ করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

এ যাবত আচরনবাদী তত্ত্ব নিয়ে বহু গবেষনা সম্পাদিত হয়েছে। আর এর শুরুটা হয়েছিল চল্লিশের দশকে। মোটামুটি দুই ধারায় এই গবেষনা সম্পন্ন হয় যথা ঃ

১)Ohio State University Studies এবং

২) University of Mishigun Studies[১০]

চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে Ohio State University, Bureaw of Business Research-এর মাধ্যমে পরিচালিত গবেষনায় নেতার আচরনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের অনুসন্ধান নেয়া হয়। এতে দুটি বিষয় নির্ণীত হয় ঃ ১। পরিচিতি কাঠামো ও কার্য পরিচিতি (Initiation of Structure of task Orientation) এবং ২। বিষয় বিবেচনা (Consideration) পরিচিতি কাঠামো ও কার্য পরিচিতির অনুসারী কিংবা সংগঠনের অধস্তন এবং নেতা বা প্রধান নির্বাহীর মধ্যেকার সম্পর্ক। বিশেষতঃ সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত যোগাযোগ পদ্ধতি গড়ে তোলা ও কার্যপ্রণালী প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নেতার আচরনকে নির্দেশ করা। অন্যদিকে, বিষয় বিবেচনায় নেতা এবং দলের সদস্যদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ন সম্পর্ক, পারস্পারিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ, আন্তরিকতা ও পরিচালনা বা নির্দেশনার আচরন গুলিকে নির্দেশ করে।

প্রায় একই সময় Mishigun Univesity এর অধ্যয়নরত দল তাদের গবেষণায় সংগঠনের নেতৃত্বের নির্নয়ক উল্লেখ করেছিলেন ঃ

১. পরিদর্শনের লক্ষ্য রেখা নির্ণয়
২. সহযোগিতার সম্পর্ক নির্ণয়
৩. সম্পর্কের নীতি নির্ণয়
৪. ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি নির্ণয়
৫. সংযোগ বিন্দুর ধারনা নির্ণয়

Dhaka University Institutional Repository

মূলতঃ দুটি বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিত এই অধ্যয়নে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

১) উৎপাদন ভিত্তিক

২) উৎপাদক ভিত্তিক [১১]

উৎপাদন ভিত্তিক নেতৃত্বের নেতা কর্মচারীকে সাংগঠনিক লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসেবে সর্বাধিক উৎপাদন করার নির্দেশ প্রদান করেন এবং সেভাবে কর্ম পরিচলনা নির্দেশ করেন। অপর দিকে উৎপাদক ভিত্তিক নেতৃত্ব অধীনস্তদের সমস্যা কর্মক্ষেত্রে সুদৃঢ় করে পরিবেশ এবং উন্নতমানের কার্য সম্পাদনের জন্য সক্ষম , দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি কিংবা কর্মীদল গঠনের উপর দৃষ্টি রাখেন।

অবস্থা ভিত্তিক তত্ত্ব ঃ

এ তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে স্থান-কাল বিবেচনা করে নেতা তার অনুসারীদের সঙ্গে কি আচরন করেন এবং তার ভিত্তিতে তিনি কি সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করেন। এর অন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এক পরিবেশ থেকে অন্য পরিবেশে এই আচরনের তারতম্য । অর্থ্যাৎ এ ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ধরন একটি বিশেষ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে গড়ে উঠে এবং এই নেতৃত্ব সাধারনতঃ তিনটি ধারনার উপর ভিত্তি করে প্রতিপন্ন করা হয়। যথা ঃ

১) ধরন

২) গঠন

৩) সন্নিবেশ

এ প্রসংগে সমাজতাত্ত্রিক Parph M. Stogdill তার গবেষনায় ফলপ্রসু নেতৃত্বের বিবেচনায় বলেন যে, নেতৃত্বের গুনগত মান নির্ধরিত হয় সাধানত নেতৃত্বের যোগ্যতা, বৈশিষ্ট এবং আরও কিছু গুনাবলীর উপর যেগুলে সাধারনত নির্ধারিত হয়ে থাকে পারিপাশ্বিকতার উপর ভিত্তি করে।

এখানে Stogdill বিশেষ অবস্থায় একদল অনুসারীদের মাঝে কিভাবে একক ব্যক্তি মানুষরূপে আবির্ভূত হন এবং বিশেষ অবস্থায় অনুসারীরা কিভাবে তার নেতৃত্ব মেনে নেয় তা নির্দেশ করার

Dhaka University Institutional Repository

চেষ্টা করেছেন। এই তত্ত্বে বিশেষভাবে লক্ষনীয় যে একটি বিশেষ পারি পারিপার্শ্বিক অবস্থায় একজন ব্যক্তি মানুষ তার মেধা, মনন, বুদ্ধিমত্তা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা এবং প্রখর দূরদৃষ্টির মধ্য দিয়ে পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে তার অনুকূলে এনে অনুসারীদের মাঝে প্রভাব বিস্তার করে সম্ভাব্য সমস্যা নিরুপন ও সমাধানের উপর নির্দেশ প্রদান করেন। তাই এ কথা বলা যায় যে, নেতৃত্বে আচরনবাদী তত্ত্বের মূল কথা হলো নেতা ও অনুসারীদের মাঝে সংঘটিত পারস্পরিক আচরন ও ক্রিয়াকর্ম এবং অপর পক্ষে পরিস্থিতিগত তত্ত্বের মূল ভিত্তি হলো পারিপার্শ্বিকতার আলোকে নেতার ক্রিয়াকর্ম। [১২]

২.৪ নেতৃত্বের কাজ ঃ

কুল কিনারাহীন গহীন সাগরে যদি কখনও জাহাজ ঝড়ের কবলে পড়ে তাহলে তাঁর সঠিক দিক নির্দেশনা করে পরিত্রানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তার চালক বা কাপ্তান । তেমনি একটি পরিবার , একটি সংগঠন, একটি সমাজ, একটি জাতি ও একটি দেশের জাগরণে যিনি চালকের ভূমিকা পালন করেন তিনি নেতা। মেধা মনন-দক্ষতা-অভিজ্ঞতা-সাহসিকতা-প্রজ্ঞা-অনুসারীদের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও ভালবাসা দিয়ে নেতা পথপ্রদর্শকের এর ভূমিকা পালন করেন। গোষ্ঠী অনুযায়ী নেতার কাজে পার্থক্য দেখা যায়। নেতা দু'উপায়ে তাঁর কাজ সমাধা করেন-

১) সাধারণ ধরণের কাজ

২) বিশেষ ধরণের কাজ

নেতা কোন ধরণের গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন তার উপর কাজগুলি নির্ভর করে। প্রভুত্ব ব্যঞ্জক গোষ্ঠীর যিনি নেতা তাঁকে কতগুলো বিশেষ ধরণের কাজের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হয় আবার গণতান্ত্রিক গোষ্ঠীর প্রকৃতি যাই হোক না কেন, সব নেতাকেই কতগুলো সাধারণ কাজ সম্পাদন করতে হয়। নিম্নে নেতার কাজ গুলোর উপর আলোকপাত করা হল ঃ

Dhaka University Institutional Repository

১. নীতি নির্ধারণ করা (Policy Making) ঃ

কোন গোষ্ঠী তার অভিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারে নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে । এই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য তিন ভাবে নির্ধারণ করতে পারে । যেমন ঃ

প্রথমতঃ সরকার এই লক্ষ্য স্থির করে দিতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ গোষ্ঠীর অধিকাংশ সভ্যের গৃহিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই লক্ষ্য নির্ধারিত হতে পারে।

তৃতীয়ত ঃ গোষ্ঠীর লক্ষ্য সাধনের উপযোগীতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে পারে।

২. সমন্বয় সাধন করা (Co-ordinating) ঃ

যে কোন গোষ্ঠীর নেতাকে গোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হয়। গোষ্ঠীর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নির্ধারণে হয়তো তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ না করতে পারেন। কিন্তু গোষ্ঠীর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য যাতে বাস্তবে রুপায়িত হয় তার দায়িত্ব নেতাকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হয়। অবশ্য নেতাকেই সব কাজ সম্পাদন করতে হয় না তিনি তার দায়িত্ব সমূহ গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে বন্টন করতে পারেন।

৩. পরিকল্পনা প্রণয়ন করা (Planning) ঃ

সঠিক পরিকল্পনা প্রনয়নের মাধ্যমে গোষ্ঠীর লক্ষ্য এবং কর্মপন্থা নির্ধারণ এবং তার বাস্তব রুপায়ন সম্ভব। নেতাকে অনেক সময় এই পরিকল্পনা প্রনয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। গোষ্ঠী কিভাবে তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাবে তার উপর নির্ধারণ করতে হয় এবং এ জন্য নেতাকে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। অনেক সময় নেতাই এই পরিকল্পনার একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক এবং উক্ত পরিকল্পনার সমস্ত দিক সম্পর্কেও অবহিত থাকেন। গোষ্ঠীর অন্যান্য সভ্যরা হয়তো তার অংশ বিশেষ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকেন। এমনও হয় পুরো পরিকল্পনা তারা কিছুই জানেন না।

Dhaka University Institutional Repository

৪. গোষ্ঠীর ঐক্যের প্রতীক রুপে কাজ করা (Symbolising Group Unity) ঃ

কিছু কিছু উপাদানের কারণে গোষ্ঠীর সভ্যগণ গোষ্ঠীর ঐক্যের দিকটি বড় করে দেখেন এবং নিজেদের মধ্যে একাত্মতা অনুভব করে। গোষ্ঠীর প্রতীক হিসেবে পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্ন, পোশাক ঐক্যের বোধকে চিহ্নিত করে। এ প্রসংগে ইংল্যান্ডের রানীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে যিনি একটি গোষ্ঠীর প্রতীক রুপে কাজ করেন। এছাড়াও ব্যক্তিগত সদস্য পদের পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও নেতা সুদীর্ঘকাল তাঁর পদ অধিকার করে এককভাবে প্রতীকরুপে কাজ করে গোষ্ঠীর নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখেন।

৫. বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ দেয়া (Expert-advising) ঃ

অনেক সময় নেতাকে বিশেষজ্ঞের কাজ করতে হয় । গোষ্ঠীর সভ্যদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করে তাকেই প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে হয় । নেতারা যে সব বিষয়ই জানেন এমন কথা নয় এবং গোষ্ঠীর সভ্যরা যে বিশেষ বিষয় জানতে আগ্রহী সে সম্পর্কে বিশিষ্ট জ্ঞান তাঁর নাও থাকতে পারে। কিন্তু গোষ্ঠীর যে সব বৈশিষ্ট্য রয়েছে সে সংক্রান্ত বিশিষ্ট প্রয়োজনগুলো মেটাবার ব্যাপারে নেতাকে সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি মনে করা হয়। বিশিষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার জন্যই কোন ব্যক্তি অনেক সময় দলের নেতা নির্বাচিত হয়। অনেক সময় দেখা যায় কোন ক্রীড়াবিদ ক্রীড়া সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বিবেচিত হওয়াতে দলের নেতৃত্ব গ্রহন করেছেন। সেভাবেই বয়স্ক ব্যক্তিরা নিছক জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে নিজের গোষ্ঠীর উপর নিজেদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

৬. অভ্যন্তরীন সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করা (Controling Internal Relationship) ঃ গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের তুলনায় নেতাকে সাধারণ খুঁটিনাটি বিষয় সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে হয় এবং তার সেই কাজ গোষ্ঠীর আভ্যন্তরীন সম্পর্কের প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে। নেতার অন্যতম কাজ গোষ্ঠীর অভ্যন্তরস্থ সভ্যদের পারসম্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রন করা।

Dhaka University Institutional Repository

৭. গোষ্ঠীর ভাবধারার উৎস রুপে ক্রিয়া করা (To act as an ideologist) ঃ

নেতা শুধু গোষ্ঠীর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বা নীতি-নির্ধারণই করেন না, বরং তিনি গোষ্ঠীর মূল্যবোধগুলোকেও সভ্যদের কছে তুলে ধরেন। তিনি গোষ্ঠীর ভাবধারা এবং সভ্যদের বিশ্বাসের উৎসরুপে কাজ করেন।

৮. পুরস্কার এবং শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা (Arrangement of Rewards and punishments) ঃ

গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে পুরস্কার ও দন্ডদান করার মধ্য দিয়ে অভ্যন্তরীন শান্তি শৃংখলা বজায় রাখা হয়। অনেক সময় এই পুরস্কার এবং শাস্তি কোন বাহ্যবস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত । যেমন ঃ দলের নেতা প্রাপ্ত আর্থিক পুরস্কারের অংশ দলের সভ্যদের মধ্যে বন্টন করেন। আবার অনেক সময় কোন গোষ্ঠীর কোন বিশেষ সম্মানে সভ্যকে সম্মানিত করা হয় অথবা এমনও দেখা যায় যে, সভ্য তার কৃত দুস্কর্মের জন্য তাকে সংগঠন থেকে বহিস্কার করা হয়।

৯. গোষ্ঠীর পিতৃত্বের ভূমিকা গ্রহন করা (To act as Father Figure) ঃ

গোষ্ঠীর সভ্যরা নেতাকে পিতৃতুল্য বলে মনে করেন। মনোবিজ্ঞানীদের মতে নেতা হলেন পিতার প্রতিভূ যার প্রতি সভ্যদের পিতৃসুলভ আবেগ ধাবিত হয়। ব্যক্তির আবেগ ও অনুভূতির কেন্দ্র বিন্দু হলেন নেতা। তাই সভ্যরা নেতার যথার্থ উপযুক্ততার কারণে তার সংগে একত্র হবার অনুভূতি ব্যক্ত করেন, যার মাধ্যমে তাঁদের অনুভূতি ও আবেগ স্থানান্তরিত হতে পারে। এবং সহজ স্বাভাবিকভাবে যার প্রতি আনুগত্য বোধ করতে পারে। নেতার সংগে সভ্যদের সম্পর্কের কারণে কোন কোন নেতা তার গোষ্ঠীর প্রতি প্রবল ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

২.৪. নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা ঃ

যে সব কারণে নেতৃত্বের প্রয়োজন হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ [১৩]

- লক্ষ্য অর্জনে নীতি নির্ধারণ
- দায়িত্ব নির্ধারণ ও বন্টন
- কাজের সমন্বয় সাধন
- সংগঠন ও কাজে শৃংখলা
- কাজের জবাবদিহি
- সমস্যা সমাধানে অপরের উপদেশ ও ধারণা আহব্বান
- নেতার ধারণা ও আদর্শ অপরের নিকট প্রকাশ করা।
- সংগঠনের মধ্যে আস্থা অর্জন
- সংগঠনে মানবিক সম্পর্ক স্থাপন ।

২.৫ নেতৃত্বের আবশ্যকীয় গুণাবলী ঃ

নেতা গোষ্ঠীরই একজন সদস্য । এক্ষেত্রে গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্য যারা নেতা নন তাদের তুলনায় একজন আদর্শিক নেতার চারিত্রিক দৃঢ়তা, কঠোর দায়িত্ববোধ, কর্তব্যনিষ্ঠা, উদ্যোগী ও উদ্যোমী স্বাপ্নিক ও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, সমস্যা নির্ণয় ও সমাধানে সৃজনশীল, সুকুমার শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী আত্ম মর্যাদা সম্পন্ন সহিষ্ণু ও সংযমী, অন্যের উপর প্রভাব বিস্তারকারী এবং সামাজিক সম্পর্কের নানান গুণে গুনান্বিত অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী একজন মানুষ।

বিভিন্ন লেখক নেতৃত্বের বিভিন্ন গুনাবলীর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। Chester I. Barnard নেতৃত্বের গুণাবলীর একটি তালিকা তৈরী করেছেন। যেমন ঃ

১. প্রাণবন্ত ও সহিষ্ণুতা

২. দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং অনুপ্রেরণা দানের সামর্থ্য এবং

৩. দায়িত্বশীলতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিগত সক্ষমতা

Dhaka University Institutional Repository

একইভাবে George R. Terry নেতৃত্বের গুণাবলী সমূহকে তালিকাভূক্ত করেছেন এভাবে-

১. কর্মশক্তি ও কর্মক্ষমতা

২. মানসিক স্থিতিশীলতা

৩. আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা

৪. মানব সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান

৫. ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণা

৬. শিক্ষাগত যোগ্যতা

৭. নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা

৮. কর্মদক্ষতা, সামাজিক দক্ষতা ও যোগ্যতা

৯. কারিগরী দক্ষতা ও যোগ্যতা।

নেতার গুণের তালিকায় নেতার ক্ষমতা ও শক্তির মূলে তার ব্যক্তিত্বকে ধারণা করা হয়। অনেক সময় ব্যক্তিত্বের দৈহিক গুণাবলী পরিমাপ করতে গিয়ে বলা হয়েছে তা সুগঠিত হতে হবে । কিন্তু এ জাতীয় সিদ্ধান্ত যুক্তিসংগত নয়। কেননা সামাজিকভাবে নেতাদের মধ্যে এই দৈহিক গুণাবলীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলেও, রাজনৈতিক বা ধর্ম সম্পর্কীয় নেতাদের মধ্যে সহানুভূতি এবং সংগ্রামী মনোভাব থাকা প্রয়োজন । কিন্ত বাস্তবে দেখা যায় দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য যা কোন এক সমাজে প্রশংসা ও মর্যাদা লাভ করে, অন্য সমাজে তা প্রশংসা ও শক্তি পায় না। সব রকম অবস্থায় এবং সব রকম লোকের উপর কোন ব্যক্তি নেতৃত্বের অধিকারী হবেন এর কোন সুনির্দিষ্ট অস্তিত্ব নেই।

কাজেই কোন সুনির্দিষ্ট দক্ষতার কথা বলা যায় না যা কোন ব্যক্তিকে নেতা রূপে তৈরী করে। নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে মূলতঃ মনস্তাত্বিক প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে একথা সব সময় বলা চলে না। কেননা কোন প্রয়োজনে যা উত্তম নেতৃত্ব তা-ই অন্য পরিস্থিতিতে ব্যর্থ নেতৃত্ব হয়ে পড়ে। প্রতিটি ব্যক্তিকে তার উপযোগী গোষ্ঠীতে এবং উপযোগী পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত করলে সেই ব্যক্তি নেতা হতে পারেন । যেমন ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে উদ্যমী, বুদ্ধিমান এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহনে সক্ষম এমন ব্যক্তি । আবার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতার মধ্যে আমরা ভিন্ন গুনাবলীর উপস্থিতি

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যাশা করি যা দেশ-কাল ভেদে পৃথক । তাই বলা যায় স্বার্থক নেতৃত্ব হলো পরিস্থিতির ক্রিয়া বা Function of the situation.

মনোবিজ্ঞানীরা কতগুলো ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য দ্বারা নেতৃত্বের সম্ভাবনা নির্ধারিত হয় বলে মনে করেন। যেগুলো অনেকাংশে পরিস্থিতি নিরপেক্ষ বলা চলে। তাদের মতে এই বৈশিষ্ট্যগুলো কর্তৃত্ব বা প্রভূত্ব করার ক্ষমতা। দ্রুত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার ক্ষমতা, চিন্তার দৃঢ়তা দ্বারা পরিস্থিতিকে মানিয়ে নিয়ে নিজের অনুকূলে নিয়ে আসা প্রভৃতি। এ ছাড়া অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হলো সংযমের অধিকারী হওয়া, অন্যের কাজে অংশিদার হওয়া, কাজে উদ্দেশ্য ও সামর্থ প্রয়োগের ক্ষমতা থাকা ইত্যাদি।

অন্যান্য দিক থেকে পার্থক্য না থাকলে যে সব ব্যক্তির মধ্যে প্রভূত্ব ও কর্তৃত্বের গুণাবলী রয়েছে তার মধ্যে নেতৃত্ব লাভের সম্ভাবনা অপরের তুলনায় অনেক বেশী । নেতা গোষ্ঠীর সদস্যদের সংগে তার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করে। উপরোক্ত চাহিদা গুলোর পরিতৃপ্তির মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তিত্বকে কতখানি বিকশিত করতে সক্ষম তা দ্বারাই তার নেতৃত্ব মূল্যায়ন করতে হবে।

গোষ্ঠীর মনোবল, ঐক্য ও আদর্শকে রক্ষা করার মত দক্ষ নেতার যেমন প্রয়োজন। তার সাথে সাথে গোষ্ঠির নীতি নির্ধারিন, কর্মসূচীর বাস্তবায়ন, প্রয়োজনমত সিদ্ধান্ত গ্রহন, গোষ্ঠীর আভ্যন্তরীন সম্পর্ক নিয়ন্ত্রন করার ক্ষমতাও নেতার থাকা দরকার। নেতার মধ্যে একদিকে যেমন থাকা প্রয়োজন বুদ্ধিগত সামর্থ, তেমনি তাকে হতে হবে এক ব্যাপক জ্ঞান ভান্ডারের অধিকারী, তার মধ্যে থাকবে প্রযুক্তি জ্ঞান এবং প্রয়োগকৌশল। নেতা যে গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেবেন সেই গোষ্ঠীর সঙ্গে তার মনোভাবের সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। যিনি গণতান্ত্রিক নেতা, গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব সম্পর্কে তার অবগত হওয়া প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারনভাবে নেতৃত্বের যে সমস্ত বিশেষগুন প্রত্যেক প্রশাসকের থাকা প্রয়োজন তা হচ্ছে ঃ [১৪]

১. জনগনের স্বার্থকে নিজের স্বার্থের উর্দ্ধে রাখা

২. দায়িত্ব গ্রহনে ইচ্ছা/ উদ্যোগ ও কর্তব্য পরায়নতা

৩. অন্যকে অনুপ্রানিত বা প্রভাবান্বিত করার ক্ষমতা

৪. উত্তম চরিত্র , সততা, ধৈর্য্য, আত্ন-সংযম

৫. একাধিক সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা

৬. কর্মকেন্দ্রীক মননশীলতা ও দক্ষতা

৭. উত্তম শ্রোতা ও বক্তা

৮. সহকর্মীদের উপর বিশ্বাস ও নির্ভরতা

৯. যোগ্য ব্যক্তির সমাবেশের মাধ্যমে সংগঠনের উৎকর্ষ সাধন

১০. আজ্ঞা প্রদানকারী না হয়ে সহযোগী হিসেবে কাজ করা

১১. সহকর্মীদের সাথে যুক্ত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন

১২. সংস্থার উন্নতির ব্যাপারে সকলের পরামর্শ নেয়ার নিরলস প্রচেষ্টা

১৩. অধীনস্থ কর্মচারীদের সাথে শ্রদ্ধার সহিত ব্যবহার করা

১৪. স্বাধীন চিন্তার অভ্যাস

১৫. বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী হওয়া

১৬. জনগনের সাথে মতামত বিনিময় করা

১৭. সমস্যা সমাধানে আগ্রহী হওয়া

১৮. জনগনকে প্রভাবান্বিত করার ক্ষমতা

১৯. দূরদর্শিতা এবং

২০. সহিষ্ণুতা।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্ন লিখিত তথ্যে একজন যোগ্য নেতার গুনাবলী প্রকাশ পায় ঃ - [১৫]

- সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে ধারনা থাকা,
- লোকবল ও সম্পত্তি সম্পর্কে ধারনা থাকা,
- সংগঠনের ভিতরে ও বাইরে যোগাযোগ রক্ষা করা,
- উদ্বুদ্ধ করা, উত্তম কাজের প্রশংসা করা, স্বীকৃতি দেয়া, ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন জানানো, উত্তম কাজের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান,
- সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করা।
- পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনে সকলের মতামত নেয়া, নিজের ধারনা অপরকে দেয়া এবং অপরের ধারনা নেয়া, অপরকে কথা বলার উৎসাহ দেয়া এবং তার কথা শোনা।
- কর্তব্য পালনে ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ও কর্তব্য পরায়ণ হওয়া
- সময় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন থাকা
- ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহন করা
- সহকর্মীদের প্রতি বিশ্বাস নির্ভরতা রাখা
- কথায় ও কাজে 'আমি' ব্যবহার না করে 'আমরা' ব্যবহার করা
- সিদ্ধান্ত ও কাজের বাস্তবায়ন, অগ্রগতি পর্যালোচনা বা ফলোআপ করা।

যেহেতু গবেষনার মূল বিষয় হচ্ছে নেতৃত্ব সেহেতু নেতৃত্ব সম্পর্কে এ পরিচ্ছেদে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। নেতৃত্ব তত্ত্ব এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব পর্যালোচনা করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে নেতৃত্বের ধরন, নেতৃত্বের কাজ, নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা এবং নেতৃত্বের আবশ্যকীয় গুনাবলী আলোচনায় এসেছে। আলোচনার সূত্র ধরে পরবর্তী পরিচ্ছেদ সমূহে আলোচনা করা হবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নেতৃত্ব লাভকারী নেতৃবৃন্দের মধ্যে নেতৃত্ব তত্ত্ব সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াবলী বিশেষ করে গুনগত দিক কতটা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে এবং তা বাস্তবায়িত হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র ঃ

১. গুস্তাভ লা বঁ, - The Crowd, অনুবাদ, নূর মোহাম্মদ মিয়া, জনতা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা পৃ. ৭৫।

২. গুস্তাভ লা বোঁ - পূবোক্ত, পৃ. ৭৫।

৩. আফজালুল বাশার, " বাংলাদেশে নেতৃত্বের সমস্যা", লোকায়ত, ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ঢাকা, জুন, ১৯৮৮, পৃ. ১০।

৪. ফ্রেডারিক এঙ্গেলস রচনা সংকলন, দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম অংশ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো - ১৯৭৭, পৃষ্ঠা-২১৪।

৫. উদ্ধৃত ঃ J.D. Williams, Public Administration, The Peoples Business, little, Brown & Company Ltd, Boston 1980, P. 136.

৬. দ্বিতীয় উৎস থেকে গ্রহন করা হয়েছে।

৭. কাজী জালাল আহমেদ, প্রশাসনিক নেতৃত্ব

৮. মুস্তফা মজিদ, লোক প্রশাসনের তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ, প্রশাসনিক গবেষনা কেন্দ্র, ঢাকা।

৯. Ralph M. Stogdill, Hand Book of Leadership : A study of theory and reachrch, free press, New York, 1974, P-169.

১০. মুস্তফা মজিদ, পূবোর্ক্ত।

১১. Stephen P. Robbins, The Administrative Process, 2nd ed. Prentice - Hall Inc. Englewood cliffs. 1980, P. 322.

১২. মুস্তফা মজিদ, পূর্বোক্ত

১৩. ইউনিয়ন পরিষদ প্রশিক্ষন ম্যানুয়েল, প্রকাশক ঃ ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব লোকাল গভর্নমেন্ট, আগারগাও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা, জুন ১৯৯২।

১৪. ই. প. ম্যা. পূবোক্ত

১৫. ই. প.গ্র. ম্যা. পূবোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

রাজনীতিতে নারী

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীদের আগমনের এবং নেতৃত্বে পৌছানোর প্রধান কারণ হিসেবে উত্তরাধিকারের ধারাকে দায়ী করা হয়। এ সত্যতা স্বীকার করে বর্তমান অবস্থানে উত্তরনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জানতে উপমহাদেশে ইতিহাসের আলোকে তা ব্যাখ্যা করলে বর্তমানে নারী নেতৃত্বের উত্থান সামনে উপস্থিত হয়। এবং নেতৃত্ব লাভকারী দু'জন নারী তাদের স্ব-স্ব দলে প্রয়োজনীয় গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়ে বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনীতির মূল চালিকা শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

৩.১ ঃ রাজনীতিতে উত্তরাধিকারের ধারা ঃ

সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে নারীকে দেখা যায় রাজনৈতিক কর্মকান্ডে '৮০ এর দশকে দু'নারী নেত্রী সম্পর্কে তাদের আগমন এবং অবস্থান সম্পর্কে উত্তরাধিকারের সূত্রকে চিহ্নিত করা হয় এক এবং প্রধান কারণ হিসেবে। দুই বৃহৎ ফ্রন্টের নেতৃত্ব লাভকারী দু'জন নারী । আরও স্পষ্ট পরিচয় দুই গৃহ বধু। দু'জনের রাজনৈতিক সূত্র একই। দু'জনই দুই নিহত প্রেসিডেন্টের উত্তরসূরী রাজনৈতিক নয়, পারিবারিক। একজন স্ত্রী, একজন কন্যা।[১] খালেদা জিয়া বা শেখ হাসিনা কখনো রাজনীতি করবেন এবং এ দেশের রাজনীতির অন্যতম নির্ধারক শক্তি হিসেবে প্রতীয়মান হবে এ কথা কেউ কল্পনা করেনি। ভারতের রাজনীতিতে কিছু কিছু উত্তরাধিকারের নজির থাকলেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রধান কোন নেতার রাজনৈতিক উত্তরাধিকার এটাই প্রথম। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম স্থপতি মতিলাল নেহেরু জানতেন তাঁর পুত্র জওহরলাল নেহেরু রাজনীতি করবেন। জওহরলালও তাঁর কন্যা ইন্দিরাকে সেভাবে গড়ে ছিলেন। এরং ইন্দিরাও গড়েছিলেন তাঁর পুত্র সঞ্জয় এবং সবশেষে রাজীবকে। উত্তরাধিকারিত্বের নেতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে চার পুরুষের রাজনীতি এবং নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা চমৎকার খাপ খেয়েছে।[২] পরবর্তীতে ভারতে তথা সারা বিশ্বে একজন সফল রাজনীতিবিদ হিসেবে ইন্দিরা গান্ধী তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। বর্তমানে মনিকা গান্ধী এবং সোনিয়া গান্ধী উত্তরাধিকারের ধারায় ভারতের রাজনীতিতে তাঁদের অবস্থান তৈরী করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের রাজনীতিতে উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে ১৯৬৪ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর বোন মিস ফাতেমা জিন্নাহ নির্বাচনে অংশ গ্রহন করে পরাজয় বরণ করেন এবং তার রাজনৈতিক গতিধারা এর মাধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এছাড়া জুলফিকার আলী ভূট্টোর কন্যা বেনজীর ভূট্টো রাজনৈতিক সফলতা ব্যর্থতার মধ্যে উত্তরাধিকারের ধারায় পাকিস্তানের রাজনীতিতে নিজের অবস্থান তৈরী করেছেন।

শেখ মুজিব ক্ষমতায় আসার পূর্বে তাঁর পুত্র কণ্যারা কেউ রাজনীতি সম্পর্কে আগ্রহী ছিল বলে জানা যায় না। তবে শেখ মুজিবের আত্মীয় স্বজনদের অনেকে আওয়ামী লীগ করতেন। শেখ মুজিব ক্ষমতায় আসার পর তাঁর জৈষ্ঠ্য পুত্র শেখ কামালকে ছাত্র রাজনীতিতে কিছুটা তৎপর মনে হলেও যোগ্যতার বিচারে শেখ ফজলুল হক মণি ছিলেন অনেক বেশী অগ্রগামী। শেখ মুজিবের জীবদ্দশায় তাঁর রাজনৈতিক উত্তরাধিকার হিসেবে শেখ মণির নামই বেশী উচ্চারিত হতো, তাজ উদ্দিনের মতো নেতা সেখানে থাকা সত্ত্বেও। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট সপরিবারে শেখ মুজিব এবং শেখ মণি নিহত হওয়ার পর তাঁর উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি ধামাচাপা পড়ে। কারণ শেখ কামালকে রাজনীতিতে সক্রিয় দেখতে চাইলেও শেখ হাসিনা রাজনীতি করবেন এটা শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগের অন্য কোন নেতাও ভাবেননি । বরং তাজ উদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী জোহরা তাজউদ্দীন আওয়ামী লীগের অন্যতম নেত্রী হিসেবে আর্বিভূত হন।[৩] বিদেশে থাকার কারণে ১৯৭৫ এর ব্যর্থ অভ্যুত্থানে বেঁচে যাওয়া শেখ মুজিবের কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালে দেশে প্রত্যাবর্তনের পুর্বেই দলের অর্ন্তদন্দ এবং পুরোনে নেতৃত্বের প্রতি তীব্র অনাস্থার কারণে যখন শেখ হাসিনাকে আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর দায়িত্ব গ্রহনের কথা বলা হয় তখন এটা ছিল তার জন্য আকস্মিক ও বিস্ময়কর ঘটনা । তবুও শেখ হাসিনা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করে নতুন অধ্যায় সূচনা করলেন। কেননা শেখ মুজিব বেঁচে থাকলে শেখ হাসিনা হয়তো রাজনীতি করতেন না।

জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক জীবন ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। প্রকৃতপক্ষে জাগদল, জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট এবং বি,এন,পি গঠনের মাধ্যমে তার রাজনৈতিক জীবনের সূচনা । খালেদা জিয়াকে 'ফাষ্ট লেডি" হিসেবে মাঝে মাঝে দেখা গেলেও সেটা অন্যান্য প্রেসিডেন্ট পত্নীর চেয়ে কম ছিল। 'ফাস্ট লেডি' হিসেবে কোন অনুষ্ঠানে তিনি ভাষণ দিয়েছেন এমন

Dhaka University Institutional Repository

কথা এ পর্যন্ত শোনা যায়নি। খালেদা জিয়া রাজনীতি করবেন জিয়াউর রহমান বেঁচে থাকতে কখনও ভাবেননি। প্রকৃতপক্ষে জিয়াউর রহমান বেঁচে থাকলে খালেদা জিয়া রাজনীতি করতেন না।[৪] ১৯৮১ সালের ৩১শে মে জিয়াউর রহমান নিহত হলে দলের অন্তর্দ্বন্দের কারণে খালেদা জিয়ার উপর নেতৃত্বের দায়িত্ব বর্তায়। খালেদা জিয়ার জন্য জিয়াউর রহমানের মৃত্যু আকস্মিক ঘটনা হলেও বি.এন.পির নেতৃত্ব গ্রহনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহনের সুযোগ পেয়েছিলেন। বিশেষ করে নেতৃত্ব গ্রহনের শেখ হাসিনার উদাহরণ তার সামনে ছিল।[৫] দেশনেত্রী ও জননেত্রী অভিধায় অভিহিত এ দুই নেত্রী বাংলদেশের রাজনীতিতে সফল উত্তরাধিকারের ধারা সৃষ্টি করেছেন।[৬]

আরেকজন নারী উত্তরাধিকার ধারার ধারক। তিনি রওশন এরশাদ। প্রথমে সামরিক শাসক পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট জেনারেল এরশাদের পত্নী রওশন এরশাদ 'ফার্স্ট লেডি' হিসেবে সর্বাধিক পরিচিতি পান। কেননা তিনি প্রায় প্রতিদিন 'ফার্ষ্ট লেডি' হিসেবে বিভিন্ন সভা সমিতির প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দান করেছেন। এছাড়া বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রচার মাধ্যম টেলিভিশনের মাধ্যমে তাঁর পরিচিতি প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়েছে। কারণ বাংলাদেশ টেলিভিশনের সংবাদে প্রেসিডেন্টের মত প্রতিদিন 'ফার্ষ্ট লেডি'কেও একটা নির্দিষ্ট সময়ে দেখানোর সংস্কৃতি তৈরী হয়েছিল। এরশাদ সরকারের পতন এবং কারাবরনের পর তিনি জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য হিসেবে সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত হন এবং ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে সাংসদ নির্বাচিত হন।[৭]

৩.২ রাজনীতিতে নারীর আগমন ঃ ঐহিতহাসিক প্রেক্ষাপট ঃ

বাংলাদেশের নারীর প্রতিকৃতিটি হল "শ্যামলে-কোমল, শান্ত-সংহত, মমতায় মানবিক, আবার প্রতিবাদে প্রতিরোধে ইস্পাতসম কঠিন" যুগে যুগে শতাব্দীব্যাপী কবি সাহিত্যিকেরা বাঙালী নারীর প্রতিচ্ছবিটি এঁকেছেন আন্তরিকতার সঙ্গে।[৮] এই শ্যামল-কোমল, শান্ত আবার প্রতিবাদী কঠিন বাঙালী নারী জন্মানোর উপক্রম হতেই বা জন্ম সময় থেকেই শুরু হয়ে যায় তার প্রতি নির্যাতন। সে অবাঞ্চিত তাই তাকে হত্যা করা হয়। যদি কোনক্রমে বেঁচে গেল তো লেগে গেল ঘর গৃহস্থালি কাজে। সে তখন সেবিকা, শয্যাসঙ্গিনী আর

Dhaka University Institutional Repository

সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র। সে নারী। এই তথাকথিত সভ্য ভদ্র সমাজে এটাই তার সব থেকে বড় পরিচয়।[৯] তাই মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও, সংবিধানে নারী পুরুষের অধিকার, মর্যাদা সমান হওয়া সত্ত্বেও মেয়েদের মেরে ফেলা হয় ভ্রূণাবস্থা থেকে গৃহবধু হওয়া পর্যন্ত । এরুপ পরিমন্ডলে বেড়ে উঠা নারী তাঁর স্বীয় যোগ্যতা ও পারদর্শিতার বলে পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নেতৃত্বের স্বাদ আস্বাদন করে । নারী । সে যতই অবহেলা আর বঞ্চনায় থাকুক না কেন যুগ যুগ ধরে সে পরিবারে , সমাজে ও রাষ্ট্রে তার অবস্থান তৈরী করেছেন। আমরা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে একশত বছরে নারী জাগরণ, রাজনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীর উত্থান আলোচনা করলে দেখতে পাবো কি দূর্বিষহ ও ভয়াবহ সময় অতিক্রম করে বর্তমান পর্যায়ে এসেছেন।

বিস্ময়করভাবে বাংলার নারী জাগরনের অগ্রদূত হচ্ছন কয়েকজন পুরুষ। রাজা রামমোহন রায় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্র নাথ প্রমুখ বুদ্ধিজীবী সমাজ সংস্কার করাই প্রথম নারী ইস্যুতে কাজ শুরু করেন। ঈশ্বর চন্দ্র নারী শিক্ষার প্রচলন ঘটান, রোধ করেন বাল্য বিবাহ। বিধবা বিয়ে চালুর জন্য সামাজিক আন্দোলনও গড়ে তোলেন তিনি। উপরোক্ত বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা উনিশ শতকে বাংলায় যে রেনেসাঁ ঘটে তা নারী জাগরনের সূত্রপাত ঘটায়।[১০]

নারী আন্দোলনের সূচনা পর্বে সভা-সমিতি গড়ে তোলা সহজ ছিল না। পর্দা ও অবরোধের কারণে যখন নারী সমাজ প্রকাশ্য সভা-সমিতি গড়ে তুলতে সীমাহীন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন ছিলেন তখন অধ্যাপক রামতনু লাহিড়ীর নেতৃত্বে এক দল প্রগতিকামী পুরুষ নারী স্বার্থ নিয়ে এগিয়ে আসেন। নিম্নে পর্যায়ক্রমে নারী নেতৃত্বের অবস্থান তুলে ধরা হল ঃ

১৮৬৩ সাল ঃ একদল প্রগতিশীল পুরুষ কর্তৃক ভাগলপুর মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিক নিপীড়ন থেকে নারীদের মুক্তির লক্ষ্যে এটিই ছিল বাংলার নারীদের প্রথম সমিতি।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৬৬ সাল ঃ নারীরা প্রথম প্রকাশ্য সভায় যোগদান করে। পুরুষের উদ্যোগ ও সহযোগিতায় সমিতির প্রতিষ্ঠা হলেও নারীর মেধা ও পরিশ্রম অল্প কয়েক বছরেই তাদের স্বীয় উদ্যোগে নারী সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অবস্থা তৈরী হয় ।

১৮৮০ সাল ঃ বাংলার নারী আন্দোলনের মূল প্রেরণা বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন আর্বিভূত হন। রোকেয়ার আর্বিভাবে নারী অধিকারের আওয়াজ হিন্দু অন্দর মহলের পাশাপাশি মুসলিম অন্তঃপুরেও আঘাত আনে।

১৮৭৯ সাল ঃ এ বছরের ৮ই আগষ্ট রাধারানী লাহিড়ী , কাদম্বিনী বসু, কৈলাস কামিনী দত্ত, কামিনী সেন প্রমুখ মহিলা বঙ্গীয় মহিলা সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ৪১ জন সদস্য দিয়ে সংগঠনটির যাত্রা শুরু হলেও পরবর্তীতে ১০০ জনের বেশী এ সমিতির সদস্য হয়েছিলেন।

১৮৮৯ সাল ঃ (১৮৮০) বোম্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ৫ম অধিবেশনে ৬জন বাঙালী নারী যোগ দেন। তাঁদের মধ্যে দু'জন ছিলেন বাঙালী একজন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী ডঃ কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় এবং অন্যজন জানকীনাথ ঘোষালের স্ত্রী স্বর্ণকুমারী দেবী। প্রথম দিকে কংগ্রেসের আন্দোলনে নারী প্রতিনিধিত্ব সীমিত হলেও ক্রমান্বয়ে নারীদের প্রতিনিধিত্ব বাড়তে থাকে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে এ্যানি বেসান্ত নির্বাচিত হন (১৯১৭) এবং তাঁর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস সম্মেলনে নারী সমাজকে উদ্দীপ্ত করে ।

১৯০১ সাল ঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ২০০ জন নারী প্রতিনিধি যোগ দেন। এদের মধ্যে কাদম্বিনী গাঙুলী ও সরলা দেবী চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য ।

১৯০২ সাল ঃ ন্যাশনাল সোশ্যাল কনফারেন্স প্রতিষ্ঠানের সম্মেলনে ৫০ জন নারী যোগ দেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৫ সাল ঃ বঙ্গ ভঙ্গ ও তাঁর বিরুদ্ধে গড়ে উঠা স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে নারী সমাজ দ্রুত রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠে । এ বছর কংগ্রেসের বেনারস অধিবেশনে নারীদের আলাদা সভায় যোগ দেন ৬০০ জন মহিলা। এদের অধিকাংশই ছিলেন বাঙালী।

১৯০৫ সাল ঃ একই বছর ময়মনসিংহ সৃহৃদ সমিতির প্রতাপাদিত্য ব্রত-র দ্বিতীয় অধিবেশনে সরলা দেবী চৌধূরানী সভাপতিত্ব করেন এবং ঐ অধিবেশনেই প্রথম জাতীয় শ্লোগান হিসেবে 'বন্দে মাতরাম' উচ্চারিত হয়।

১৯০৬ সাল ঃ কাদম্বিনী গাঙুলী, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ নেত্রী দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করার ঘোষণা দেন এবং নারী সমাজকে যুক্ত হতে আহবান জানান। বৃটিশের লাঠি, জেল-জুলুম, গুলি উপেক্ষা করে হাজার হাজার নারী সভায়, সমাবেশের কাজে যুক্ত হন।

১৯০৮ সাল ঃ মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের সমর্থনে নারী কমিটি গঠিত হয়। ক্ষুদিরামের ফাঁসি এবং 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' গানের প্রভাবে নারী সমাজ তীব্র আন্দোলনের জোয়ারে বেরিয়ে আসেন অবরোধ থেকে, গৃহ কর্মের গন্ডি থেকে।

১৯০৯ সাল ঃ বরিশালের অশ্বিনী কুমার দত্তের নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতা লাভ করেন। রাস্তার মিছিলে যোগ দেন গৃহ বধুরা। বাঁকাইর জমিদার বাড়ির ১২ বছর বয়সী বউ মনোরমা বসু হাতে হলুদ সুতার রাখী বেঁধে যোগ দেন স্বদেশী মিছিলে । তার সে যাত্রা ১৯৮৭ সালে মৃত্যুর পর থেমেছে।

১৯১৪-১৮ সাল ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চাপে নারী সমাজের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে উঠে। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে বলেছেন ঃ 'এই অবস্থার মুখোমুখি হয়ে তাদের মুখের ওপর থেকেই যে কেবল ঘোমটা খসল তা নয় - যে ঘোমটার আবরণে তারা অধিকাংশ জগতের আড়ালে পড়ে গিয়েছিল সেই মনের ঘোমটাও তাদের খসেছে'। নারী নব জীবনের সূচনা, অন্ধকার থেকে আলোতে আর্বিভাব ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯১৭ সাল ঃ ভোটাধিকার আন্দোলন শুরু। ১৯১৭ সালের ১৮ই ডিসেম্বর মন্টেগু চেমসফোর্ড মিশনের কাছে ভারতের বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের প্রতিনিধিরা স্বারকলিপি পেশ করেন সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে। মুসলিম নারীদের প্রতিনিধিত্ব করেন বেগম হযরত সোবানী। তারা দাবী তুলেছিলেন নারী সমাজের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মাতৃমঙ্গলের উন্নত ব্যবস্থা করতে হবে। পুরুষের সমান ভোটাধিকার দিতে হবে। এই আন্দোলন অব্যাহতভাবে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে । এ্যানি বেসান্ত, কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়, জাহানারা শাহনাওয়াজ, শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, শামসুন্নাহর মাহমুদ, সুফিয়া কামাল প্রমুখ পর্যায়ক্রমে এই আন্দোলনে অংশ নেন। বৃটিশ সরকার ১৯৩৫ সালে ৬০ লক্ষ ভারতীয় নারীর ভোটাধিকার দেন। *

নারী সংগঠন ও নারী আন্দোলন ঃ

১৯১৮-১৯৪৭ঃ সময় কালে নারী সংগঠন ও নারী আন্দোলন সমূহ ছিল নিম্নরুপ যা পরবর্তীতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিকাশ ঘটিয়েছে।

১৯১৯ সাল ঃ লেডি অবলাবসু প্রতিষ্ঠা করেন নারী শিক্ষা সমিতি।

১৯২০ সাল ঃ জ্যোর্তিময়ী গাঙুলীর নেতৃত্বে কলিকাতা কংগ্রেস প্রথম নারী স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠিত হয়।

১৯২১ সাল ঃ কবি কামিনী রায় , লেডী অবলা রায় প্রমুখ প্রতিষ্ঠা করেন বঙ্গীয় নারী সমাজ'। একই সালে উর্মিলা দেবী 'নারী কর্ম মন্দির' গড়ে তোলেন।

১৯২৩ সাল ঃ ঢাকায় গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি গড়ে তোলেন আশালতা সেন ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৪ সাল ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী লীলা নাগ গড়ে তোলেন 'দীপালী সংঘ' । তাদের পত্রিকার নাম ছিল 'জয়শ্রী' । ১২টি অবৈতনিক স্কুল তারা গড়ে তোলেন। নারী শিক্ষা মন্দির (বর্তমানে শেরে বাংলা গার্লস কলেজ) এগুলোর অন্যতম।

১৯২৫ সাল ঃ 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব উইমেন ইন ইন্ডিয়া' প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্ব ভারতীয় নারী সংগঠন 'স্ত্রী ধর্ম' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে।

১৯২৭ সাল ঃ সরোজ নলিনী দত্ত মেমোরিয়াল এ্যাসোসিয়েশন, উইমেন এডুকেশন লীগ, অল ইন্ডিয়া উইমেন কনফারেন্স গঠিত করে।

১৯২৮ সাল ঃ স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গঠিত হয় ।

১৯৩০ সাল ঃ জোবেদা খাতুন চৌধুরীর নেতৃত্বে সিলেটে প্রতিষ্ঠিত হয় 'শ্রীহট্ট মহিলা সংঘ'

১৯৩২ সাল ঃ অল বেঙ্গল উইমেন্স ইউনিয়ন গঠিত হয় নারী ও বালিকা পাচার সমস্যার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের দাবীতে।

১৯৩৩ সাল ঃ নারী সত্যাগ্রহ সমিতি গঠিত হয় বিলাতি পণ্য বর্জন, মদ পান বন্ধ, নারী সমাবেশ করার জন্য ।

১৯৪২ সাল ঃ বিশ্বযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের প্রতিরোধে অবিভক্ত ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির নারী নেতৃত্ব গড়ে উঠে। 'বঙ্গীয় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' । কৃষক শ্রমিক, মধ্যবিত্ত নারী সদস্যরা যুক্ত হন আন্দোলনে। এ বছরেই লীলা নাগ ঢাকায় 'দীপালী সংঘ' প্রতিষ্ঠা করেন। অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুল, ইংরেজী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের পাশাপাশি নারীদের আত্মরক্ষা ব্যবস্থাতে পটু করে তোলাই ছিল এ সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯১৪-১৯৪৭ সাল ঃ এই সময় কালে রাজনৈতিক অঙ্গনে বিভিন্ন ধারা আন্দোলনে নারীর সক্রিয় অংশ গ্রহন বর্তমানে নারী নেতৃত্বের ইঙ্গিত দান করে।

১৯১৪ সাল ঃ এ সময় থেকেই কাজ করেছেন দু'কড়ি বালা দেবী, চারুশিলা দেবী, ননী বালা, মোহিনী দেবী,

১৯১৭ সাল ঃ রাজনৈতিক কাজের জন্য দু'কড়ি বলা সশ্রম কারাদন্ড ভোগ করেন।

১৯২১ সাল ঃ মোহনী দেবী জেলে যান

১৯২২ সাল ঃ মোহিনী দেবী জেলে যান

১৯৩০ সাল ঃ রাজনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য আবারও মোহিনী দেবী জেলে যান।

১৯২৮ সাল ঃ কলিকাতা কংগ্রেসে লীলা নাগ যোগ দেন, সুভাষ দত্ত বসুর কর্মকান্ডের সমর্থনে।

১৯৩০ সাল ঃ আশালতা সেন, লীলা নাগ লবন সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেন ঢাকায়। সে সময় অস্ত্র সংগ্রহ রক্ষণাবেক্ষণ, সন্ত্রাসী বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদানকারী শতশত নারীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বীণা দাশ, কমলা দাশগুপ্ত, সাবিত্রী দেবী, ইন্দুমতি সিংহ, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী প্রমুখ ।

১৯৩০ সাল ঃ মাষ্টারদা সূর্যসেনের আদর্শের অনুসারী প্রীতিলতা স্বদেশী আন্দোলনে বিপ্লবী দলে যোগ দেন। যদিও সে সময়ে বৃটিশদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে নারীদের অংশ গ্রহন প্রথম দিকে ছিল নিষিদ্ধ কিন্তু প্রীতিলতা নারী পুরুষের মধ্যকার বৈষম্যকে পরাভূত করতে চেয়েছিলেন । তিনি বলেছিলেন দুটো যুদ্ধের কথা - একটা পুরুষের আধিপত্য অন্যটা বৃটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৮-৫০ সাল ঃ এর দশক সিলেটের প্রথম মুসলিম মহিলা রাজনীতিবিদ জোবেদা খাতুন চৌধুরানী সক্রিয় রাজনীতি করেছেন। এ সময় কালের প্রথম শহীদ মহিলা রাজনীতিবিদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার । ১৯৩২ সালে তিনি শহীদ হন। চট্টগ্রামের অস্ত্রগার আক্রমন করতে গিয়ে গ্রেফতার এড়াতে সায়ানাইড খেয়েছিলেন তিনি।

১৯৩২ সাল ঃ কবি হোসনে আরা বেগম স্বাধীনতা দিবসে কলকাতা ময়দান শোভাযাত্রা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন, পতাকা উত্তোলন করেন এবং তিনি জেলও খেটেছেন। এ সময়ের আরেক জন দৌলতুননেসা খাতুন গাইবান্ধায় স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন, বেশ কয়েকবার তিনি কারা বরণ করেন।

১৯৩২-৩২ সাল ঃ রাজিয়া খাতুন ও হালিমা খাতুন ময়মনসিংহের বিপ্লবী যুগান্তর দলে যোগ দিয়ে কাজ করেছেন।

১৯৩৮-৩৯ সাল ঃ জমিদারদের স্বেচ্ছাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নানকার আন্দোলনে সিলেটের নারীরা অংশ গ্রহণ করে।

১৯৪০ সাল ঃ পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম রাজনৈতিক সংগঠনের খাকসার এর নিষিদ্ধ ঘোষণা বাতিলের দাবীতে মুসলিম নারীদের মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির দিকে এগিয়ে যাওয়া এই মিছিলে পুলিশ বাধা দেয় এবং অনেক নারীকে গ্রেফতার করে। মিছিলে মুসলিম নারীদের অংশগ্রহনের ফলে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর মাঝে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয় এবং নারীদের অধঃপতন ঘটেছে বলে তারা প্রচার করতে থাকে। এ ধরনের সমালোচনা উপক্ষো করে নারীরা রাজনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত হতে থাকে।

১৯৪২ সাল ঃ অরুণা আসফ আলী বোম্বেতে বৃটিশ পুলিশের জুলুম উপেক্ষা করে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন। এর পর তিনি আত্নগোপনে ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৬ সাল ঃ তেভাগা আন্দোলন শুরু হলে দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, নীলফামারী, যশোর, নড়াইল, ময়মনসিংহ, চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় নারী কর্মীদের অকুতোভয় অংশ গ্রহন ও শহীদ হওয়ার ঘটনা ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ । এই সময় কালে কৃষক বাহিনীর নেতৃত্ব দেন দিপেশ্বরী সিং, বুড়িমা, সুরমা সিং , সরলাদি, যশোদা রানী সরকার, কৌশল্যা কামরানী প্রমুখ শত শত নারী ।

এই সময়কালেই ময়মনসিংহের টংক বিদ্রোহের নেত্রী রাসমনি, কিশোরগঞ্জের পর্দানশীল মুসলিম নারীরা, সিলেটের নানকার আন্দোলনের নারী নেত্রীরা, মণিপুরি নারীদের ভানুবিল আন্দোলনের ইতিহাস স্মরণীয়।

১৯৪৬ সাল ঃ প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচনে কয়েকজন বাঙালী নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। চট্টগ্রাম থেকে নেলী সেন গুপ্তা এবং ঢাকা থেকে আশালতা সেন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্যা নির্বাচিত হন।

এ বছরের শেষ নাগাদ নোয়াখালীতে দাঙ্গা বিরোধী কাজে লীলা নাগ, আশালতা সেন, মনিকুন্তলা সেন, মায়ালাহিড়ী, রেনু চক্রবর্তী, ইলা মিত্র, মনোরমা বসু, কমলা চ্যাটার্জী, বেলা লাহিড়ী প্রমুখ মহাত্মা গান্ধীর সাথে যোগ দেন। কলিকাতার দাঙ্গা বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন সুফিয়া কামাল।

১৯৪৭ সাল ঃ দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালী নারী সমাজের সংগঠন, আন্দোলন ও কর্মকান্ডের মধ্যে নেত্রী হিসেবে উল্লেখযোগ্য লীলা নাগ ও তার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী কবি সুফিয়া কামাল।

১৯৪৮ সাল ঃ কবি সুফিয়া কামালকে সভানেত্রী জুই ফুল বায়ু ও নিবেদীকা নাগকে যুগ্ম সম্পাদক করে প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি । কয়েক মাস পরেই মুসলিম লীগ সরকার এই সংগঠনকে নিষিদ্ধ করেন। একই বছরে বরিশালে আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে মনোরমা বসুর নেতৃত্বে ভুখা মিছিল হয়। পুলিশ লাঠি চার্জ করে

Dhaka University Institutional Repository

মনোরমা বসু সহ চার জন মহিলা নেত্রী এবং আটজন ছাত্রকে গ্রেফতার করে। মনোরমা বসু ১৯৫২ সালে মুক্তি লাভ করেন।

১৯৫০ সাল ঃ তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্বে ইলা মিত্র কারা বন্দী হন। তাঁর উপর পুলিশের বর্বর নির্যাতনের ফলে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৫৪ সালে তিনি প্যারোলে মুক্তি পান।

- একই বছরেই সাম্প্রতিক দাঙ্গার বিরুদ্ধে লীলা নাগ, সুফিয়া কামাল ও অন্যান্য মহিলা সর্বাত্নক কাজ করেন।
- এ বছর থেকেই নতুন নতুন মহিলা সংগঠন গড়ে উঠেছ। পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি নতুন ভাবে গড়ে উঠেছে। কামরুন নাহার লইলীসহ তরুনী ছাত্রীরা যোগদেন। সুফিয়া কামাল, নূরজাহান মুরশিদ, রোকেয়া রহমান কবীর, বেগম মহিউদ্দিন, রাইসা হারুন , দৌলতুননেসা প্রমুখ নারী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ।

১৯৫২ সাল ঃ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুরু হয় । সিলেট মুসলিম লীগের জেলা কমিটির সভানেত্রী জোবেদা খাতুন চৌধুরী, সৈয়দা নাজিবুন্নেসা ও রাবেয়া খাতুন প্রমুখ নেতৃত্ব দেন এই আন্দোলনে । এই বছরের ২১শে ফেব্রুয়ারী ছাত্র মিছিলে পুলিশের গুলি বর্ষণ ও ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ঢাকার নারী সংগঠনের সদস্যরা ও সাধারণ নারী সমাজ সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল করে প্রতিবাদ জনান। নুর জাহান মুরশিদ, লায়লা সামাদ, সানজিদা খাতুন প্রমুখ শোক সভায় যোগ দেন। ভাষা আন্দোলনে নারী সমাজের সক্রিয় অংশ গ্রহণ ছিল।

১৯৫৩ সাল ঃ ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় মহিলাদের প্রথম প্রভাত ফেরী বের হয়। সুফিয়া কামাল সহ নেতৃস্থানীয় সব মহিলা এতে অংশ নেন। এর সংগঠক ছিলেন লায়লা সামাদ। ঢাকা শহরের স্কুল-কলেজের অনেক ছাত্রীও এতে অংশ নেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও মিছিল বের করেন। ঢাকার বাইরে জেলা শহর গুলোতেও মহিলারা মিছিল বের করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৪ সাল ঃ নির্বাচনের আইন ছিল পৌরসভা এলাকায় নারীদের ভোটে নারী প্রার্থী নির্বাচিত হবেন। সে সময় দৌলতুননেছা, নুরজাহান মুরশিদ, বদরুন্নেছা আহমেদ , আমেনা বেগম, সেলিনা বানু, রাজিয়া বানু, তফতুন্নেছা, মেহেরুননেসা খাতুন, নেলী সেন গুপ্তা সহ ১৪ জন নির্বাচিত হন। নারী সমাজের মধ্যে অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

১৯৫৫ সাল ঃ বেগম দৌলতুননেছা, নুরজাহান মুরশিদ, বেগম রাজিয়া বানু প্রাদেশিক সরকারের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী হিসেবে নিযুক্ত হন।

- তেল ও নুনের দাম বাড়ানো হলে কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে সরকারী সংগঠন আপওয়ার মহিলারা ছাড়া সব সংগঠনের মহিলারা মন্ত্রী আতাউর রহমানকে রাজপথে ঘেরাও করেন। পূর্ব পাকিস্তানে এই প্রথম রাজপথে মহিলাদের ঘেরাও আন্দোলন হয়।

১৯৬০-৬১ সাল ঃ প্রথম বারের মত একজন নারী জাহানারা আখতার ডাকসুর সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন ।

১৯৬১ সাল ঃ প্রণীত হয় পারিবারিক আইন। ১৯৬৩ সালে আইনটি গৃহিত হয়। নারী সমাজের অধিকার অর্জনের ইতিহাসে এটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । জাতীয় পরিষদের প্রত্যেক প্রদেশ থেকে ৩টি করে ৬টি ও প্রাদেশিক পরিষদে ৫টি করে ১০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল ।

১৯৬৩-৬৪ সাল ঃ অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক হিসাবে ডাকসুতে নির্বাচিত হন ।

১৯৬৪ সাল ঃ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিরোধী 'পূর্ব বাংলা রুখিয়া দাড়াও' আন্দোলনে রোকেয়া রহমান কবীরসহ বহু মহিলা যোগ দেন।

Dhaka University Institutional Repository

- মিস ফাতেমা জিন্নাহ প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হওয়ায় নারী সমাজ স্বেচ্ছাসেবী হয়ে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত হন। সামরিক সরকার আইয়ুব বিরোধী নির্বাচনী জোট করে ইসলামী দলগুলোসহ এদেশের সব রাজনৈতিক দল ১৯৬৪ সালে নির্বাচনী ৯ দফা ঘোষণায় মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১ বাতিল করার ধারা যুক্ত করেন।

১৯৬৫ সাল ঃ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে মতিয়া চৌধুরী দায়িত্ব গ্রহন করেন।

১৯৬৭-৬৮ সাল ঃ ডাকসুর সহ সভাপতি হিসেবে মাহফুজা খানম নির্বাচিত হন।

১৯৬৯ সাল ঃ গণ আন্দোলনে নারী সমাজ যোগ দেয়। আন্দোলনের প্রয়োজনে গড়ে তোলে মহিলা সংগ্রাম পরিষদ। রাজবন্দীর মুক্তির জন্য তহবিল সংগ্রহ , প্রচার, আন্দোলন ও মিছিল সমাবেশে যোগ দেয় নারী সমাজ।

১৯৭০ সাল ঃ কবি সুফিয়া কামালকে সভানেত্রী ও মালেকা বেগমকে সাধারণ সম্পাদিকা করে প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ । এদেশের প্রথম মহিলা রাজনীতিবিদ জোবেদা খাতুন চৌধুরীর ৭০ বছর বয়সে এই সংগঠনের সাথে যুক্ত হন।

১৯৭১ সাল ঃ এ দেশের নারী সমাজ বঙ্গবন্ধুর আহবানে মুক্তি যুদ্ধের জন্য ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। সে সময় মহিলা সংসদ, মহিলা সমিতিসহ বহু নারী সংগঠন পূর্ব পাকিস্তানে সক্রিয় ছিল ।

- মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, ছাত্রীদের নিয়ে সশস্ত্র ছাত্রী বিগ্রেড গড়ে তোলে । ছাত্র ইউনিয়ন পরিচালিত ছাত্রী বিগ্রেডের কমান্ডার ছিলেন কাজী রোকেয়া খানম (কবীর) এবং ডেপুটি কমান্ডার ছিলেন কাজী রোকেয়া সুলতানা রাকা। এই বিগ্রেডের মাধ্যমে ছাত্রীদের

Dhaka University Institutional Repository

মার্চপাস্ট, রাইফেল চালনা, শরীর চর্চা, ব্যারিকেড তৈরী ও প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষা দেয়া হয়।

- যুদ্ধের সময় ভারত ব্যাপী রাজনৈতিক যোগাযোগ রক্ষা করেছেন বেগম মতিয়া চৌধুরী ও মালেকা বেগম । আগরতলাস্থ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে নেতৃত্ব দিয়েছেন রোকেয়া কবীর। চিকিৎসা সহায়তা ও রাজনৈতিক উদ্বুদ্ধ করণের কাজ করেছেন ডাঃ মাকসুদা নার্গিস রত্না, ডাঃ ফৌজিয়া মোসলেম, আয়শা খানম, সাইদা কামাল টুলু, মনিরা আক্তার, ফরিদা আক্তার, মুশতারী শফি। এছাড়া যুদ্ধকালিন সময়ে সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর নেতৃত্বে কলকাতার পদ্মপুকুর এলাকায় নারী মুক্তি যোদ্ধাদের নিয়ে গোবরা ক্যাম্পের কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। তাকে সহায়তা করেছেন কৃষ্ণা রহমান ও মিসেস ফজিলাতুন নেসা। এই ক্যাম্পে সর্বমোট ৪০০ মুক্তিযোদ্ধা নারী ছিলেন।

- এ যুদ্ধে নারীর সশস্ত্র লড়াই ছাড়াও খবর আদান প্রদান, ঔষধ, খাবার ও টাকা পয়সা সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পৌছে দেয়া, আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া সাংস্কৃতিক স্কোয়াড গঠন করে সারা ভারতে মুক্তিযোদ্ধা ও শরনার্থী ক্যাম্পে গান গেয়ে উৎসাহিত করা এ সকল দায়িত্ব নারীরাই বেশী পালন করেছে।

- ২৫শে মার্চের পর সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু হলে পুরুষের পাশাপাশি বেশ কয়েকজন বীরঙ্গনা নারী অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রনাঙ্গনে তারা পাক হানাদার নিধনে সাহসী ভূমিকা রাখেন। সশস্ত্র যুদ্ধে সাহসী ও কৃতিত্ব পূর্ন ভূমিকার জন্য দু'জন নারী মুক্তিযোদ্ধা বীর প্রতীক খেতাব অর্জন করেন। এরা হলেন ক্যাপ্টেন ডাঃ সেতারা বেগম বীর প্রতীক এবং তারামন বিবি বীর প্রতীক। সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ গ্রহন কারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নারী মুক্তিযোদ্ধারা হলেন - পাবনার শিরিন বানু, নরসিংদির ফোরকান বেগম, মিনারা বেগম, গোপালগঞ্জের আশালতা বৈদ্য, বরিশালের করুনা বেগম, রুনা দাস, রমা, বীথিকা বিশ্বাস , মিনতি ওঝা, মালতি হালদার ও তপতি মন্ডল।

Dhaka University Institutional Repository

- মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহন করেছিল এদেশের ছাত্র -শিক্ষক, শ্রমিক-কৃষক, কামার-কুমার, তাঁতী, ধোপা, মজুর, নারী-পুরুষ সহ সকল পেশা ও শ্রেনীর লোক। কিন্তু যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেও পুরুষের পাশে নারীরা স্থান পায়নি ইতিহাসে।[১১]

১৯৭২ সাল ঃ বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর সমান অধিারের দ্বারা মৌলিক অধিকারের অর্জিত হয়। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে (১০ অনুচ্ছেদ) এবং রাষ্ট্র ও গনজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবেন (২ অনুচ্ছেদ)।

১৯৭৩ সাল ঃ দু'জন নারীকে মন্ত্রীসভায় অর্ন্তভুক্ত করা হয়। এর মধ্যদিয়ে ক্ষমতায়নে নারীর আগমন ঘটে।

১৯৭৪ সাল ঃ একজন নারীকে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক নিয়োগ করা হয়। এ বছরেই বাংলাদেশ নারী পূর্নবাসন বোর্ডকে বাংলাদেশ নারী পূর্নবাসন ও কল্যান ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করা হয়।

১৯৭৫ সাল ঃ মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত কর্ম-পরিকল্পনা ও জাতিসংঘ কর্তৃক প্রথম নারী দশক ঘোষনা এবং সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির ভিত্তিতে পৃথিবীর দেশে দেশে নারী উন্নয়নের যে ধারা চালু হয় বাংলাদেশের নারী আন্দোলনও সে ধারার সাথে একাত্বতা ঘোষনা করে।

১৯৭৬ সাল ঃ পুলিশ ও আনসার বাহিনীতে নারীদের নিয়োগ করার অধ্যাদেশ জারী হয়। সরকারী রেজুলেশন বলে জাতীয় মহিলা সংস্থা গঠিত হয়।

১৯৭৭ সাল ঃ প্রথম সরকারী অধ্যাদেশের আওতায় প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে ২ জন নারী সদস্য মনোনয়নের বিধান করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৮ সাল ঃ মহিলা মন্ত্রনালয় ও মহিলা মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়।

১৯৮০ সাল ঃ বাংলাদেশের নারীর পশ্চাৎপদতার অন্যতম কারন যৌতুক প্রথা । ১৯৮০ সালে যৌতুক নিরোধ আইন পাস হয়।

১৯৮১ সাল ঃ ২৭ শে ফেব্রুয়ারী শেখ হাসিনা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই দলের ভাঙ্গন রোধ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহন করেন। এর মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্বের সূত্রপাত ঘটে।

১৯৮২ সাল ঃ ৩রা জানুয়ারী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে রাজনৈতিক কর্মী হিসেব খালেদা জিয়া যোগদেন এবং দলীয় নেতৃত্ব লাভ করেন ১৯৮৪ সালের ১০ই মে তারিখে।

১৯৮৩ সাল ঃ স্বৈরাচার বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে দিপালী সাহা শহীদ হন। এছাড়া শহীদ জননী জাহানার ইমামের নেতৃত্বে 'ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি' গঠিত হলে ব্যাপক সংখ্যক নারী এ আন্দোলনে শামিল হন। ১৯৮৩ সালের মার্চে বেগম খালেদা জিয়া বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সাত দলীয় ঐক্য জোট গঠিত হয় এবং এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়।

- স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশের পরিবর্তন ঘটে এবং পরিবর্তিত অধ্যাদেশ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদে মনোনীত নারী সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে ৩ জন করা হয়।

১৯৮৪ সাল ঃ আর্ন্তজাতিক নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরন সনদে (সিডও) সংরক্ষিত ধারা সহ সরকারের স্বীকৃতি দান । খালেদা জিয়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়।

১৯৮৫ সাল ঃ বিশ্ব নারী দশকের পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের পূর্ন প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৬ সাল ঃ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে শেখ হাসিনা সংসদে বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত হন। বাংলাদেশে কোন নারীর এটাই প্রথম এ ধরনের ক্ষমতা গ্রহন।

১৯৮৭ সাল ঃ নারী অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যুকে সামনে রেখে নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করতে জাতীয় পর্যায়ের কয়েকটি নারী সংগঠন নিয়ে ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ গঠিত হয়।

১১ই নভেম্বর শেখ হাসিনা গৃহবন্দী হন এবং ১০ই ডিসেম্বর মুক্তিলাভ করেন।

১৯৮৮ সাল ঃ ১৫ দলীয় ঐক্যজাট ও ৭ দলীয় ঐক্য জোটের নেত্রী শেখ হাসিনা এবং বেগম খালেদা জিয়া যুগপৎ কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন ও গনতন্ত্র পূর্নউদ্ধারের আন্দোলন অব্যাহত রাখে।

১৯৮৯ সাল ঃ ১৫ দলীয় এবং ৭ দলীয় ঐক্যজোটের নেত্রী শেখ হাসিনা এবং বেগম খালেদা জিয়া বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বৈরাচারী সরকারের পতন এবং গনতন্ত্র পূর্নউদ্ধারের আন্দোলন অব্যাহত রাখেন।

১৯৯০ সাল ঃ গন অভ্যুত্থানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হল ও শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীরাই প্রথম কারফিউ ভঙ্গ করে মিছিল বের করে এবং সেই মিছিলে হাজার হাজার ছাত্র জনতা যোগ দেয় এবং স্বৈরাচার এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

- শেখ হাসিনা কর্তৃক ১৯শে নভেম্বর জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা হস্তান্তরের রুপরেখা ঘোষনা । ২৭শে নভেম্বর গ্রেফতার ও গৃহবন্দী হন। ৪ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদের পদত্যাগের প্রাক্কালে গন-আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন।

- খালেদা জিয়ার দীর্ঘ ৮ বছর একটানা নিরলস ও আপোষহীন সংগ্রামের পর ১৯৯০ সালের ৪ ডিসম্বের গন অভ্যুত্থানে এরশাদ সরকারের পতন হয়।

Dhaka University Institutional Repository

- স্বৈরাচার এরশাদের পতনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রে নারী নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। ১৯৮১ এবং ১৯৮২ সালে দলের দলীয় নেতৃত্ব লাভকারী দু'জন নারী ক্রমান্বয়ে নিজেরে অবস্থান সুদৃঢ় করেন।

৩.৩. দলের ভেতর দুই নেত্রীর গ্রহনযোগ্যতা ঃ

দুই বাঙালী গৃহবধূ বাংলাদেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে দলের তরুন নেতা ও কর্মীদের বিপুল সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছেন। রাজনৈতিক অতীত পরিচ্ছন্ন থাকার কারনে দলের ভেতরের বিরোধী অংশের পক্ষ থেকে অনভিজ্ঞতার অভিযোগ ছাড়া অন্য কোন সমালোচনার সম্মুখীন তাদের হতে হয় নাই। প্রথম দিকে তারা জনসভায় ভাষন দিতেন সংক্ষিপ্ত ও লিখিত। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হতেন দ্বিধা ও সংকোচের সঙ্গে। কিন্তু এই দ্বিধা ও সংকোচ বেশীদিন থাকেনি, তারা উত্তরোত্তর এগিয়ে গেছেন প্রবল আত্নবিশ্বাসে।[১২]

আওয়ামী লীগের সাধারন কর্মীদের মধ্যে শেখ হাসিনার অভূতপুর্ব জনপ্রিয়তা তাকে রাজনৈতিক সংকট থেকে বারবার রক্ষা করেছে। বিএনপি-এর সাধারন কর্মীদের নিকট বেগম খালেদা জিয়া এক পরম পূজনীয় বিস্ময় তাঁর যে ছবিটি কর্মীদের ঘরে ঘরে সবচেয়ে বেশী বাঁধাই হয়ে আছে যে ছবিটির তার নিচে তিনটি শব্দ ঃ মা, মাটি ও মানুষ। কর্মীদের নিকট শেখ হাসিনা আপা-বোন। কর্মীদের কাছে খালেদা মাতৃ আসনের অধিকারীনী।[১৩]

প্রায় পশ্চাৎপদ , কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও নিরক্ষর মানুষের দেশে এ দুই নেত্রীর যুগপৎ উত্থান এক দশকের মধ্যে বাংলাদেশের নারীদের মানস মুক্তি ঘটিয়েছে বিস্ময়করভাবে। পুরুষ শাসিত সমাজে এবং বিশেষভাবে পুরুষ নিয়ন্ত্রিত রাজনীতিতে নিজেদের নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এই দুই নারী বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আন্দোলনে নরীরা উজ্বল ভূমিকা রেখেছে। উপনিবেশিকতা আন্দোলনে প্রীতিলতা, তেভাগা আন্দোলনে ইলামিত্র, বাঙ্গালী মুসলমান

Dhaka University Institutional Repository

নারীদের জাগরনে রোকেয়া, মুক্তিযুদ্ধে তারামন বিবি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপক্ষের শক্তিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত গন-আন্দোলনে জাহানারা ইমাম প্রমুখ ব্যক্তির কথা এ প্রসংগে আমরা স্মরন করতে পারি । শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার মত নেত্রীর উপস্থিতিও তাৎপর্যপূর্ন। এটা প্রায়ই উল্লেখ করা হয় যে এ উপমহাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের শীর্ষে নারীদের অর্বিভাব মূলতঃ পারিবারিক যোগসূত্রে ঘটেছে ফলে তা সমাজে নারীর অবস্থানের যথার্থ প্রতিচ্ছবি নয়। কথাট কিছুটা ঠিক বটে তবে এটাও উল্লেখ করা প্রয়েজন যে একই রকম ধারায় পুরুষরাও ক্ষমতায় এসেছে।[১৪]

নারীরা ক্ষমতায় এসেছেন যেমন উত্তরাধিকার সূত্রে তেমনি নিজেদের যোগ্যতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে। নারী স উন্নত, অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল সব জায়গায়ই প্রান্তীক অবস্থান থেকে উত্তরন ঘটিয়েছে। বিভিন্ন লেখা লেখিতে বিশেষ করে পশ্চাত্যে এ উপ-মহাদেশে নারীর অবস্থানকে যতটা নীচু করে দেখানো হয়, বাস্তবে যদি তাই হতো তাহলে এ অঞ্চলের এতগুলো দেশে সরকার প্রধান পদে নারীরা আদৌ অধিষ্ঠিত হতো কিনা সন্দেহ। যা হোক, এখানে আর একটা বিষয় উল্লেখ করা যায়, সেটা হল বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে মূলতঃ বাম ও মধ্য ধারাতেই নারীদের উপস্থিতি বেশী লক্ষ্যনীয় হলেও ডান শিবিরেও নারী কর্মী রয়েছে। যদিও ইসলামী দলগুলো জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশ গ্রহনের বিরোধিতা করে, তবুও জামায়াতে ইসলামীর মত দলেও যে "মহিলা শাখা" রয়েছে তা থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে তারাও রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহনকে কিছুটা হলেও মেনে নিয়েছে।[১৫]

সাধারনভাবে রাজনীতিতে ক্ষমতায়ন ও কর্তৃত্ব দুটোই বিচার্য । প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থা তার সমাজ বিকাশের স্তরের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে তার কর্তৃত্বের কাঠামো গড়ে তোলে । সমাজ পরিক্রমায় এ সভ্যতা পুরুষতান্ত্রিকতায় রুপ লাভ করায় সমাজের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পুরুষদের হাতেই রয়ে গেছে। রাজনীতিতে সর্বক্ষেত্রে পুরুষ তাই নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত ।

Dhaka University Institutional Repository

গনতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থায় নারী রাজনীতিতে প্রবেশ করেছে মাত্র কয়েক দশক পূর্বে, নারী রাজনীতিতে অংশ গ্রহনের মাধ্যমে নতুন এক ধারার প্রবর্তন করলেও তা প্রাথমিক পর্যায়েই রয়ে গেছে। তৃতীয় বিশ্বের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক অংশ গ্রহন ব্যাপকার্থে নির্বাচনের রাজনীতির সাথে সাথে গন আন্দোলনে অংশ গ্রহন করাকে বুঝায়। সাধারনভাবে অবশ্য ভোটদান এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহনের মাধ্যমেই রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। কিন্তু উল্লেখিত সব পর্যায়ের রাজনীতিতেই নারী কিছুটা বাধার সম্মুখীন হয়।

রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের সরাসরি সংযোগ ঘটে নির্বাচনে ভোট দানের মাধমে। ভোটাধিকার মানুয়ের মৌলিক অধিকার। অথচ নারীকে এ ভোটাধিকার অর্জন করতে হয়েছে কঠিন সংগ্রামের মাধ্যমে । ১৮৬৭ সালে ইউরোপ-আমেরিকায় সার্বজনীন ভোটাধিকার গৃহীত হলেও নারী থেকে যায় এর বাইরে । ১৭৯৩ সালের কনভেনশনে মানুষের অধিকার ঘোষিত হলেও সে ছিল মূলতঃ পুরুষের অধিকার। ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী আর স্বাধীনতা শুধু প্রযোজ্য হয় পুরুষের ক্ষেত্রে । স্বীয় ভোটাধিকার লাভের জন্য আন্দোলনে যেতে হয় নারীকে।[১৬] তৎকালীন রাষ্ট্র ও সমাজের প্রভাবশীল পুরুষতন্ত্র নারীর ভোটাধিকারকে কিছু শর্তের বন্ধনে আবদ্ধ করে। বলা হয় শুধুমাত্র পুরুষের মত বিত্তবান বা উচ্চ শিক্ষিত নারীই ভোটাধিকার পারে। এতে আরও বলা হয় যে, কেবলমাত্র ত্রিশ বা ত্রিশোর্ধ বিবাহিত নারীকেই ভোট দানের সুযোগ দেয়া হবে। ফলে ১ কোটি ১০ লক্ষ ব্রিটিশ নারীর মধ্যে ৫০ লক্ষ তরুনী ও শ্রমজীবী নারী এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আন্দোলন গড়ে তোলে। অবশেষে দীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৯১৮ ব্রিটিশ নারীরা সার্বজনীন ভোটাধিকার লাভ করে। জার্মানীতে ১৯১৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯১৭ সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২০ সালে, উরুগুয়েতে ১৯৩৮ সালে , আর্জেন্টিনায় ১৯৫১ সালে, বাংলাদেশে ১৯২৪, কলম্বিয়ায় ১৯৫৭ সালে এবং ১৯৩৪ সালে ব্রাজিলের নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে।[১৭] মধ্যপ্রাচ্যের নারীকে এখনও ভোটাধিকার আন্দোলন করতে হচ্ছে । এরা সম্পূর্নভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার বাইরে।

অধিকাংশ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে নারী ভোটাধিকার পেলেও স্বাধীনভাবে তা প্রয়োগ করার অধিকার তাদের নেই। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবারের পুরুষ অভিভাবকদের

Dhaka University Institutional Repository

পরামর্শেই ভোট প্রদান করে। তাছাড়া সামাজিক পশ্চাৎপদতা, কুসংস্কার, পর্দা প্রথার কারনে অনেক নারীই ভোটকেন্দ্রে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়। [১৮]

এভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সবক্ষেত্রেই অধিকার অর্জন করতে নানারুপ আন্দোলন করতে হয়েছে যা পুরুষ সহজ স্বাচ্ছন্দে পেয়েছে। তাই এই অবাঞ্চিত প্রান্তিক অবস্থানে থাকা নারী কালের ধারাবাহিকতা অতিক্রম করে বিভিন্ন আন্দোলন, দাবীদাওয়া ও জীবন উৎসর্গ করে বর্তমান অবস্থানে দাঁড়িয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল বাংলাদেশ রাষ্ট্রে নারীর এ অবস্থানকে কোনভাবেই ছোট করে দেখার অবকাশ নেই।

নিম্নের সারণী সমূহে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নারীদের অবস্থান দেখতে পাব।

সারণী - ৩.১ ঃ

সুইডেনের পার্লামেন্টের সদস্যদের শতকরা ৪০ভাগ নারী। পার্লামেন্টে নারী সদস্যের সংখ্যার ভিত্তিতে সুইডেনই সর্বচ্চো। নীচে কয়েকটি দেশে নারী সদস্যের শতকরা হার উল্লেখ করা হল ঃ

দেশের নাম	নারী সাংসদের সংখ্যা (মোট আসনের %)
সুইডেন	৪০
যুক্তরাষ্ট্র	১১
জাপান	৮
সিংগাপুর	৩
বাংলাদেশ	৯
ভারত	৭
নেপাল	৫
শ্রীলংকা	৫
পাকিস্তান	৩

সূত্র ঃ Human Development Report 1997 (UNDP)

Dhaka University Institutional Repository

সারণী- ৩.২ ঃ

UNPD এর ১৯৯৭ সালের রিপোর্ট অনুসারে বিশ্বের গড়ে প্রতিটি দেশের মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের শতকরা ৭ জন নারী, উন্নত দেশসমূহে এই হার গড়ে শতকরা ১২ এবং উন্নয়নশীল দেশসমুহে গড়ে শতকরা ৬ জন। নীচে কয়েকটি দেশের নারী সদস্যদের শতকরা হার দেখানো হল ঃ

দেশের নাম	মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের শতকরা যত ভাগ নারী
বাংলাদেশ	০৫
পাকিস্তান	০৪
যুক্তরাষ্ট	২১
কানাডা	১৯
নরওয়ে	৪১
সুইডেন	৪৭
ফিনল্যান্ড	৩৫
জাপান	০৭
সিংগাপুর	০০

উৎস ঃ Report 1997 (UNDP)

উপরে উল্লেখিত সারণী দু'টোতে বিভিন্ন দেশের নারী সাংসদের সংখ্যা এবং মন্ত্রী পরিষদে নারীদের শতকরা হার দেখানো হয়েছে। উক্ত সারণী দুটি থেকে বলা যায় তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অবস্থানকে খুব বেশী পিছিয়ে থাকা বলতে পারিনা সিংগাপুর, জাপান এবং ভারতের মত উন্নত রাষ্ট্রের সংগে তুলনা করে ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী -৩.৩ ঃ

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ সমূহে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে দিনের পর দিন। বেশ কিছু সময় ধরে কয়েকটি দেশে সরকার প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন নারী। বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার নির্বাচিত প্রধান মন্ত্রী হলেন নারী। শ্রীলংকায় মা ও মেয়ে যথাক্রমে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী। পাকিস্তানে বিরোধী দলীয় নেত্রী একজন মহিলা। বার্মা ও বাংলাদেশেও। ইন্দিরা গান্ধী মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দুদফায় ১৭ বছর ভারতের প্রধান মন্ত্রী হিসেবে সাফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। নীচের চিত্রের দিকে তাকালে বর্তমানে রাজনীতিতে নারীর অবস্থান সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হবে ঃ

দেশের নাম	মোট আসন সংখ্যা	মহিলা (জন) সাংসদ	শতকরা হার
বাংলাদেশ	৩৩০	৩৭	১১.২
ভারত (নিম্নকক্ষ)	৫৪৩	৩৯	৭.০০
মালয়েশিয়া	১৯২	১৫	৭.৮
পাকিস্তান	২১৭	০৬	২.৮
সিংগাপুর	৮৭	০৩	৩.৪
শ্রীলংকা	২২৫	১১	৪.৮

সূত্র ঃ দৈনিক ইত্তেফাক ০২/১১/১৯৯৮ইং

উপরের চিত্রে দেখা যায় এশিয়ার দেশ সমূহের মধ্যে বাংলাদেশে নারীর অবস্থান আশা ব্যঞ্জক। অন্যান দেশের তুলনায় নারীর বেশ অগ্রগামী। যদিও মহিলাদের জন্য ৩০টি সংরক্ষিত আসন শতকরা হিসাবকে বাড়িয়ে দিয়েছে। তবু আশার কথা হলো আমাদের মধ্যে নারী সচেতনা বৃদ্ধির ফলেই তাদের জন্য আসন সংরক্ষিত করা হয়েছে।

একথা অনস্বীকার্য যে ধীর গতিতে হলেও নারী নেতৃত্বের যথার্থ বিকাশ সাধন হয়েছে, বাংলাদেশের মত একটি স্বল্প উন্নত দেশে। ইউরোপ, আমেরিকায় যেরুপ গণতন্ত্রের বিকাশ সাধন হয়েছে নারী নেতৃত্ব সে তুলনায় বিস্তার লাভ করেনি। মধ্যপ্রাচে এখনও সংগ্রাম করতে হচ্ছে ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। নিম্নে কয়েক দশকে সবোর্চ্চ পর্যায়ে নারীদের অবস্থান থেকে বাংলাদেশে নারী নেতৃত্ব রাজনৈতিক অংগনে নারীদের সফলতার ইংগিত দান করে।

Dhaka University Institutional Repository

গত কয়েক দশকে যে কয়জন নারী সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তারা হলেন -

১. শ্রীমাভো বন্দর নায়েক (শ্রীলংকা, প্রধানমন্ত্রী -১৯৬০)

২. ইন্দিরা গান্ধী (ভারত, প্রধানমন্ত্রী, ১৯৬৬-৭৭ ১৯৮০-৮৪)

৩. গোল্ডা মায়ার (ইসরাইল, প্রধানমন্ত্রী,১৯৬৯)

৪. ইসাবেলা পেরন (আর্জেন্টিনা, রাষ্ট্রপতি, ১৯৭০)

৫. মার্গারেট থ্যাচার (যুক্ত রাজ্য, প্রধানমন্ত্রী, ১৯৭৯-৯০)

৬. বেনজির ভূট্রো, (পাকিস্তান, প্রধানমন্ত্রী, ১৯৮৬,,১৯৯৩)

৭. কোরাজন একুইনো (ফিলিপাইন, রাষ্ট্রপতি ১৯৮৬)

৮. এডিথ ক্রেসন (ফ্রান্স প্রধানমন্ত্রী, ১৯৯১)

৯. খালেদা জিয়া (বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী, ১৯৯১)

১০. মাদাম তানশু সিলার (তুরস্ক, প্রধানমন্ত্রী, ১৯৯৩)

১১. কিম ক্যাম্পবেল (কানাডা, প্রধানমন্ত্রী, ১৯৯৩)

১২. গ্রো হারলেম ব্রান্টান্ড (নরওয়ে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী)

১৩. ভায়োলেটা চমোরো (নিকারাগুয়া সাবেক প্রেসিডেন্ট)

১৪. চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা (শ্রীলংকা, প্রেসিডেন্ট, ১৯৯৪)

১৫. শেখ হাসিনা (বাংলাদেশ, প্রধানমন্ত্রী, ১৯৯৬)

১৬. ভায়রা ভাটক ফ্রাইর্বাগা (লাটভিয়া, প্রেসিডেন্ট, ১৯৯৯)

১৭. মারিয়া মসকোস (পানামা, প্রেসিডেন্ট, ১৯৯৯)

১৮. মেঘবতী সুকর্ণপূত্রী (ইন্দোনেশিয়া, প্রেসিডেন্ট, ২০০১)

সূত্র ঃ বিভিন্ন পত্রিকা থেকে সংগৃহীত

বাংলাদেশ নানা সমস্যা কবলিত একটি দেশ হলেও নারী নেতৃত্বের পর্যায়ে আশানুরুপ এগিয়েছে। যেখানে বিশ্বব্যাপী নারী অবহেলিত রয়ে গেছে, আজ উন্নত বিশ্ব ও নারী অধিকার নিয়ে সম্মেলন করে বিভিন্ন সনদ স্বাক্ষর করছে। সেখানে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল একটি রাষ্ট্রে দু'জন নারীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অন্তর্ভুক্তি নারীর এগিয়ে আসার ইংগিত বহন করে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র ঃ

১. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ৪ জানুয়ারী ১৯৯৫

২. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, পূর্বোক্ত

৩. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১২ জানুয়ারী ১৯৯১

৪. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, পূর্বোক্ত

৫. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, পূর্বোক্ত

৬. সাপ্তাহিক রোববার, ঈদ সংখ্যা ১৯৯১

৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ জুলাই ১৯৯৬

৮. বেবী মওদুদ, বাংলাদেশের নারী আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

৯. পশ্চিমবঙ্গ আকাডেমী পত্রিকা, আকাডেমী পত্রিকা - ৮

১০. আলতাফ পারভেজ, বাংলাদেশের নারী একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ, জন অধিকার, ঢাকা।

১১. তপন কুমার দে, মুক্তি যুদ্ধে নারী সমাজ

১২. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ৪ জানুয়ারী, ১৯৯৫

১৩. সাপ্তাহিক রোববার, ঈদসংখ্যা, ১৯৯১

১৪. নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা-৪

১৫. নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, পূর্বোক্ত

১৬. নিলুফার পারভীন, নারী ও রাজনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান দর্পন ৪র্থ সংখ্যা, জুন, ১৯৯৪

১৭. তসলিমা নাসরীন, নির্বাচিত কলাম, পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা

১৮. নৃ বিজ্ঞান পত্রিকা, পূর্বোক্ত

* দৈনিক ইত্তেফাক, ১/১/২০০০ইং

** এছাড়াও এই পরিচ্ছেদ রচনায় বিভিন্ন পত্র পত্রিকা এবং নিম্নলিখিত গ্রন্থ সমূহের ব্যাপক সহায়তা গ্রহন করা হয়েছে।

১৯. মালেকা বেগম, - নারী মুক্তি আন্দোলন, বাংলাএকাডেমী

২০. মালেকা বেগম, - বাংলার নারী আন্দোলন, ইউপিএল

২১. মালেকা বেগম, অনূদিত - বেইজিং পরিকল্পনা রাজকীয় ডেনমার্ক দূতাবাস

২২. সংগ্রামে নির্মানে বাংলার নারীর একশ বছর নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা

Dhaka University Institutional Repository

২৩. বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামে নারী : অতীত ও বর্তমান (বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ)

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব

Dhaka University Institutional Repository

৪.১. রাজনৈতিক দলগুলোর মূলনীতি ও নির্বাচনী ইশতিহারে নারী

❑ আওয়ামী লীগ

জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, নর নারী ও ধর্ম - বর্ণ - সম্প্রদায় নির্বিশেষে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান আওয়ামী লীগের দলীয় আদর্শের কিছু দিক। শর্ত সাপেক্ষে নারী- পুরুষ নির্বিশেষে ১৮ বছর বয়স্ক ব্যক্তি সদস্য পদ লাভ করতে পারবে। দলের কর্মকর্তাদের মধ্যে গঠনতন্ত্রের ২৩ (ঘ) ধারা মতে বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগ প্রধান পদাধিকার বলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা হবেন। তিনি সংগঠনের একটি মহিলা ফ্রন্ট গঠন করে সারা দেশের মহিলাদের সদস্যভূক্ত করবেন। মহিলা সম্পাদিকা নারী জাতির বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে এবং সেবামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের নীতি ও উদ্দ্যেশ্য প্রচার করবেন। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগের মূলনীতিতে নারী সম্পর্কে বলা হয়েছে।

১. সমাজের প্রতিটি নাগরিকের নূন্যতম প্রয়োজন মেটানোরা জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

২. জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সম্পদ বন্টন সমান উত্তরাধিকারের নিশ্চয়তা ও নারীর পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম-অধিকার নিশ্চিতকরণ ও নারী নির্যাতনের পথ বন্ধকরণ। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার সাধন, চাকুরী ক্ষেত্রে পুরুষের সমান বেতন প্রদান এবং মেধানুসারে ও যোগ্যতা অনুসারে সরকারী চাকুরীতে তাদের সম অধিকার দান।[১]

এই আদর্শ এবং মূলনীতি নিয়ে আওয়ামী লীগ '৯১ ও '৯৬ এর সাধারন নির্বাচনে অংশগ্রহন করে। আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী ইশতিহারে নারী সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছে তা হলো ঃ

ক) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নারী-পুরুষের সমান সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারে বিশ্বাসী। সে অর্থে যে কোন নারী - পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমূলক নীতিমালার বিরোধী।

খ) নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ) নারী সমাজকে জাতীয় উন্নয়নে উপযুক্ত অংশীদার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাদের দক্ষ শ্রমশক্তি হিসেবে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা ও প্রশিক্ষন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। [২]

- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)

এই দলের মূলনীতি সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি সর্বাত্নক বিশ্বাস ও আস্থা, গণতন্ত্র, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারের সমাজতন্ত্র জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রতিফলিত করে। দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে নারী সমাজ ও যুব সম্প্রদায় সহ সকল জনসম্পদের সুষ্ঠু ও বাস্তবভিত্তিক সদ্ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। দলে একজন মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা এবং জাতীয় কাউন্সিলে প্রতি জেলা ও নগর নির্বাহী কমিটি কর্তৃক মনোনীত হবে দুইজন মহিলা সদস্য । জাতীয় নির্বাহী কমিটির ১৪০ জন সদস্যের মধ্যে শতকরা ১০% মহিলা সদস্যের কথা বলা হয়েছে।

জাতীয়তাবাদী দলের ঘোষনাপত্রে নারী সমাজের সার্বিক মুক্তি ও প্রগতির কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে মহিলা বিভাগ, সমাজ কল্যান, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন, কুটির শিল্প, মাঝারী ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে নারী সমাজকে উৎপাদনমুখী প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট করার প্রচেষ্টার কথা। [৩]

জাতীয়তাবাদী দলের নির্বাচনী মেনিফেষ্টোতে দেখা যায় দেশের পরিবর্তিত আর্থ সমাজিক প্রেক্ষাপটে রচিত জিয়ার ১৯ দফা ওয়ারী নির্বাচনী কর্মসূচীর অর্থনৈতিক কলামে উল্লেখ আছে ।

ক. দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারী সমাজকে সম্পৃক্তকরণ এবং নারীদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র শিল্প ও অন্যান্য কর্ম সংস্থানমূখী প্রকল্প গড়ে তোলা।

Dhaka University Institutional Repository

খ. সুসম আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্পের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমাজের সম্মানজনক ভূমিকা নিশ্চিতকরণ।

গ. জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নারী শিক্ষার অধিকার সম্পর্কিত সকল আর্ন্তজাতিক সনদের পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহন।[৪]

❑ জাতীয় পার্টি

জাতীয় পার্টির নীতি ও আদর্শের মধ্যে স্বাধীনতা ও সর্বভৌমত্ব, ইসলামী আদর্শ ও সকল ধর্মের স্বাধীনতা, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সামাজিক গতি তথা অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলা হয়েছে। এ দলের ১০ টি মূলনীতির মধ্যে নারী বিষয়ে কোন মূলনীতি নেই। তবে কর্মসূচীর ক্ষেত্রে যে সব পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে নারী শিক্ষার প্রসার, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং পেশাজিবী মহিলাদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে।

নির্বাচনী ইশতিহার ঘোষনাকালে জাতীয় পার্টি ১২ দফা ভিত্তিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষনা করে। কর্মসূচীর তিনটি স্থানে নারী প্রসঙ্গ এসেছে -

ক. রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থা ঃ

নারী -পুরুষ ও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা।

খ. শ্রম নীতি ঃ

নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের সমান মজুরী নিশ্চিত করা এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় নারী সমাজের ক্রমাগত অধিক সংখ্যয় অংশগ্রহনে উৎসাহিত করা।

Dhaka University Institutional Repository

গ. শিক্ষা নীতি ঃ

সার্বজনীন, অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক শিক্ষা কর্মসূচী সফল করে তোলার সর্বাত্মক উদ্যোগ নেয়া এবং নারী শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া।[৫]

□ জমায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

আল্লাহ এবং নবীর প্রতি পূর্ন বিশ্বাস স্থাপনে বিশ্বাসী এই দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশে আল্লাহ ও রাসুল প্রদত্ত জীবন বিধান কায়েম করা। জামায়াতে ইসলামীর নারী সদস্যদের পুরুষ সদস্যদের মতোই নির্ধারিত কর্তব্য হিসেবে আরও পালন করতে হবে ঃ

১. নিজের স্বামী, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, এবং পরিচিত ও অপরিচিত অন্যান্য মহিলাদের মধ্যে জামায়াতের আকিদা ও উদ্দেশ্য পেশ করা এবং তা কবুল করার জন্য আহবান জানাবে।
২. নিজের সন্তান সন্ততিকে ইসলামের অনুসারী বানাতে চেষ্টা করবে।
৩. তার স্বামী ও আত্নীয় স্বজন যদি জামায়াতে শামিল হয়ে থাকে তাহলে সে আন্তরিকতা ও মহব্বতের সাথে তাদেরকে আশাবাদী ও সাহসী করে তুলবে।
৪. তার স্বামী ও মুরুব্বী যদি জাহেলিয়াত এর মধ্যে নিমজ্জিত থাকে, হারাম পথে রোজগার করে, কিংবা গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকে, তবে ধৈর্য্য সহকারে তাদের সংশোধন করতে চেষ্টা করবে এবং আল্লাহ ও রসুলের না-ফারমানী হয় এমন কোন কাজের আদেশ দিলে তা মানতে অস্বীকার করবে।

গঠনতন্ত্রের ধারা ৪৮ মতে জামাতের মহিলা সদস্যদের সংগঠন পুরুষদের সংগঠন থেকে স্বতন্ত্র হবে।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনী প্রচারাভিযানকালে জামাতে ইসলামী-র নির্বাচনী মেনিফেষ্টোতে নারী বিষয়ে কতকগুলো নীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কর্মনীতিতে ছিল নারী-পুরুষের শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্র এমনভাবে আলাদা করে দেয়া হবে যাতে বিবাহ ব্যতীত তাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক সৃষ্টির সুযোগ না হয়।

আইনগত সংস্কারের ক্ষেত্রে ঃ

এমন আইন-কানুন তৈরী করা যাতে ব্যভিচার, মদ্যপান, জুয়া, নগ্নতা, অশ্লীলতা, বেশ্যাবৃত্তি, নারী পাচার, এবং চরিত্র হানিকর ছায়াছবি, বই পুস্তক, পর্নোগ্রাফী ও বিজ্ঞাপন বন্ধ করা যায়।

বিবাহ তালাক, খোলা, উত্তরাধিকার ইত্যাদিতে কুরআন ও সুন্নাহ প্রদত্ত মহিলাদের অধিকার বহাল করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা।

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, ১৮-৩০ বছরের মহিলাদেরকে ইসলামী শরীয়তের সীমারোখার মধ্যে আত্মরক্ষার প্রাথমিক ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করা।

শিক্ষা সংস্কারে মহিলাদের জন্য পৃথক স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা।[৭]

নারী অধিকার সংরক্ষনের কথা জামায়াতে ইসলামী তাদের নির্বাচনী মেনিফেষ্টোতে বলেছে এবং নারীর ইসলাম প্রদত্ত মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বর্তমানে নারী নির্যাতন বন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহনের কথা বলা হয়েছে ঃ

ক. জাতীয় জীবনে যর্থাথ ভূমিকা পালন করার উপযোগী করে গড়ে ওঠার পূর্ন সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষা কাঠামো গঠন করা।

খ. শরীয়তের সীমার মধ্যে জীবিকা অর্জন এবং জাতি গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহনের পূর্ন সুযোগ দেয়া।

Dhaka University Institutional Repository

গ. নারীর প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্বার্থে পৃথক কার্যক্ষেত্রের ব্যবস্থা করা।

ঘ. স্বামী যাতে স্ত্রীর উপর অত্যাচার নির্যাতন করতে না পারে, তার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করা।

ঙ. যৌতুক প্রথা বন্ধের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা।

চ. নারীদের উপর অবিচার বন্ধ করার জন্য তালাক সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় ইসলামী শরীয়তের নিয়ন্ত্রাধীন করা।

ঝ. মহিলাদের অধিকার সংরক্ষনের উদ্দেশ্য পারিবারিক কোর্ট চালু করা। [৮]

□ **বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টি ঃ**

বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টি (সিপিবি) মূলত মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী। এই দলের ঘোষনাপত্রে দেখা যায় নারী সমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের অভিমত হচ্ছে ঃ

১. নারী সমাজের পশ্চাৎপদতা দূরীকরণের জন্য শিক্ষা, বিশেষভাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা। মহিলা সমাজে জনস্বাস্থ্যের প্রাথমিক নিয়মাবলী ও সন্তান পালনের প্রাথমিক বিজ্ঞানসম্মত নিয়মাবলী প্রচারের জন্য বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা।

২. মজুরীর ক্ষেত্রে নারী পুরুষ সমান মজুরী নিশ্চিতকরণ।

৩. কর্মজীবী মহিলাদের কর্মস্থলে যাতায়াতের বিশেষ ব্যবস্থা করা।

৪. নারী - পুরুষ সমানাধিকার ও সমান মর্যাদা নিশ্চিত করা। [৯]

কম্যুনিষ্ট পার্টির নির্বাচনী ইশতিহার বণনায় কর্মসূচীর মৌলিক অধিকার প্রসঙ্গে এক জায়গায় সংবিধান মোতাবেক নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের সম অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়াও বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহন, নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষন প্রভৃতি কঠোর হস্তে দমন করা হবে। [১০]

Dhaka University Institutional Repository

□ পাঁচ দল ঃ

পাঁচটি ছোট বামপন্থী দল ৮৬ তে একত্রে জোট বাধেঁ এবং তারা ৫ দল হিসবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহ করতে থাকে। পাঁচ দলের মধ্যে জাসদ, ওর্য়ার্কাস পার্টি, কম্যুনিষ্ট লীগ,সাম্যবাদী দল উল্লেখযোগ্য। পাঁচ দল নির্বাচনী কর্মসূচীতে যে এগারো দফার কথা বলেছে তাতে নারীদের বিষয়ে বলা হয়েছে খুবই অল্প কথা। তাদের বক্তব্যে নারী অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ ঘোষিত নারীর সম অধিকারের সনদ পরিপূর্নভাবে গ্রহন। নারী সমাজের অর্থনৈতিক,সামাজিক, প্রশাসনিক, ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সমান অধিকার প্রদান, যৌতুক প্রথা বন্ধ করা, নারী নির্যাতনে কঠোর দন্ডের ব্যবস্থা এবং শিশু শ্রম বন্ধের কথা ঘোষনা করা হয়। দেশের সকল সক্ষম যুবক যুবতীকে সামরিক শিক্ষা দেয়ার কথাও বলা হয়।[১১]

বাংলাদেশের কয়েকটি প্রধান রাজনৈতিক দলের আর্দশ এবং কর্মসূচীতে নারী সম্পর্কে যে সব পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে এবং নারী সর্ম্পকে দলীয় মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গী উপরের আলোচনাতে পরিস্ফুট হয়েছে। দলীয় মতাদর্শ অনুযায়ী দলগুলোকে দক্ষিনপন্থী, বামপন্থী এবং মৌলবাদীতে বিভক্ত করা যায়। সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে, উপরের বিভিন্ন দলের আর্দশ ও কর্মসূচীতে মৌলিক পার্থক্য কম। বিভিন্ন দলের মূলনীতি ও নির্বাচনী মেনিফেষ্টো বিশ্লেষন সাপেক্ষে বলা যায়,

আওয়ামী লীগের মূলনীতিতে প্রতিটি নাগরিকের নূন্যতম প্রয়োজন মেটানোর কথা বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে নূন্যতম প্রয়োজন এর ব্যবধান রয়েছে। সম্পদ বন্টনে সমান উত্তরাধিকারের কথা বলা হয়েছে। এর জন্য প্রয়োজন মুসলিম পারিবারিক আইনের বদল। সেক্ষেত্রে নির্বাচনী মেনিফেষ্টো যদি হয় তাদের মতাদর্শের বহিঃপ্রকাশ সেখানে এ বিষয়ে অর্থাৎ আইনের বিষয়ে ব্যাপকভাবে কিছু বলা হয়নি। চাকুরীক্ষেত্রে, শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রসার সাধন, সমান বেতন প্রদান করাই কি সম অধিকার দান? সমাজে, পরিবারের অভ্যন্তরে যে অসমতা সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য নেই। মূলনীতিতে যদি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নাও থাকে, নির্বাচনী মেনিফেষ্টোতে সুনির্দিষ্ট থাকা কাম্য। অথচ সেখানেও নারী বিষয়ে কোন বিশেষ ইস্যু নেই। আওয়ামী লীগের ঘেষনাপত্রে যুবশক্তি, অনুন্নত সম্প্রদায়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংরক্ষন ইত্যাদি

Dhaka University Institutional Repository

বিক্ষিপ্ত বিষয়সমূহের সংগে নারীর উন্নয়ন ও মর্যাদার প্রশ্নটি এসেছে । মূলত নারীর পশ্চাৎপদতা ও অসহায়ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু নারীর ক্ষমতায়ন, মানবাধিকার ও সম অংশীদারীত্বের প্রশ্ন বিবেচনা করা হয়নি। [১২] যা বলা আছে তা সবই অস্পষ্ট। যেমন মেনিফেষ্টোতে উল্লেখ্য 'বৈষম্যমূলক নীতিমালা' বলতে কি ধরনের বৈষম্য তার বর্ণনা নেই, ' প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ' গ্রহন এর ক্ষেত্রে প্রয়োজনী বলতে কি বোঝায় ? 'উপযুক্ত অংশীদার' ' উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা' ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্পষ্টতা নেই।

জাতীয়তাবাদী দলের ঘেষনাপত্রে নারী সমাজের সার্বিক মুক্তির কথা বলা হয়েছে এবং সরকারী বিভিন্ন সেক্টরে নারীকে উৎপাদনমূখী প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট করার কথা বলা হয়েছে। নির্বাচনী ইশতিহারে নারী সমাজের সম্মানজনক ভূমিকা নিশ্চিতকরণের এবং জাতিসংঘের সনদের পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ' সার্বিক মুক্তির স্পষ্ট নেই। জাতিসংঘের সনদের ও বিভিন্ন দিক আছে, তার মধ্যে পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নে তারা কোন দিককে প্রাধান্য দিবে তার উল্লেখ নেই। এ ছাড়াও নির্বাচনী কর্মসূচীতে বাংলাদেশের নারী সমস্যার বিভিন্ন ইস্যু সর্ম্পকে স্পষ্ট করে কোন কথা বলা হয়নি। অথচ আমাদের দেশের সাধারণ, নিরক্ষর এবং গ্রামীন জনগণ কি জানে জাতিংঘের সনদে কি লেখা আছে? নির্বাচন যেহেতু রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি পর্যায় তাই এ ধরনের বক্তব্য কোন দিক নির্দেশনা প্রদান করে না, বরং তা অস্পস্ট একটা ইমেজ তৈরী করে দল সম্পর্কে। [১৩]

বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং পাঁচদল যে বক্তব্য রেখেছে নারী সমাজ সম্পর্কে তাদের নির্বাচনী ইশতিহারে তা সমগ্র সমস্যার তুলনায় অত্যন্ত সংকীর্ণ। বামপন্থী দলগুলো দক্ষীনপন্থীদের তুলনায় অত্যন্ত সংকীর্ণ । বামপন্থী দল গুলো দক্ষিনপন্থীদরে তুলনায় আরও র‍্যাডিকেল হবে সমাজ, সমাজের সমস্যা সর্ম্পকে এটা ধরে নেওয়া হয়, কিন্তু এখানে তা অনুপস্থিত । সমাজে নারীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার , যৌতুক প্রথা, নারী ধর্ষণ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর অধস্তনতা কেন সৃষ্টি হয়, ধর্ম এ ক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করে, লিঙ্গীয় পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়গুলোকে বিশ্লেষন করার কোন প্রচেষ্টা নেই। 'নারী নির্যাতন' এই বহুল প্রচারিত শব্দটিকে

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচদল এবং সিপিবি ব্যবহার করেছে কিন্তু 'নির্যাতন'এর ব্যাখ্যা নেই। ফলে পুরো বিষয়টি অস্পষ্টতার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে।[১৪] একমাত্র বাংলাদেশ ওয়ার্কাস পার্টি তাদের ঘোষনাপত্রে সর্বক্ষেত্রে নারীর সম অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'সংবিধান, আইনে, সামাজিক অনুশাসনের প্রতি ক্ষেত্রে সংশোধন, সংযোজন ও সংস্কারের অঙ্গীকার ঘোষনা করেছে।[১৫]

জাতীয় পার্টির বক্তব্যে শিক্ষা এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহনের কথা বলা হয়েছে এবং সকল নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। অথচ জাতীয় পার্টির স্বৈরাচারী শাসনামলের অভিজ্ঞতা এর উল্টো কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সকল নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার হরনের যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল বিভিন্ন পর্যায়ে তা বিস্মৃত হওয়ার উপায় নেই। রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামের অর্ন্তভুক্তি করা নারীকে উৎপাদনখূখী কর্মকান্ড হতে দূরে সরিয়ে দেবারই নামান্তর। জাতীয় পার্টি কর্মজীবি মহিলাদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করার কথা বলেছে কিন্তু তাদের শাসনামলে কর্মজীবি মহিলাদের হোষ্টেলে -যে ধরনের উচ্ছেদমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছিল এবং কর্মজীবী নারীদের প্রতি প্রশাসনের যে বিরুপতা আমরা দেখেছি তাতে বক্তব্যের সম্পূর্ন ভিন্নরুপ আমাদের চোখে ধরা পড়ে।[১৬]

ইসলাম ধর্মভিত্তিক দল জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র ও নির্বাচনী ইশতিহারে নারী সর্ম্পকে দীর্ঘ বক্তব্য অছে, কিন্তু তা বাস্তবসম্মত নয়। নারী-পুরুষের শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্র আলাদা করার কথা বলা হয়েছে যা বর্তমান যুগে শুধু অযৌক্তিকই নয় তা নারীর জন্য অবমাণনাকর ও বটে।[১৭] জামাত-ই-ইসলামী শরীয়া আইন ও ইসলামী আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে নারীর অধিকার রক্ষার ঘোষনা দিয়েছে।

বিভিন্ন দলের নির্বাচনী অঙ্গিকার ও গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দলগত কর্মসূচীতে জেন্ডার, সমতার প্রসঙ্গটির উপর খুব কমই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেমন, আওয়ামী লীগ মানবাধিকারের নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল উন্নয়ন ও

Dhaka University Institutional Repository

উর্পাজনমূখী কর্মকান্ডে মহিলাদের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং নারী অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ ঘোষনার পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নের অঙ্গিকার করে। বামপন্থী দলসমূহ স্বীকার করে যে জেন্ডার সমদর্শিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলই নারীর সমস্যাকে কোনভাবে প্রাধিকারযুক্ত করে না। এ সর্ম্পকে কোন এজেন্ডা নেই, নেই কোন কর্মপরিকল্পনা বা আইনগত ও নির্বাচনী সংস্কারমূলক কোন সুপারিশ। জামাত-ই-ইসলামী জোর সমতায় বিশ্বাস করে না,উপরন্তু জীবনের সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক পৃথক ব্যবস্থার পক্ষপাতী।[১৮]

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। এই নারীরা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রতিটি ক্ষেত্রে অংশ গ্রহনের জন্য সাংবিধানিক অধিকার প্রাপ্ত । অধিকার প্রাপ্তির প্রথম পদক্ষেপ অংশগ্রহন। অংশ গ্রহনের মাধ্যমেই নেতৃত্বে আসা যায় । আর এ নেতৃত্ব অর্জন করতে হয় । সমাজ কাঠামোর এ স্তরে নারীদেরও প্রকৃত নেতৃত্ব অর্জন করতে হলে পরিবার হতে শুরু করে সরকারের সকল বিভাগে নারীদের সবল ও সক্রিয় উপস্থিতি প্রয়োজন।

৪.২ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নারী নেতৃত্ব ঃ

বাংলাদেশের দুইটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের শীর্ষ স্থানে নারী নেতৃত্বের উপস্থিতি থাকলেও রাষ্ট্র পরিচালনা ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক ঘটনা ও প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে দলের সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটিতেও নারীর সম্পৃক্ততা খুবই কম। বি.এন.পি এর স্থায়ী কমিটিতে ১৫ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ১ জন এবং জাতীয় কার্য নির্বাহী কমিটির ৭৫জন সদস্যের মধ্যে নারী রয়েছেন মাত্র ১১ জন। আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়ামে ১৩ জন সদস্যের মধ্যে নারীর উপস্থিতি ৩ জন এবং জাতীয় কার্য নির্বাহী কমিটির ৬৫ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৬ জন নারীর উপস্থিতি রয়েছে। জাতীয় পার্টির জাতীয় স্থায়ী কমিটির ৩০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ১ জন নারী কে রাখা হয়েছে এবং জাতীয় কার্য নির্বাহী কমিটির ১৫১ জন সদেস্যর মধ্যে নারী রয়েছে মাত্র ৪ জন। জামায়াতের মজিলিশই শুরার ১৪১ জন সদস্যের মধ্যে কোন নারী নেতৃত্ব নেই এবং কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী কমিটি মজলিশ-ই আমেলাতেও কোন নারীর স্থান নেই। শুধু এই প্রধান রাজনৈতিক দল গুলোতেই নয় অন্যান্য বামপন্থী, ডান পন্থী দল গুলোতে আরো শোচনীয়

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থা পরিলক্ষিত হয়।[১৯] তাই বলা যায় বাংলাদেশের রাজনীতি পুরুষের নিয়ন্ত্রনাধীন। আশির দশকের সময়ে দুটি মধ্যস্রোত ধারার রাজনৈতিক সংগঠন আওয়ামী লীগ ও বি.এন.পি. এর নেতৃত্বের সারি গুলোতে কয়েকজন নারীর অবস্থান ঘটে। স্বল্প পরিসরে হলেও দলীয় রাজনীতিতে নারীদের অগ্রগতি দেখা যায়।

নিম্নের সারণীগুলোতে নেতত্বের পর্যায়ে নারীদের অবস্থান তুলে ধরা হলোঃ

সারণী ৪.১ ঃ

রাজনৈতিক দলে নারী

রাজনৈতিক দল	সর্বোচ্চ পরিষদ	মোট সদস্য সংখ্যা	নারী সদস্য
বি.এন.পি	ন্যাশনাল স্ট্যান্ডিং কমিটি ও নির্বাহী কমিটি	১৫+২৬১	১+১১
আওয়ামী লীগ	প্রেসিডিয়াম ও ওয়ার্কিং সেক্রেটারিয়েট	১৩+৬৫	৩+৬
অবিভক্ত জাতীয় পার্টি	ন্যাশনাল স্ট্যান্ডিং কমিটি ও নির্বাহী কমিটি	৩০+১৫১	১+৪
জামায়েতে ইসলামী	এজলিশ-এ-শুরা মজলশি -এ-আমেলা	১৪১+২৪	০+০
কমিউনিষ্ট পার্টি	প্রেসিডিয়াম ও কেন্দ্রীয় কমিটি	১২+৪২	১+২

সূত্র ঃ উন্নয়ন পদক্ষেপ , ষষ্ঠ সংখ্যা '৯৭ , স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সারনী- ৪.২ ঃ

রাজনীতিতে নারী ঃ দলীয় নেতৃত্বের পর্যায় (১৯৮১)

দলের নাম	দলীয় নেতৃত্বের পর্যায়	মোট সংখ্যা	নারীদের অবস্থান
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (শেখ হাসিনা)	সভাপতি ও সম্পাদক মন্ডলী কার্যকরি কমিটির সদস্য	২৩ ২৭	০৪ ০০
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (সবুর)	কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি	১১৫	০৩
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	জাতীয় কাউন্সিল কমিটি জাতীয় কার্যকরী কমিটি	১১ ১১৪	০১ ১৪
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	কেন্দ্রীয় কমিটি	৫৯	০১
ইউ.পি.পি.	নির্বাহী কমিটি	২৪	০০

সূত্র ঃ Nazma Chowdhury ," Women politics in Bangladesh in situation of women in Bangladesh. Ministry of Social Welfare and women's Affairs, Government of the peoples Republic of Bangladesh 1985 p.2041.

সারনী ৪.৩ ঃ

রাজনীতিতে নারী ঃ দলীয় নেতৃত্বের পর্যায় (১৯৮৭)

দলের নাম	দলীয় নেতৃত্বের পর্যায়	মোট সংখ্যা	নারীদের অবস্থান
জাতীয় পার্টি	সভাপতি মন্ডলী ও সম্পাদক মন্ডলী	৫২	০৩
আওয়ামী লীগ	সভাপতি মন্ডলী ও সম্পাদক মন্ডলী	৩১	০৬
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	পলিট ব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটি	৩০	০১
জাসদ (ইনু)	সভাপতি ও সম্পাদক মন্ডলী	১৯	০১
মুসলিম লীগ	নির্বাহী কমিটি	১৮	০১

সূত্র ঃ ফেরদৌস হোসেন " বাংলাদেশের নারীদের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান " বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, বি.আই.ডি.এস. ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা৬১.

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক দলগুলোতে নারীদের উপস্থিতি স্বল্প পরিসরে থাকা সত্ত্বেও এক দশক বাংলাদেশের শাসকের ভূমিকায় থেকে দু'জন নারী তাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও কর্মে সফলতা তুলে ধরেছেন যা কোন অংশেই পুরুষ নেতাদের তুলনায় নিম্নমানের অথবা ব্যর্থ বলা যাবে না। নেতৃত্ব গ্রহনের পরবর্তীতে তাদের কর্ম প্রক্রিয়া নিয়ে সমালোচনা হলেও তাদের রাজনৈতিক পারদর্শিতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উথাপিত হয়নি। তবুও রাজনৈতিক দল সমূহে দলীয় নেতৃত্বের পর্যায়ে নারীদের উপস্থিতি হতাশাব্যঞ্জক। যেহেতু নারী অংশ গ্রহনে বঞ্চিত সেহেতু তারা নেতৃত্বে আসতে সক্ষম হচ্ছে না । ক্ষমতায়নের শীর্ষে অবস্থান করা সত্ত্বেও দু'জন রাজনৈতিক গোলকধাধার কারনে নারীদের জন্য দলে কিংবা নির্বাচনে তেমন কোন সুযোগ তৈরী করেন না। তারা নারী ক্ষমতায়ন অপেক্ষা নির্বাচনে বিজয়ী হবার নিশ্চয়তা খোঁজে। ফলে নারী নেতৃত্ব লাভে ব্যর্থ হয়।

৪.৬. ছাত্র রাজনীতিতে ছাত্রীরা ঃ

স্বাধীনতা উত্তরকালে ছাত্র রাজনীতিতে ছাত্রীদের ভূমিকা ছিল নগন্য। ছাত্রী নেতৃত্বেও রেকর্ড যা আছে তা স্বাধীনতা পূর্ব কালের । ডাকসু নির্বাচনের ফলাফলের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে অর্থাৎ ১৯২৪-২৫ সাল হতে ১৯৮৯-৯০ সাল পর্যন্ত মোট ৩৫ বার ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ২৫ জন সহ-সভাপতির মধ্যে মাত্র ২জন ছিলেন ছাত্রী। আর এ পর্যন্ত নির্বাচিত ৩০ জন সাধারন সম্পাদকের মধ্যে মাত্র ১ জন ছাত্রী নেতৃত্ব পেয়েছেন।[২০]

সারনী ৪.৪ ঃ

ডাকসুতে নারী নেতৃত্ব

সহ সভাপতি	সাল	সাধারন সম্পাদক
জাহানার আখতার	১৯৬০-৯১	--
-----	১৯৬৩ - ৬৪	মতিয়া চৌধুরী
মাহফুজা খানম	১৯৬৭ - ৬৮	--

সূত্র ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৭৫ বৎসর পূর্তি উৎসব {স্মরনিকা}

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতার পর সাত বার ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ছাত্রীরা সহ-সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক পদে নির্বাচিত হওয়াতো দূরে থাক প্রার্থী হওয়ার কথাও শোনা যায়নি। ছাত্রীদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে কেন্দ্রীয় সংসদের ছাত্রী প্রতিনিধি ও ছাত্রী হল সংসদ। সহ শিক্ষা সম্পন্ন কলেজ গুলোতেও ছাত্রীদের জন্য একই রকম সুযোগ রয়েছে। তবে মহিলা কলেজের সংসদ নির্বাচনে তাদের রয়েছে পূর্ন কর্তৃত্ব।[২১]

ডাকসুতে নেতৃত্ব লাভকারীদের মধ্যে ষাটের দশকের ছাত্র রাজনীতিতে তুখোর নেত্রী "অগ্নি কন্যা" মতিয়া চৌধুরী ১৯৬৩-৬৪ সালে ডাকসুর সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হন। ১৯৬৭ সাল হতে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত কারাগারে অন্তরীন থাকেন এবং জেল থেকে বেরিয়ে আসেন বাংলাদেশের গণ অভ্যুত্থান কালে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও অন্যতম সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। স্বাধীনতার পর তিনি ন্যাপের সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৯ সালে ন্যাপ ভেঙ্গে গেলে মতিয়া চৌধুরী একাংশের নেতৃত্ব দেন এবং সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই বছরেই তিনি যোগ দেন আওয়ামীলীগে।[২২] মতিয়া চৌধুরী একজন ভিন্ন মাত্রার রাজনীতিক হিসেবে বাংলাদেশের মানুষের কাছে পরিচিত । তাকে মানুষ সব সময় দেখেছে রাজপথে। গত ২১ বছর সরকারে অপরিসীম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তিনি। আটক হয়ে কারাগারে কাটিয়েছেন অগনিতবার। ১৯৯১ সালে শেরপুর আসনে আওয়ামী লীগ থেকে প্রথম বারের মত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯৬ সালেও একই আসন থেকে তিনি আবার নির্বাচিত হন। এবং তিনি বাংলাদেশ সরকারের কৃষি, খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন।[২৩] মতিয়া চৌধুরী একজন সফল রাজনীতিবিদের প্রতিকৃতি।

বর্তমান সময়ে ছাত্র রাজনীতি সন্ত্রাস নির্ভর হওয়ায় দলীয় রাজনীতিতে ও ছাত্রীদের অবস্থান ভাল নয়। বর্তমান দেশে সচল ছাত্র রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর কোনটার কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক পদে কোন ছাত্রীর অবস্থান নেই। এ প্রসংগে কারন হিসেবে বলা যায় ছাত্রীদের দিয়ে লেঠোমি করানো যায় না। যেটা তাদের মুরুব্বী রাজনৈতিক নেতারা করান ক্ষমতায় টিকে থাকার

Dhaka University Institutional Repository

জন্য। অবশ্য এ উদ্দেশ্যে ছাত্রীদের যোগ্য করার জন্য ট্রেনিং শুরু হয়েছে কয়েক বছর আগ থেকেই।[২৪] ১৯৯৭ সালে ইডেন কলেজে দু'দল ছাত্রীর যুদ্ধ মহড়া বেশ চমকপ্রদ ছিল। যদিও "যুদ্ধাস্ত্র" হিসেবে হস্ত ও লাঠি-ছুরি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে মরুব্বীরা যদি যুদ্ধ মহড়ায় স্ব-স্ব বাহিনীর ভূমিকায় সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন তবে অদূর ভবিষ্যতে ছাত্রীদের আগ্নেয়াস্ত্রের মহড়া দেখে বিস্মিত হওয়ার অবকাশ থাকবে না। আর সে কাজটি সম্ভব হলে ছাত্রীরা ও দলীয় রাজনীতির গ্রুপিং এ জয়লাভ করে সভাপতি , সম্পাদক কিংবা ছাত্র সংসদের ভি.পি, জি এস হতে পারবে।[২৫] ছাত্র রাজনীতির এরুপ পরিস্থিতিতে ছাত্রীদের মনোভাব রাজনৈতিক কর্মকান্ড থেকে দূরে সরে যাবার পথ তৈরী করে। ক্ষমতায়নে নারীকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তৃনমূল পর্যায় থেকে রাজনৈতিক কর্মে নারীর অর্ন্তভূক্তি নিশ্চিত করতে হবে। এর নিশ্চয়তা বিধান করে সঠিক মাত্রায় ছাত্র রাজনীতিতে ছাত্রীদের অংশ গ্রহনের সুযোগের ভিত্তিতে। বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আন্তরিকতা নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ছাত্র রাজনীতিতে ছাত্রীরা একটা ভাল অবস্থানে আসতে পারে। রাজনীতিতে নারীরা প্রকৃত ক্ষমতায়নের জন্য ছাত্র রাজনীতিতে ছাত্রীদের নেতৃত্বে আসা প্রয়োজন এবং এরুপ ছাত্র নেতৃত্বই যদি সবচেয়ে সফল কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীর ন্যায় জাতীয় রাজনীতিতে ভূমিকা পালনের সুযোগ পায় তাহলে প্রশাসন অনেকাংশে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও দূনীর্তিমুক্ত থাকবে বলে আশা করা যায়। তবে এরুপ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজন জাতীয় রাজনীতির কর্নধারদের একান্ত সদিচ্ছা।

৪.৪ ঃ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীদের অবস্থান ঃ

১৮৭০ সলে চৌকিদারী পঞ্চায়েত আইন অনুসারে ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২১ বছর পরেও (বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন সাধিত হওয়া সত্ত্বেও) স্থানীয় সরকারের উচ্চ পদগুলি প্রধানতঃ পুরুষদেরই কর্তৃত্বাধীন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভোট প্রদান শিক্ষাগত যোগ্যতা, সম্পাত্তিতে অধিকার এবং করদাতাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মহিলাদের এসব না থাকার কারনে তারা ভোটে অংশ গ্রহন করতে পারেনি।[২৬] ১৯৫৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত মহিলাদের স্থানীয় সংস্থার ভোটদানের অধিকার ছিল না। ১৯৫৬ সালে প্রথম সার্বজনীন ভোটদান পদ্ধতি চালু

Dhaka University Institutional Repository

হওয়ার পর মহিলারা ভোটদান করতে সমর্থ হন। ১৯৫৯ এবং ১৯৬৯ এ স্থানীয় সরকার সংস্থার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু এ দুটি চেয়ারম্যান নির্বাচনে কোন মহিলা নির্বাচিত হয়নি।[২৭]

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিগত বছরে বেশ কয়েকবার স্থানীয় সরকার সংস্থার নিবার্চন অনুষ্ঠিত হয়। গ্রাম বাংলার আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ও স্থানীয় প্রশাসনে নারীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে প্রথম সরকারী অধ্যাদেশের আওতায় প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে ২জন নারী সদস্য মনোনয়নের বিধান করা হয়। তার পূর্বে সাধারন সদস্য হিসেবে নারীদের অংশ গ্রহন ছিল ব্যতিক্রমী ঘটনা। ১৯৮৩ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশের পরিবর্তন ঘটে এবং পরিবর্তিত অধ্যাদেশ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদে মনোনীত নারী সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে ৩ জন করা হয়। ১৯৯৩ সালে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় আবার পরিবর্তন আসে। এবার ইউনিয়ন পরিষদের সংশোধিত আইন অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিয়নকে ৯টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়। প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে ১জন সাধারন সদস্য এলাকাবাসীর সরাসরি ভোটে নির্বাচিত করার নিয়ম করা হয়। নারীদের জন্য সংরক্ষিত তিনটি আসন বহাল থাকে কিন্তু মনোনয়নের পরিবর্তে তা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যগনের ভোটে নির্বাচিত করার নিয়ম করা হয়। ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রবর্তিত নতুন আইনে নারীদের ৩টি (এক তৃতীয়াংশ) সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান করা হয়েছে। নতুন আইনে প্রতিটি ইউনিয়নে ৯টি ওয়ার্ডে ৯জন সাধারন সদস্য প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন এবং এই ৯টি ওয়ার্ড ৩ ভাগে ভাগ করে প্রতি ভাগে ১টি করে সদস্যপদ নারী সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। আশা করা যায় এর মাধ্যমে ক্ষমতায়নে নারীরা অনেকটা এগিয়ে যাবে।

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে সারাদেশে ৪২৭৬টি ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন হয়েছে। এ মেয়াদে প্রথম বারের মত সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচন হয়েছে । ৪৪১৩৪ জন প্রতিদ্বন্দিতা করেছেন এর মধ্যে ১২,৮২৮ জন নির্বাচিত হয়েছেন। এবারের নির্বাচনে ৪২৭৬টি চেয়ারম্যান প্রার্থীর মধ্যে নারী ছিলেন ১০২ জন তার মধ্যে জয়ী হয়েছেন ২০জন। সাধারন সদস্য পদে ৩৮৪৮৪ জন নির্বাচিত হয়েছেন। নারী প্রার্থী ছিলেন ৪৫৬ জন। জয়ী হয়েছেন ১১০ জন। দেশের

Dhaka University Institutional Repository

পৌরসভাগুলোতে সরাসরি নির্বাচিত কোন নারী নেই। তবে পৌরসভায় ৩ জন করে নারী প্রতিনিধি মনোনীত রয়েছে। দেশের কোন পৌরসভার প্রধান এবং সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হিসেবে এ পর্যন্ত কোন নারী দায়িত্ব প্রাপ্ত বা নির্বাচিত হননি। মনোনীত সদস্যগন জনগন বা নারীদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয় তবে তারা নারী বা দরিদ্র জনগোষ্ঠির পক্ষে কোন সক্রিয় ভুমিকা রাখতে পারছেন না। তাই নারী সমাজের আজ দাবী ইউনিয়ন পরিষদের মত পৌরসভাগুলেতেও নারীর জন্য আসন সংরক্ষনের ব্যবস্থা করে সেখানে সরাসরি নির্বাচনের বিধান করতে হবে।

এবার সারনীর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীদের অংশ গ্রহনের প্রকৃতি দেখানো হচ্ছে ঃ

সারনী ৪.৫ ঃ

অধ্যাদেশ অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের অংশ গ্রহন

স্থানীয় সরকার পরিষদ	মনোনীত সদস্য
ইউনিয়ন পরিষদ	৪,৪৫০ x ৩=১৩,৩৫০
জেলা পরিষদ	৬৪ x ৩=১৯২
পৌরসভা	১০৮ x ৩=৩২৪
সিটি কর্পোরেশন (৪টি)	১৪+৭+৫+৫৩=৭৯

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন অফিস, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সারনী-৪.৬ ঃ

ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান হিসেবে মহিলা সদস্যদের অংশ গ্রহন

নির্বাচনের বছর	ইউনিয়নের সংখ্যা	মহিলা প্রার্থী	নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যান
১৯৭৩	৪৩৫২	-	১
১৯৭৭	৪৩৫২	-	৪
১৯৮৪	৪৪০০	-	৪
১৯৮৮	৪৪০১	৭৯	১ (১% প্রায়)
১৯৯২	৪৪৫০	১১৬	১৯ (২% প্রায়)
১৯৯৭	৮২৭৬	১০২	২০

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন অফিস এবং ইউএনডিপি রির্পোট অন হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ , এমপাওয়ামেন্ট অব উইমেন, ঢাকা, বাংলাদেশ, মার্চ ১৯৯৪ ।

তাই বলা যায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক কাঠামোয় তুলনামূলকভাবে জাতীয় পর্যায়ের চেয়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীদের অবস্থান অনেকটা সুসংহত। এই সুসংহত অবস্থান ক্ষমতায়নে সহায়তা তৈরী করবে।

৪.৫ জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব ঃ

বাংলাদেশের আইন সভা বা জাতীয় সংসদ একক ভৌগলিক নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধমে নির্বাচিত ৩০০ আসন এবং মহিলাদের জন্য ৩০টি সংরক্ষিত আসনের সমন্বয়ে গঠিত। জাতীয় সংসদ দেশের সবচাইতে বৃহৎ প্রতিনিধিত্বের স্থান । তাই এখানে নারীর ব্যাপক প্রতিনিধিত্ব তাদের ভূমিকা জোরালো করে তোলে।

ক. জাতীয় সংসদের সাধারন আসনঃ

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ৩০০ আসন বিশিষ্ট সাধারন আসনের নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে নারীর দূর্বল অংশগ্রহন লক্ষ্যনীয়। নারী সংগঠনগুলো বারবারই প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির অঙ্গনে

Dhaka University Institutional Repository

নারীর অংশগ্রহন সংখ্যাগত দিক থেকে দাবী জানিয়ে আসছে। সামাজিক প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ নারীদের নেই বললেই চলে। তবে বিস্ময়কর ভাবে গত ১০ বছর যাবত দেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী দুজনই নারী । ক্ষমতার শীর্ষ পর্যায়ে দু'জন নারীর অবস্থান থাকলেও নারীদের অংশ গ্রহনের সুযোগ তৈরীতে তারা ব্যর্থ হয়েছেন বলা যায়। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে নারীদের মনোনয়ন দানে অগ্রসর ভূমিকা রাখে না ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীদের মনোনয়ন দেয়া হয়েছে নিম্নরুপ হারে ঃ

সারনী-৪.৭ ঃ

রাজনৈতিক দলগুলোর মহিলা প্রার্থী মনোনয় দানের অবস্থা (৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন)

দল	মোট মনোনয়নের সংখ্যা	মহিলা মনোনয়নের সংখ্যা	মহিলা মনোনয়ন শতকরা হার
আওয়ামী লীগ	৩০০	০৪	১.৩৩
বিএনপি	৩০০	০৩	১.০০
জাতীয় পার্টি	৩০০	০৩	১.০০
জামায়াতে ইসলামী	৩০০	০০	০০
গন ফোরাম	১৬৪	০৭	৪.২৬
বাম ফ্রন্ট	১৭১	০৪	২.৩৩
ন্যাপ (মোজাফ্ফর)	১২৮	০৩	২.৩৪

সূত্র ঃ উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা (৯৭) স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা।

১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন প্রাপ্ত ৩৮ জন নারী প্রার্থী ৪৪টি নির্বাচনী এলাকায় লড়ে ১১টি আসনে জয়যুক্ত হন। ৩০টি আসনে তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। যার শতকরা হার ৬২.৫% শতাংশ। জামানত বাজেয়াপ্তির ক্ষেত্রে পুরুষদের হার হচ্ছে ৬৮.৫ শতাংশ। এ পরিসংখ্যান থেকে এটাই প্রমানিত হয় যে, নারী প্রার্থীদের চেয়ে পুরুষ

Dhaka University Institutional Repository

প্রার্থীরা অধিক নির্ভরশীল। তারপরও রাজনীতির দর্বৃত্তায়ন প্রক্রিয়ায় অর্থ ও পেশী শক্তি কম থাকার কারনে অনেক নারী যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মনোনয়ন পাচ্ছেন না। উদাহরন হিসেবে ঢাকা-৫ আসনে অওয়ামী লীগ প্রার্থী সাহারা খাতুন এবং টাঙ্গাইল -২ আসনে বিএনপি প্রার্থী আশিকা অকবরের নাম উল্লেখ করা যায়। যাদের পূর্ন যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অর্থ ও পেশী শক্তির অভাবে মনোনয়ন পেতে ব্যর্থ হয়েছেন।[২৮]

সারণী - ৪.৮ ঃ

৭ম সংসদ নির্বাচনে জামানত রক্ষা প্রাপ্ত ১৮ জন নারীর ভোটের শতকরা হিসাব

১১-২০%	২১-৩০%	৩১-৪০%	৪১-৫০%	৫১+
২ জন	৩ জন	৫ জন	৬ জন	২ জন

উৎস : ডঃ নাজমা চৌধুরী, নারী ও রাজনীতি, উইমেন ফর উইমেন ১৯৯৬

বাংলাদেশ রাষ্ট্রে এ যাবত অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাধারন আসনে মহিলা প্রার্থীদের অংশগ্রহন ও বিজয়ী সদস্যদের শতকরা হার নিম্নের সারনীতে দেখানো হলো ঃ

সারনী - ৪.৯ ঃ

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাধারন আসনের জন্য মহিলা প্রার্থীদের অংশগ্রহনের শতকরা হার (১৯৭৩-৯১)

নির্বাচনের বছর	মহিলা প্রার্থীদের শতকরা হার
১৯৭৩	০.৩
১৯৭৯	০.৯
১৯৮৬	১.৩
১৯৮৮	০.৭
১৯৯১	১.৫
১৯৯৬	১.৯

Dhaka University Institutional Repository

উৎস ঃ দিলারা চৌধুরী ও আল মাসুদ হাসানুজ্জামান, উইমেনস পার্টিসিপেশন ইন বাংলাদেশ পলিটিক্স; স্কোপ নেচার এ্যন্ড লিমিটেশন। ক্যানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির (CIDA) জন্য প্রস্তুত ফাইনাল রিপোর্ট , অক্টোবর ১৯৯৩, এবং অন্যান্য সূত্র)

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সাধারন আসনে মহিলা প্রার্থীদের অংশ গ্রহনের শতকরা হার নিম্নের সারনীতে দেখনো হলো ঃ

সারনী ৪.১০ ঃ

জাতীয় সংসদে বিজয়ী মহিলা সদস্যদের শতকরা হার

নির্বাচনের বছর	সাধারন আসনে বিজয়ী মহিলাদের সংখ্যা	সাধারন আসনে বিজয়ী মহিলাদের শতকরা হার	মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন	মোট সদস্যদের মধ্যে মহিলাদের শতকরা হার
১৯৭৩	০	০	১৫	৪.৮
১৯৭৯ (ক)	০	০	৩০	৯.০
১৯৭৯ (সর্বশেষ)	০+২	০.৭	৩০	৯.৭
১৯৮৬ (ক)	৫	১.৭	৩০	১০.৬
১৯৮৬ (সর্বশেষ)	৩+২	১.৭	৩০	১০.৬
১৯৮৮	৪	১.৩	---	--
১৯৯১ (ক)	৮	২.৭	৩০	১১.৫
১৯৯১ (সর্বশেষ)	৪+১	১.৭	৩০	১০.৬
১৯৯৬ (ক)	১১	৩.৬৬	৩০	১২.৪২
১৯৯৬ (সর্বশেষ)	৫+২	২.৩	৩০	১১.২

উৎস ঃ ডঃ নাজমা চৌধুরী,উইমেন ইন ডেভেলপমেন্ট, এ গাইড বুক ফর প্লানারস্ (খসড়া রিপোর্ট) ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

উপরের ছকের আলোকে বলা যায় যে, জাতীয় সংসদের সরাসরি আসনে নির্বাচনে নারীদের মনোনয়ন, অংশগ্রহন ও বিজয়ী হওয়ার হার সীমিত। তবে অবস্থার প্রেক্ষিতে বলা যায় নারীদের অংশ গ্রহনের প্রবনতা বেড়েছে। নিম্নের সারনীতে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে ১৯৭৩ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত নির্বাচনী রাজনীতিতে নারীদের অংশ গ্রহন কিছুটা প্রভাব ফেলেছে। বিগত বছর গুলোর নির্বাচনী ফলাফল ও প্রাপ্ত ভোটের তুলনামূলক বিশ্লেষন করলেই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশ গ্রহনের হার অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

সারনী - ৪.১১ ঃ

জাতীয় সংসদে সাধারন আসনে নারী প্রার্থীদের সংখ্যা

বছর	নারী প্রার্থীর শতকরা হার	সরাসরি ভোটে নারী জয়লাভ করেছে	উপ-নির্বাচনে নারী জয়লাভ করেছে	মোট নারী জয় লাভকারীর সংখ্যা	সংরক্ষিত আসন সংখ্যা	জাতীয় সংসদে নারী আসনের শতকরা হার
১৯৭৩	০.৩	০	০	০	১৫	৪.৮
১৯৭৯	০.৯	০	২	২	৩০	৯.৭
১৯৮৬	০.৩	৫	২	৭	৩০	১০.৬
১৯৮৮	০.৭	৪	০	৪	--	-
১৯৯১	১.৫	৮*	১	৫	৩০	১০.৬
১৯৯৬	১.৩৬	১১*	২	৭	৩০	১১.২১

* শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া একাধিক আসনে প্রতিদ্বন্দিতা করেছে।

সূত্র ঃ নারী বার্তা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

খ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসন ঃ

স্বাধীনতা উত্তর সমাজে পিছিয়ে পড়া নারী সমাজের জন্য জাতীয় সংসদে নারীর সীমিত অংশ গ্রহনের পরিপ্রেক্ষিতে "Legal Frame work Order of 1970" অনুসারে সংবিধানের ৬৫ ধারায় জাতীয় সংসদের ১৫টি আসন ১০ বছরের জন্য সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭৯ সালে ২য় জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ১৫টির বদলে ৩০টি করা হয় এবং সময় সীমা ১০ বছরের পরিবর্তে করা হয় ১৫ বছর। ১৯৮৬ সালের জুলাই থেকে ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত কার্যকর ছিল ৩য় জাতীয় সংসদ। ১৯৮৭ সালে প্রথম ১৫ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ৪র্থ সংসদে নারীর জন্য কোন সংরক্ষিত আসন ছিল না। ১৯৯০ সালে সংবিধানের ১০ম সংশোধনীর মাধ্যমে ৩০টি সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ ১০ বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয় । ইতিমধ্যে ৫ম ও ষষ্ঠ সংসদ অবিবাহিত হয়েছে। চলতি ৭ম সংসদই নারীর জন্য সংরক্ষিত আসনের শেষ টার্ম।[২৯]

জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের টার্ম শেষ হওয়াকে সামনে রেখে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ শেষে আবারো মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখা হবে কিনা, হলে তার স্বরূপ কি হবে এসব নিয়ে বিভিন্ন মহিলা সংগঠন ইতিমধ্যে ভাবনা শুরু করেছে। কয়েকটি মহিলা সংগঠনের সুপারিশ নিম্নরূপ ঃ

নারী গ্রন্থ প্রর্বতনা ঃ

নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা কয়েকটি সভার আলোচনা থেকে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলো চিহ্নিত করা হয়।

- ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শুরু করে সর্বস্তরে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন রাখার প্রয়োজনীয়তা এখনও রয়েছে।
- সংসদের সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বর্তমান পর্যায় থেকে বাড়াতে হবে। ত্রিশটি আসনের পরিবর্তে প্রতি জেলা হিসেবে ৬৪টি করতে হবে।
- সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন নয়, নির্বাচন হতে হবে সরাসরি।

Dhaka University Institutional Repository

- মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নারী ও পুরুষ উভয়েই ভোট দেবেন। তারা দু'টি ভোট দেবেন,, একটি সাধারন আসনের জন্য অন্যটি সংরক্ষিত আসনের জন্য। অথবা মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের জন্য শুধু মহিলারাই ভোট দেবেন। সে ক্ষেত্রেও মহিলারা দুটি ভোট দেবেন- একটি সাধারন আসনে , অন্যটি সংরক্ষিত আসনে। আর পুরুষরা সাধারন আসনের জন্য একটি ভোট দেবেন।
- সংরক্ষিত আসনের সরাসরি নির্বাচন ও সাধারন আসনের সরাসরি নির্বাচন একই দিনে হবে।
- ভবিষ্যতে যাতে সংরক্ষিত আসন রাখতে না হয়, তার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য সাধারন আসনে মহিলাদের অধিক সংখ্যায় অংশ গ্রহন করতে হবে। এর জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে দাবি করতে হবে যেন তারা কমপক্ষে ১০ শতাংশ মনোনয়ন মহিলাদের দেন। ভবিষ্যতে এই সংখ্যা আরো বাড়িযে শতকরা ৩০ ভাগ করতে হবে।[৩০]

নারী পক্ষ ঃ

সংসদে মহিলা আসনের স্বরুপ কি হবে সে সম্পর্কে নারী পক্ষের প্রস্তাব হলোঃ

- বর্তমানে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ত্রিশটির স্থলে বাড়িয়ে চৌষট্টি করতেহবে।
- নির্বাচন পরোক্ষ না হয়ে প্রত্যক্ষ ভোটে হতে হবে।
- নির্বাচনে অংশগ্রহনকারী প্রতিটি রাজনৈতিক দল মহিলা প্রার্থী মনোনয়ন দিতে বাধ্য থাকবে। এ জন্য কোটা নির্ধারণ করতে হবে।
- বিভিন্ন দলের মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। ফলে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত হবে।
- দেশের সাধারন নির্বাচনের সময় একই সঙ্গে মহিলাদের জন্যে সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের সময় একই জেলার সব কেন্দ্রেই মহিলাদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
- সব ভোট কেন্দ্রে একই সঙ্গে দু'টি ব্যালট বক্স থাকবে ভোটাররা একই সঙ্গে দু'টি ভোট প্রদান করবেন।[৩১]

Dhaka University Institutional Repository

উইমেন ফর উইমেন ঃ

সংরক্ষিত ত্রিশটি আসন সম্পর্কে উইমেন ফর উইমেন এর সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ ঃ

- বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সংরক্ষিত ত্রিশটি আসন বাড়িয়ে এর সংখ্যা দ্বিগুন করতে হবে।
- নির্বাচন পরোক্ষ ভোটে না হয়ে প্রত্যক্ষ ভোটেই হতে হবে। এতে করে বিভিন্ন মহিলা প্রার্থীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবকাশ থাকবে এবং যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থাকবে।
- মহিলা ভোটারদের জন্য একই সঙ্গে দুটি ব্যালট বাক্স থাকবে এবং মহিলা ভোটাররা একই সংগে দুটি ভোট প্রয়োগ করবেন। এতে রাজনৈতিক অঙ্গনে মহিলাদের প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং এই রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নারীকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ করে তার অবস্থান উন্নত করার প্রয়াসী হবে।
- দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হলেও রাজনৈতিক দলগুলো তাদের মনোনয়নে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার কোন তাগিদ অনুভব করে না। মহিলাদের যোগ্যতার অভাব, জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি অজুহাতে ব্যাপক সংখ্যক মহিলা প্রার্থী মনোনয়ন দেয় না । এ অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে এবং মহিলা প্রার্থীর মনোনয়ন বাড়াতে উদ্যোগ নিতে হবে।[৩২]

সাধারন সম্পাদক , মহিলা পরিষদ ঃ

মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ত্রিশটি আসন সম্পর্কে মহিলা পরিষদের সুপারিশমালা সমূহ সাধারন সম্পাদক আয়শা খানম পেশ করেন।

- সমাজের বর্তমান বাস্তবায়ন রাজনৈতিক , অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নারীদের যে পশ্চাৎপদতা রয়েছে তা কাটিয়ে উঠার জন্য সংসদে আরও একটি টার্ম সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। যদিও মহিলা পরিষদ চায় মহিলারা কেবল সরাসরি ভোটেই নির্বাচিত হয়ে আসুক।

Dhaka University Institutional Repository

- আসন সংখ্যা ৬৪ টি করা প্রয়োজন । ভোট সরাসরি হলে ভাল হয়। দু'ভাবে ভোট হতেপারে, ভোটাররা একটি ভোট দেবেন সাধারন আসনের জন্য অন্যটি দেবেন সংরক্ষিত আসনের জন্য।

- এছাড়া অন্যভাবে হলো কিছু কিছু এলাকা নির্ধারিন করে দেয়া যেখানে প্রতিটি রাজনৈতিক দলই কেবল মহিলা প্রার্থী দেবে। যেটি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে হচ্ছে। এর ফলে মহিলাদের সঙ্গে মহিলাদেরই প্রতিযোগিতা হবে। এতে অসম প্রতিযোগিতা বন্ধ হবে এবং রাজনৈতিক আশঙ্কাও হ্রাস পাবে।[৩৩]

নারী নেত্রী ও গবেষক ফরিদা আখতার ও মেরিনা চৌধুরী তাদের এক প্রবন্ধে ২০০১ সালের পরবর্তী সংসদে, নারীদের অবস্থান ও অংশ গ্রহন সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব উল্লেখ করেছেন।[৩৪]

- সংরক্ষিত আসনের বদলে সাধারন আসনে সুনির্দিষ্ট সংখ্যায় মহিলাদের মনোনয়ন দিতে রাজনৈতিক দলগুলোকে আইনগতভাবে বাধ্য করা।

- সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা বহাল রেখে সেখানে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

- সংরক্ষিত আসনে প্রার্থীদের শুধু মহিলাদের ভোটে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

- সংরক্ষিত আসন বহাল রেখে আসন সংখ্যা ৬৪টিতে উন্নিত করা।

১৯৯৮ সালের ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি উপস্থাপনকালে প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০১ সালের পরও সংসদে বর্ধিত হারে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষন এবং তা সরাসরি ভোটের মাধ্যমে পূরনের প্রস্তাব করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা সংগঠন গুলোর সুপারিশ সমূহকে পাশ কাটিয়ে বিরোধী দলের সংসদ বর্জনে ত্রিশটি সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ শেষ হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব অথবা ক্ষমতায়নে ত্রিশটি সংরক্ষিত আসন যদিও নারীর ক্ষমতায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি তবুও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

সরণী - ৪.১২ ঃ

সংসদে বিভিন্ন দলের সংরক্ষিত আসন

বছর	দল	সদস্য সংখ্যা
১৯৭৩	আওয়ামী লীগ	১৫
১৯৭৯	বিএনপি	৩০
১৯৮৬	জাতীয় পার্টি	৩০
১৯৯১	বিএনপি+ জামাত	২৮+২
১৯৯৬	আওয়ামী লীগ+জাতীয় পার্টি	২৭+৩

উপরের উল্লেখিত দল সমূহের সংগে মতৈক্যের মাধ্যমে অন্যান্য দলের নারীরাও সীমিত হারে মনোনয়ন পেয়েছেন। সংরক্ষিত আসনের এই পদ্ধতি যথাযথ নয়, এতে নারীদের শক্তি তৃনমূলে বিস্তৃত হচ্ছে না। শুধু দলের নেতৃত্বের আস্থাবান হলেই হয়। সাধারন জনগনের কাছে গ্রহনযোগ্যতার দরকার হয় না। ফলে নির্বাচিত মহিলারা রাজনীতিতে প্রাজ্ঞ হবার সুযোগ পান না। নির্দিষ্ট ভূমিকায় আটকে থাকেন বলে দলীয় নেতৃবৃন্দের উপর নির্ভরশীল থাকেন। নিজস্ব শক্তির বিকাশ ঘটে না। অথচ শিক্ষিত নারীরাই সংরক্ষিত আসনে মনোনীত হন।[৩৫]

Dhaka University Institutional Repository

সারনী - ৪.১৩ ঃ

মহিলা সাংসদের (সংরক্ষিত আসন ১৯৭৩-৯১) শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ

বছর	সদস্য সংখ্যা	পি.এইচ. ডি. %	ডাক্তার %	এম.এ. %	বি.এ %	আই.এ %	এস.এস. সি %	এস.এস. সির নীচে %
১৯৭৩	১৫	৫.৬	--	৪৫.৬	৩৩.৩	৬.৬	৬.৬	--
১৯৭৯	৩০	৬.৩	--	৩৬.৬	২৩	২০	১৩	৩.৩
১৯৮৬	৩০	--	৩.৩	২৬.৬	৪৩	১০	৪.৬	--
১৯৯১	৩০	--	--	২৬.৬	৩৩	২০	১০	৩.৩

সূত্র ঃ ডঃ দিলারা চৌধুরী এবং প্রফেসার আল মাসুদ- হাসানুজ্জমান -১৯৯৩

জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারীরা সকলেই শিক্ষিত । ১৯৭৩ এবং ১৯৭৯ সনে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত নারীও সাংসদ নির্বাচিত হন। বর্তমানে যারা আছেন তারা সকলেই শিক্ষিত।[৩৬] শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসর বাংলাদেশ রাষ্ট্রে যেখানে শিক্ষিত পুরুষ নেতার অভাব পরিলক্ষিত হয় সেখানে সংসদে আপাতঃ দৃষ্টিতে অকার্যকর ত্রিশটি সংরক্ষিত মহিলা সদস্য শিক্ষিত হয়েও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক কোন ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখতে পারছে না। তাই এসব শিক্ষিত নারী সমাজকে উন্নয়নে সহায়তা করার লক্ষ্যে তাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়িয়ে নিজস্ব শক্তির ভিত্তিতে কাজ করার সুযোগ তৈরী করতে হবে।

৪.৬ মন্ত্রী পরিষদে নারীদের অবস্থান ঃ

বাংলাদেশের মন্ত্রীসভায় নারীদের হার অত্যন্ত স্বল্প। দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী হলেও। মন্ত্রী সভায় তাদের অবস্থান নিম্ন পর্যায়ে। ১৯৭২ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত নারী মন্ত্রীর শতকরা হার নিম্নরুপ ঃ

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৪.১৪ ঃ

নারী মন্ত্রীদের অংশ গ্রহনের হার

সময়কাল	মোট মন্ত্রী	নারী মন্ত্রী	%
আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭২-৯৫	৫০	০২	০৪
বি.এন.পি. সরকার ১৯৭৯-১৯৮২	১০১	০৬	০৬
জাতীয় পার্টি সরকার ১৯৮২-১৯৯০	১৩৩	০৪	০৩
বি.এন.পি. সরকার ১৯৯০-১৯৯৬	৩৯	০৩	০৫
আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬-২০০১	২৪	০৪	১৬

সূত্র ঃ আবেদা সুলতানা - নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তিঃ একটি বিশ্লেষন, ক্ষমতায়ন সংখ্যা -২, স্টেপ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ১৯৯৮

মন্ত্রী সভায় নারীদের হার স্বল্প হলেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে সরকার প্রধান এবং বিরোধী দলের নেতৃত্বে রয়েছেন দু'জন নারী । এটা বাংলাদেশে তো বটেই পৃথিবীর ইতিহাসে ও রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। এক দশক কাল বাংলাদেশে দু'জন নারী সরকার প্রধান থাকার পরও অন্য নারীরা এখনও মন্ত্রীসভার দায়িত্বের ক্ষেত্রে চিরাচরিত ছকে বাঁধা। রাজনীতির শীর্ষ চত্বরে ক্ষমতার বন্টন নির্ভর করে রাজনৈতিক শক্তির সমীকরণের উপর । মন্ত্রীসভায় নারীর অবস্থানের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যনীয় ঃ [৩৭]

প্রথমত ঃ বাংলাদেশের ইতিহাসে মহিলামন্ত্রী 'নরম' বা গুরুত্বপূর্ন বলে সচরাচর বিবেচিত নয়, এমন মন্ত্রনালয়ে মন্ত্রী/ প্রতিমন্ত্রী/ উপমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। 'মেয়েলি' বা ফেমিনিন বিষয় বলে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলেও চিহ্নিত এমন সব মন্ত্রনালয়ের সঙ্গে মহিলামন্ত্রনালয়ের সংগে মহিলামন্ত্রীদের যোগাযোগ ঘটছে বাংলাদেশে। যথা সমাজ কল্যান , মহিলা-সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, কো-অপারেটিভ ও স্থানীয় সরকার ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত ঃ বিগত দশকের , বিশেষভাবে, মন্ত্রী পরিষদে দীর্ঘ সময়ে কোন মহিলা মন্ত্রনালয়ে ছিলেন না।

তৃতীয়ত ঃ মন্ত্রনালয়ের কাঠামোয় কখনও কোন নারী মন্ত্রী পুরুষ মন্ত্রীর উর্দ্ধতন পদে আসীন হন নি। অর্থাৎ প্রতি বা উপমন্ত্রী হিসেবে তারা দায়িত্ব পালন করেছেন। পদসোপানে পুরুষ মন্ত্রীর অধীনে কিন্তু এর উল্টোটা কখনই ঘটেনি। [৩৮]

গত ক্যাবিনেটে ৪ জন নারী (প্রধানমন্ত্রী সহ) মন্ত্রী ছিলেন। প্রধান মন্ত্রী ছাড়া বাকী দু'জন কৃষি, খাদ্য ও ত্রান এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রী, ১ জন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগে প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন।

বাংলাদেশে অতীতে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয় ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে মহিলা মন্ত্রীদের দেখা যায়নি। সম্প্রতি তাতে ব্যতিক্রম ঘটেছে। তবে নিকট অতীতের মতোই এখনো মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন একজন পুরুষ মন্ত্রী। তবুও বলা যায় ধীরে ধীরে রাজনীতির অঙ্গনে নারীদের পদচারনা দৃপ্ত হতে চলেছে। কিন্তু যথার্থ প্রতিনিধিত্ব ওঠার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত যে বৈষম্য রয়েছে তা হ্রাস করার লক্ষ্যে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা গ্রহন করা হচ্ছে না এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, সংবিধানে নির্দিষ্ট থাকা সত্ত্বেও উচ্চ পর্যায়ে নারীদের অংশ গ্রহন বৃদ্ধি করা হচ্ছে না। সংবিধানের চর্তুথ সংশোধনী অনুযায়ী প্রথম বার মন্ত্রীসভায় টেকনোক্রাট কোটা প্রবর্তন করা হয়। এই সংশোধনীর ৫৮(৩) ধারা / আর্টিকেল অনুযায়ী মনোনীত মন্ত্রী (যারা এমপি নয় কিন্তু নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্য) নিয়োগ দানের ব্যাপারে কোন বাঁধা নেই। এই ধারনার মূল কথা হলো মেধাবী লোকদের নিয়োগ অথবা সংখ্যালঘিষ্ট অথবা পশ্চাৎপদ গোষ্ঠী থেকে নিয়োগ যেন তারা তাদের প্রতিনিধিত্বকে আরো কার্যকর করতে পারে। ৫৮(৪) ধারা অনুযায়ী অর্ন্তভূক্ত করা হয় যে, মন্ত্রীসভায় নিয়োগদানের ক্ষেত্রে "এক পঞ্চাংশের বেশী নয়"। অর্থাৎ সংবিধানে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৯১ সনে

Dhaka University Institutional Repository

দ্বাদশ সংশোধনীর ৫৬(২) ধারায় আবারো এই বাঁধা কমিয়ে আনা হয় " এক দশমাংশের বেশী নয়"।[৩৯]

এখানে টেকনোক্রাট কোটায় নারীদের নিয়োগের এক বিরাট সুযোগ রয়েছে । কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ভাবে প্রেসিডেন্ট জিয়া থেকে শুরু করে খালেদা জিয়া পর্যন্ত একজন নারীও টেকনোক্রাট কোটায় নিয়োগ প্রাপ্ত হননি যদিও দেশে যথেষ্ট সংখ্যক নারী টেকনোক্রাট রয়েছেন । এবং পুরুষ সদস্যরা প্রায়শই সরকার ও বিরোধী দলে নেতৃত্বের উপস্থিতি দেখিয়ে উচ্চ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনকারী ক্ষেত্রে সার্বিক নরীদের সংখ্যালঘু অবস্থানকে আড়াল করে রাখে । বর্তমান শেখ হাসিনার সরকারের সময় প্রথম একজন নারী টেকনোক্রাট মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ লাভ করেছেন ।[৪০]

নিম্নের সারণী দুটোতে নারী মন্ত্রীদের অবস্থান তুলে ধরা হলো ঃ

সারণী - ৪.১৫ ঃ

বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে মহিলা মন্ত্রীর সংখ্যা ও শতকরা হার

প্রশাসন	মোট মন্ত্রীর সংখ্যা	মোট মহিলা মন্ত্রীর সংখ্যা	শতকার হার
শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২-১৯৭৫	৫০	২	৪
জিয়াউর রহমান ১৯৭৯-১৯৮২	১০১	৬	৬
হুসাইন মোঃ এরশাদ ১৯৮২-১৯৯০	১৩৩	৪	৩
খালেদা জিয়া ১৯৯১-১৯৯৬	৩৯	৩	৫
শেখ হাসিনা ১৯৯৬-২০০১	৩৮	৪	১০

সূত্র ঃ ডঃ নাজমা চৌধুরী, উইমেন ইন ডেভেলপমেন্ট, এ গাইড বুক ফর প্লানার্স (খসড়া রিপোর্ট) ১৯৯৪ এবং অন্যান্য সূত্র।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৪.১৬ ঃ

বিভিন্ন সময়ে নারী ও পুরুষ মন্ত্রীর তুলনামূলক চিত্র

সময়কাল	মন্ত্রী		উপ মন্ত্রী		মোট	
	পুরুষ সংখ্যা %	নারী সংখ্যা %	পুরুষ সংখ্যা %	নারী সংখ্যা %	পুরুষ সংখ্যা %	নারী সংখ্যা %
১৯৭২-৭৫	৩৩-১০০	০-০	১৭-৮৯	২-১১	৫০-৯৬	২-৪
১৯৭৫-৮২	৬৩-৯৭	২-৩	৩৮-৯০	৪-১০	১০১-৯৪	৬-৬
১৯৮২-৯০	৮৫-৯৭	৩-৩	৪৮-৯৮	১-২	১৩৩-৯৭	৪-৩
১৯৮০-৯৬	২০-৯৫	১-২	১৬-৮৯	২-১১	৩৬-৯২	৩-৮
১৯৯৬-৯৭	১৪-৮২	৩-১৮	৯-৯০	১-১০	২৩-৮৫	৪-১৫

সূত্র বিবিএস (১৭)

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৩০ বছরের অধিকাংশ সময় নারী নেতৃত্বের পর্যায়ে থাকলেও মন্ত্রী পর্যায়ে নারীর অংশ গ্রহনের হার বরাবরের মত সীমিত। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় নারী বিষয়ক বিভিন্ন দিক অবহেলিত থেকে গেছে। তবুও বলা যায় রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহন এবং সুযোগ দুটোই বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই ১৯৯৬ এবং ২০০১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা মন্ডলীতে ডঃ নাজমা চৌধুরী এবং রোকেয়া আফজাল রহমানের অর্ন্তভূক্তি নারীর এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত বহন করে।

৪.৭ সরকার ব্যবস্থায় নারী ঃ

সারণী - ৪.১৭

সরকার ব্যবস্থায় নারী

সরকার প্রধান (প্রধানমন্ত্রী)	সময়কাল	মেয়াদ
খালেদা জিয়া	বি.এন.পি. সরকার	১৯৯১-১৯৯৬
শেখ হাসিনা	আওয়ামী লীগ সরকার	১৯৯৬-২০০১

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে এ যাবত মোট দু'জন নারী সরকার প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। রাষ্ট্রীয় এই শীর্ষ আসনে দু'জন নারীর আগমন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ন । ১৯৯১ সালের সাধারন নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়া সর্বপ্রথম নারী সরকার প্রধান হিসেবে ক্ষমতায় আসীন হয়ে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে শেখ হাসিনা দেশের দ্বিতীয় নারী সরকার প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন। বাংলাদেশের ইতিহাসে শেখ হাসিনাই প্রথম একজন নির্বাচিত সরকার প্রধান হিসেবে তার মেয়াদ পূর্ন করে একজন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা ঘটিয়েছেন।

তথ্যসূত্র ঃ

১. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, গঠনতন্ত্র ও ঘোষনাপত্র, ১৯৮৭।

২. হাসিনা আহমেদ ও সুরাইয়া বেগম, " বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ ও আন্দোলনে নারী " মেঘনাগুহ ঠাকুরতা ও অন্যান্য সম্পাদিত, নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি, সমাজ নিরীক্ষন কেন্দ্র, ১৯৯৭।

৩. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, ঘোষনাপত্র, গঠনতন্ত্র, ও পার্টির আদর্শ, সংশোধিত সংস্করন. ১৯৮০।

৪. হাসিনা আহমেদ ও সুরাইয়া বেগম, পূর্বোক্ত পৃঃ ১০৮।

৫. জাতীয় পার্টির নির্বাচনী ইশতিহার।

৬. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ গঠনতন্ত্র, ১৯৮০

৭. হাসিনা আহমেদ ও সুরাইয়া বেগম, পূর্বোক্ত পৃঃ ১১০।

৮. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নির্বাচনী মেনিফেষ্টো।

৯. বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি, ঘোষনাপত্র ও কর্মসূচী, ১৯৭৬।

১০. বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি প্রচারিত পার্টি ইশতেহার, জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১।

১১. হাসিনা আহমেদ ও সুরাইয়া বেগম, পূর্বোক্ত পৃঃ ১১১।

১২. হাসিনা আহমেদ ও সুরাইয়া বেগম, পূর্বোক্ত পৃঃ ১১২

১৩. হাসিনা আহমেদ ও সুরাইয়া বেগম, পূর্বোক্ত পৃঃ ১১২

১৪. হাসিনা আহমেদ ও সুরাইয়া বেগম, পূর্বোক্ত পৃঃ ১১২

Dhaka University Institutional Repository

১৫.হাসিনা আহমেদ ও সুরাইয়া বেগম, পূর্বোক্ত পৃঃ ১১৩

১৬.হাসিনা আহমেদ ও সুরাইয়া বেগম, পূর্বোক্ত পৃঃ ১১৩

১৭.হাসিনা আহমেদ ও সুরাইয়া বেগম, পূর্বোক্ত পৃঃ ১১৩

১৮.রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় নারী," বেইজিং এনজিও ফোরাম '৯৫ সংক্রান্ত জাতীয় প্রস্তুতি কমিটি, বাংলাদেশ, ১৯৯৫, পৃঃ ৪৬

১৯. নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত নারী ও রাজনীতি, উইমেন ফর উইমেন।

২০.দৈনিক ইত্তেফাক, হোসেন আল আমীন, ছাত্র রাজনীতিতে ছাত্রীরা, ১৩/০৭/৯৮ইং

২১.দৈনিক ইত্তেফাক, পূর্বোক্ত।

২২.সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ৮ই নভেম্বর, ১৯৯৬

২৩.সাপ্তাহিক বিচিত্রা, পূবোক্ত

২৪.দৈনিক ইত্তেফাক, পূর্বোক্ত

২৫.দৈনিক ইত্তেফাক, পূর্বোক্ত

২৬.নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত, পূর্বোক্ত

২৭.নাজমা চৌধুরী, পূর্বোক্ত

২৮.আলতাফ পারভেজ, বাংলাদেশের নারী একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ, জন অধিকার।

২৯.আলতাফ পারভেজ, পূর্বোক্ত

৩০.আলতাফ পারভেজ, পূর্বোক্ত

৩১.আলতাফ পারভেজ, পূর্বোক্ত

৩২.আলতাফ পারভেজ, পূর্বোক্ত

৩৩.আলতাফ পারভেজ, পূর্বোক্ত

৩৪.ফরিদা আখতার সম্পাদিত, সংরক্ষিত আসন- সরাসরি নির্বাচন, নারীগ্রন্থ প্রর্বতনা, ঢাকা।

৩৫.আলতাফ পারভেজ, পূর্বোক্ত

৩৬.আলতাফ পারভেজ, পূর্বোক্ত

৩৭.Nazma Chowdhury ," Women politics in Bangladesh Qazi Khaliqujjaman Ahmed edited. Situation of Women in Bangladesh (Ministry of Social welfate and Women's Affarirs, 1985.

Dhaka University Institutional Repository

৩৮.Ibid, P.

৩৯.P.B. Women's partieipation in the Formal Structure in Bangladesh, Dilara Chowdhury empowerment of Women- Nairobi to Baijing (1985-1995), Women for Women, 1995.

৪০.Ibid, P.13

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ

ক্ষমতায়নের শীর্ষে নারী

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৩০ বছরের মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ সময় নারী নেতৃত্বের অধীনে শাসিত এবং সামারিক শাসনামল বাদ দিলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার দীর্ঘ সময় রাষ্ট্র পরিচালনায় নারী নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বি,এন,পি প্রধান খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামীলীগ প্রধান শেখ হাসিনা বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত হন।১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বিপরীত অবস্থা তৈরী হয় অর্থাৎ শেখ হাসিনা প্রধান মন্ত্রি এবং খালেদা জিয়া বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত হন।বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যার প্রধান মন্ত্রি এবং বিরোধী দলীয় নেতা উভয়ই মহিলা,যা সারা বিশ্বে একটি রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

খালেদা জিয়ার শাসনামল :

স্বামী জিয়াউর রহমান ১৯৮১ সালের ৩০মে চট্রগ্রামে এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে শাহাদত বরণ করেন । এরপর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের বিভিন্ন স্তরের নেতা কর্মীদের আহবানে ১৯৮২ সালের ৩ জানুয়ারী বিএনপির প্রাথমিক সদস্য হওয়ার মাধ্যমে গৃহ বধু বেগম খালেদা জিয়া রাজনীতিতে যোগদান করেন। ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন এবং ১ এপ্রিল দলের বর্ধিত সভায় নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রথমবারের মত বক্তৃতা করেন । সে সময় দলের চেয়ারম্যান অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন । ১৯৮৪ সালের ১০মে পার্টির চেয়ারম্যান নির্বাচনে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। দলের ভারপ্রাপ্ত থাকা অবস্থায় অর্থ্যাৎ ১৯৮৩ সালে তার নেতৃত্বে সাত দলীয় ঐক্য জোট গঠিত হয় এবং এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। সেপ্টেম্বর মাস থেকে দেশব্যাপী স্বৈরাচার এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য তিনি জনসংযোগে বের হন এবং শত শত জন সভায় বক্তৃতা করতে থাকেন। নিরলয় ও নির্ভীকভাবে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার কারণে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের প্রধান নেত্রী হিসেবে আবির্ভূত হন। দীর্ঘ ৮ বছর একটানা নিরলস ও আপোষহীন সংগ্রামের পর ১৯৯০ সালের ৪ ডিসেম্বর গণঅভ্যুত্থানে এরশাদ সরকারের পতন হয়। এরপর ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয় লাভ করেন। তিনি জামায়াতে ইসলামীর সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করেন। ১৯মার্চ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি হলেন বাংলাদেশের প্রথম

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় এবং বিশ্বের ষষ্ঠ মহিলা প্রধান মন্ত্রী । ১১ জন কেবিনেট মন্ত্রী ও ২১ জন প্রতিমন্ত্রী নিয়ে তিনি মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন। ২০ মার্চ তাঁর নেতৃত্বে মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন। ২০ মার্চ তাঁর নেতৃত্বে মন্ত্রী পরিষদ শপথ গ্রগন করে বাংলাদেশে এক নব অধ্যায়ের সূচনা ঘটে।

ক্ষমতা গ্রহনের পর খালেদা জিয়া তার শাসনামলে নিম্ন লিখিত কাজ সমূহ সম্পন্ন করেন।

সংসদীয় পদ্ধতিরর সরকার ব্যবস্হা :

বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতা গ্রহনের পর তার অনন্য কৃতিত্ব হচ্ছে দেশের শাসন পদ্ধতির পরিবর্তন । ১৯৯১ সালে নির্বাচিত সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের পক্ষে মত ব্যক্ত করে। বেগম খালেদা জিয়া তার দলীয় নেতা কর্মীদের সাথে ব্যাপক আলোচনার পর সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রবর্তনের জন্য সংসদে বিল উত্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। বিল দুটো বাছাই কমিটি ও সংসদের পূর্নাঙ্গ আলোচনার পর ৬ আগষ্ট ১৯৯১ সংসদে সর্বসম্মতভাবে পাস হয়। দীর্ঘ সাড়ে ষোল বছরের প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে দেশকে সংসদীয় গণতন্ত্রে ফিরিয়ে নেয়ার মুহূর্তটি ছিল বাংলাদেশের জাতীয় জীবনের জন্য একটি মাইল ফলক।[১]

পররাষ্ট্র নীতি :

সরকার গঠন করে বেগম জিয়া তাঁর সরকারের পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে তিনটি মূল নীতির কথা বলেন (১) স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিকতা সুসংহত করা (২) শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহ'র সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি, (৩) দেশের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করা।[২]

বেগম খালেদা জিয়া সরকার বৈদেশিক নীতিতে অর্থনৈতিক কূটনীতির উপর বিশেষ জোর দেয়। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের সমস্যা তুলে ধরার উদ্যোগ নেন।

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘের ৪৮তম সাধারণ অধিবেশনে ভাষণদান কালে বেগম জিয়া ফারাক্কা সমস্যাকে বাংলাদেশের জীবন মরণ সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করে গঙ্গা নদীর পানি সম্পদের ন্যায্য হিস্যা আদায়ের বিষয়ে বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সাইপ্রাসে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনেও তিনি ফারাক্কা সমস্যাটি উথাপন করে পুরো ব্যাপারটিকে ক্ষুদ্র দেশের প্রতি অসামরিক হুমকি হিসেবে উল্লেখ করেন।[৩] তাঁর শাসনামলে ঢাকায় সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এ সম্মেলনে 'সাপটা' (South Asian Preferetial Trade Arrangement) চুক্তি স্বক্ষরিত হয়। ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ তিনবিঘা করিডোর ফেরত পায়।

অবাধ তথ্য প্রবাহ :

বিশেষ ক্ষমতা আইন'৭৫ আওতায় অতীতের সরকারগুলো সংবাদপত্রের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রন আরোপ করতো। বেগম জিয়া ক্ষমতায় এসে বিশেষ ক্ষমতা আইনের উক্ত ধারা বিলুপ্ত করেন। ফলে সংবাদপত্র গুলো অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে এবং প্রচুর পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ সময়েই বাংলাদেশ টেলিভিশনে বিবিসি এবং সিএনএন এর অনুষ্ঠানমালা প্রচার শুরু হয়। পরবর্তীতে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের অনুষ্ঠান প্রচারের অনুমতি দেয়া হয়।

কৃষিখাত :

বেগম খালেদা জিয়ার সরকার কৃষি উন্নয়নকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করে । নির্বাচনী প্রতিশ্রতি মোতাবেক ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এছাড়া কৃষি ঋণ সংক্রান্ত সার্টিফিকেট মামলা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

শিল্পায়ন :

রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠা করে প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে উদার শিল্প নীতি প্রনয়ন করা হয়। অর্থনীতিকে আরও উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য শিল্প ব্যবস্থাপনা ও রাষ্ট্রীয়

Dhaka University Institutional Repository

মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠাসমূহ থেকে সরকারী খাতের ভূমিকা ক্রমশ কমিয়ে আনা হয়। সরকারী মালিকানাধীন শিল্প কারখানাগুলোকে বেসরকারীকরণের লক্ষ্যে "প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড" গঠন করা হয়।[৪]

বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাত :

বেগম জিয়ার শাসনামলে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয় । এ সময় সঞ্চালন লাইন ও বিতরণ লাইন বৃদ্ধি করা হয় এতে গ্রাহক সংযোগ বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ৭ হাজার ৯৩৯টি নতুন গ্রামকে বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতায় আনে।

পরিবহন ও যোগাযোগ :

এ সরকারের শাসনামলে ৪৬৫০ কিলোমিটার পাকা রাস্তা ২৯০০০ মিটার ব্রিজ ও কালভার্ট ২৮৮০০ মিটার বেইলি ব্রিজ নির্মান করা হয়। এ সময় তিনটি বড় নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণ সম্পন্ন হয় এবং যমুনা বহুমুখী সেতুর নির্মাণ কাজ অনেকাংশে সম্পন্ন হয়।[৫] যমুনা সার কারখানার সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য তারাকান্দিতে একটি রেল স্টেশন নির্মান করা হয়। লকোমটিভ মেরামতের জন্য পার্বতীপুরে একটি আধুনিক ওয়ার্কশপ নির্মান করা হয়। এ পরিকল্পনাকালে নিজস্ব সম্পদে সরকার ২১টি যাত্রীবাহী ক্যারেজ ও ৩টি ক্রেন ও ৯টি মিটার গেজ লকোমটিত সংগ্রহ করে। এছাড়া ৬৬টি মিটার গেজ যাত্রীবাহী কোচ সরকারী অর্থে ক্রয় করা হয়। বেগম জিয়ার শাসনামলে ৭২৫০৭টি টেলিফোন লাইন এবং ২টি ডিজিটাল মাইক্রোওয়েভ ও আন্তর্জাতিক টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন করা হয়।[৬]

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ঃ

এরশাদ সরকারের গৃহীত ৪র্থ পরিকল্পনাকালে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। এ কার্যক্রমকে জোরদার করতে খালেদা জিয়া সরকার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ নামে একটা

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রনালয় প্রতিষ্ঠা করে এবং তা সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর অধীনে ন্যাস্ত করা হয়। শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী প্রবর্তন করা হয়। খালেদা জিয়া সরকারের আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ন পদক্ষেপ হচ্ছে ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি প্রবর্তন। পল্লী এলাকায় দশম শ্রেনী পর্যন্ত ছাত্রীদের জন্য এ উপবৃত্তি প্রবর্তন করা হয়।

এ সময় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। সরকার নিয়োগ বিধি সংশোধন করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের হার শতকরা ৬০% এ বৃদ্ধি করে।

কর্মসংস্থান ঃ

বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতায় আরোহনের পরপরই মন্ত্রি সভার এক বিশেষ বৈঠকে সরকারী চাকুরীতে যোগদানের বয়সসীমা ২৭ থেকে বৃদ্ধি করে ৩০ বছর করার সিদ্ধান্ত নেন।

বাণিজ্য নীতি ঃ

বেগম খালেদা জিয়ার আমলে দেশের বানিজ্য উদারীকরণের ফলে আমদানী ও রাপ্তানী বানিজ্যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এ সময় প্রচলিত পন্যের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এ সময় প্রচলিত পন্যের পরিমান বৃদ্ধি পায়। রাপ্তানী খাতে কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে।

প্রবৃদ্ধি ঃ

বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে চর্তুথ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য মাত্রা ৫% নির্ধারণ করা হলেও অর্জিত হয় ৪.১৫% ভাগ।[৭] কোন খাতে লক্ষ্য মাত্রা অর্জিত হয় নি আবার কোন কোন খাতে লক্ষ্যমাত্রার অনেক বেশী অর্জিত হয়েছে। চর্তুথ পরিকল্পনায় খাতওয়ারী প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য মাত্রা ও তার বিপরীতে সাফল্য অর্জনের হার নিম্নলিখিত সারণীতে তুলে ধরা হল ঃ

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৫.১ ঃ

চর্তুথ পরিকল্পনায় খাতওয়ারী প্রবৃদ্ধির লক্ষমাত্রা ও সাফল্য অর্জনের হার

খাত	১৯৮৯/৯০	১৯৯০/৯১	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার লক্ষ্যমাত্রা / অর্জিত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
কৃষি	১৯০,৩৫৪	১৯৩.৪২১	১৯৪.৬৬২	২০১.২৩০	২০১.৯১৫	১৯৯৯.৮২২	৩.৪২	০.৯৮
বিদ্যুৎ, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	৫,৫৬১	৬,৭০৪	৭.৮৭৬	৮.৯৩৩	১০.৯১৮৪	১১.৩৩৯	৯.২৮	১৫.৩১
শিল্প	৪৯,৩২২	৫০,৫০৩	৫৪.২১১	৫৯.১৪০	৬৩.৭৮৬	৬৯.৩০২	৩.০২	৭.০৫
নির্মান	২৯,৭৪৯	৩১,০৮৭	৩২.৪৭১	৩৪.০৩২	৩৬.০৭৪	৩৮.৫৯৩	৫.৮৬	৫.৩৪
পরিবহন ও যোগযোগ	৫৯,০২৪	৬০,৮৪০	৬৩,৩৪৯	৬৬.৪১৬	৭০,০৮৯	৭৪,২০৩	৪.৩৯	৪.৬৮
বানিজ্য ও অন্যান্য সেবা	১০৫,১২৪	১১০,২৩৭	১১৫,৭৮০	১২২,০৪১	১২৯,৫১৬	১৪০,১১৫	৫.০০	৫.৯২
গৃহায়ন	৩৮,০৩০	৩৯,৩১৬	৪০,৬৫৬	৪২.১৮৭	৪৩,৭৯২	৪৫.৪৫৭	৩.৬২	৩.৬৩
জন প্রশাসন	২০,৩৬৩	২২,৩৩৪	২৪,১৮৪	২৬,২৪০	২৮,৪৮৪	৩০,৯৬২	১০.৬৫	৮.৭৪
মোট প্রবৃদ্ধি	৪৯৭,৫২৭	৫১৪,৪৪২	৫৩৬,১৮৯	৫৬০,২১৯	৫৮৩,৮৪০	৬০৯,৭৯৩	৫.০০	৪.১৫

সূত্র ঃ পরিকল্পনা কমিশন, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা -৩

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ঃ

বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে গৃহীত চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মোট ৩৫৭ হাজার মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। এ পরিকল্পনায় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বছর ভিত্তিক যে বরাদ্দ দেয়া হয় এবং তার বিপরীতে যা বাস্তবায়িত হয় তা নিম্ন সারণীতে তুলে ধরা হলো ঃ [৮]

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৫.২ ঃ

চতুর্থ পরিকল্পনায় সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ / অর্জন

	চতুর্থ পরিকল্পনার বরাদ্দ		এডিপি-র আকার (চলতি মূল্যে)		
বছর	১৯৮৯-৯০ সালের মূল্য	চলতি মূল্যে	সংশোধিত	প্রকৃত	বরাদ্দের বিপরীতে বাস্তব অর্জন(%)
১	২	৩	৪	৫	৬
১৯৯০-৯১	৪৮,৪৯০	৫২,৯০০	৬১,২১০	৫২,৬৯০	৮৬
১৯৯১-৯২	৫৫,০৭০	৬২,৭৮০	৭১,৫০০	৬০,২৪০	৮৪
১৯৯২-৯৩	৭০,১১০	৮১,৮০০	৮১,২১০	৬৫,৫০০	৮১
১৯৯৩-৯৪	৮২,৭০০	১০০,০৯০	৯৬,০০০	৮৯,৮৩০	৯৪
১৯৯৪-৯৫	৯০,৭৩০	১১৪,২০০	১১১,৫০০	১০৩,০৩০	৯২
মোট	৩৪৭,০০০	৪১১,৮১০	৪২১,৪২০	৩৭১,২৯০	৮৮

সূত্র পরিকল্পনা কমিশন, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা , ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৯৫

সম্পদের যোগান ঃ

বাংলাদেশ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধানত বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। খালেদা জিয়ার শাসনামলে নিম্নলিখিত সারনীতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে মোট বরাদ্দ এবং সরকারের নিজস্ব সম্পদের অবদান তুলে ধরা হল ঃ [৯]

সারণী ৫.৩ ঃ

বর্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে মোট বরাদ্দ এবং সরকারের নিজস্ব সম্পদের অবদান

অর্থ বছর	মোট এডিপি বরাদ্দ	সরকারের অবদান	মোট বরাদ্দের % হারে
১	২	৩	৪
১৯৯০-৯১	৬১,২১০	১২,৯৮০	২১.২১
১৯৯১-৯২	৭১,৫০০	১৭,৮৭০	২৫.০০
১৯৯২-৯৩	৮১,২১০	২০,৫৩০	২৫.৮৩
১৯৯৩-৯৪	৯৬,০০০	৩৪,৪০০	৩৫.৮৩
১৯৯৪-৯৫	১১১,৫০০	৪৭,৯৮০	৪৩.০৩
মোট	৪২১,৪২০	১৩৩,৭৬০	৩০.৭৪

সূত্র ঃ পরিকল্পনা কমিশন, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা , ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৭

Dhaka University Institutional Repository

বেসরকারী খাতের উন্নয়নঃ

খালেদা জিয়ার শাসনামলে চতুর্থ পরিকল্পনায় সম্পদ যোগানের ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতের অবদান ধরা হয় ৪৪% ভাগ। খাত ওয়ারী বছর ভিত্তিক প্রাক্কলিত বরাদ্দ নিম্নের সারনীতে তুলে ধরা হলঃ [১০]

সারনী ৫.৪ঃ

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমান

খাত/বর্ষ	১৯৮৯-৯০	১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	মোট	মোট	অর্জিত সাফল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
কৃষি	৬,৫০০	৩,৬০০০	৫,৮৫০	৬,৮৫০	৯,২৬০	১০,৮৪০	৩৬,৪১০	৩৬,৭৮০	৯৯
শিল্প	৪,৫০০	১২,৯৫০	১৪,১৫০	১৯,০৬০	২০,৮৬০	২৭,০২০	৯৪,০৮০	৪৪,২০০	২১৩
গৃহায়ন ও নির্মান	৭,০০০	৫,৮১০	৫,৮৬০	৮,৮৬০	১২,৮১০	১৬,২৮০	৪৯,৬২০	৪২,০৬০	১১৮
পরিবহনও যোগাযোগ	৫,৩০০	৪,৭৩০	৩,৯৯০	৫,৪৪০	৬,০২০	১০,৭১০	৩০,৮৯০	৩৯,০৯০	৭৯
বনিজ্যি ও অন্যান্য সেবা	৭,০০০	১৪,৫৯০	১৪,০৪০	২১,২২০	২৫,৬৫০	৩১,২৭০	১০৬,৭৭০	১১০,৮৭০	৯৬
মোট	৩০,৬০০	৪১,৬৮০	৪৩,৮৯০	৬১,৪৪০	৭৪,৬০০	৯৬,১২০	৩১৭,৭৩২	২৯০,০০০	১১৬

সূত্রঃ পরিকল্পনা কমিশন, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৯।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও ব্যষ্টিক অর্থনীতিঃ

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা(১৯৯০-৯৫) ১৯৯০ সালের জুলাই মাসে প্রেসিডেন্ট এরশাদের আমলে প্রকাশ করা হলেও ১৯৯৩ সালের মার্চ মাসে তা খালেদা জিয়ার সরকার কর্তৃক সংশোধিত আকারে অনুমোদিত হয়। এ পরিকল্পনায় দারিদ্র দূরীকরণ ও মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, নারী উন্নয়ন ও পরিবেশের স্থিতিশীলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল- [১১]

১. মোট আভ্যন্তরীন উৎপাদনের ক্ষেত্রে শতকরা ৫ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে ত্বরান্বিত করা।
২. মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
৩. আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করা।

রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ খালেদা জিয়া দীর্ঘ নয় বছর স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর দল সহ সাত দল জোটের নেতৃত্ব দিয়ে তার পক্ষে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক বিজয় ছিল আপোষহীন সংগ্রামের মাধ্যমে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন কে গন-অভ্যুত্থানে পরিনত করার বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখা। যা অবশেষে এরশাদ সরকারের পতন ঘটায় ও গনতান্ত্রিক নির্বাচনের পথ প্রশস্ত করে তার দলকে ক্ষমতায় আনে। খালেদা জিয়ার শাসনামলের উল্লেখযোগ্য বিষয় সমূহের মধ্যে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির অবসান ঘটিয়ে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রচলন করা, অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু করা, কৃষি সংস্কার, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, নারী শিক্ষা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দশম শ্রেনী পর্যন্ত শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী

Dhaka University Institutional Repository

চালু করা, নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে আইন প্রনয়নের উদ্যোগ গ্রহন করা ইত্যাদি। নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে খালেদা জিয়ার শাসনের একটি মাইল ফলক ছিল চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে প্লাট ফরম আকশান বা কার্যক্রম দলিলে সংরক্ষন ছাড়া স্বাক্ষরদান করে নারীর পূর্ন ক্ষমতা স্থাপনের অঙ্গীকার করা । কিন্তু সে অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য তার সরকার তেমন কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করেনি।[১২]

খালেদা জিয়া ক্ষমতায় আসেন মূলতঃ সমরিক শাসনের প্রতিকূলতা, গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতিতে সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার অভাব এবং মৌলিক মানবাধিকার লংঘনের অবাঞ্চিত পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে। সেজন্য খালেদা জিয়ার কাছে জাতির প্রত্যাশা ছিল অনেক। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীত্বের আগে দীর্ঘ নয় বছরের সংগ্রামে তিনি মৌলিক গনতন্ত্র ও মানবধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে অপোষহীনতা দেখিয়েছেন দেশ শাসনের ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন ঘটেনি। খালেদা জিয়ার শাসনামলে দেশে তেমন উল্লেখযোগ্য বিপর্যয় ঘটেনি, তেমনি দারিদ্র হ্রাস, নারী শিক্ষার বিস্তার ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে কিছু বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহন করলেও কোন ক্ষেত্রেই এর সুদূর প্রসারী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। প্রথমবার একজন নারী ক্ষমতার শীর্ষস্থানে এলেও নারীর মূল সমস্যা বা কনসার্নগুলো জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। নীতি ও প্রশাসনের কোন ক্ষেত্রেই নারীর প্রেক্ষিত সম্পৃক্তায়ন করা হয়নি। এক্ষেত্রে নেতৃত্বের দূর্বলতাই প্রতিভাত হয়। কারন দেশের অনুন্নয়নের মূল কারনগুলো ওতপ্রোতভাবে নারী উন্নয়নের স্বার্থে সম্পৃক্ততার কারনে সেগুলো বিচ্ছিন্নভাবে মোকাবিলার পরিবর্তে জাতীয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের পরিচায়ক হত। খালেদা জিয়ার শাসনের আরেকটি শূন্যতা ছিল তার পূর্ববর্তী নয় বছরের স্বৈরশাসনে অগনতান্ত্রিক ও মানবাধিকার বিবর্জিত যে পরিস্থিতির শিকার তিনি নিজে হয়েছেন, ক্ষমতায় আসার পর তা সুরাহা করার কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। গণতন্ত্রচর্চা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ওপর কোন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। ন্যায়পাল বা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষঠা বা জনগনের মানবাধিকার রক্ষা ও পরীক্ষনের জন্য কোন স্বাধীন মানবধিকার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগও গ্রহন করা হয়নি। বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ বিলোপ করারও উদ্যোগ গৃহীত হয়নি।[১৩]

শেখ হাসিনার শাসনামলঃ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট সামরিক অভ্যুত্থানে সপরিবারে নিহত হবার সময়ে শেখ হাসিনা বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি নয়া দিল্লী আগমন করে ভারত সরকারের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই দলের ভাঙ্গন রোধে ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত হন। ১৭ মে তিনি ঢাকায় প্রত্যার্বতন করেন। ১৯৮৩ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁর নেতৃত্বে ১৫ দলীয় ঐক্য জোট গঠিত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৫ দলীয় জোট ও বেগম জিয়ার নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট পাঁচ দফার নূন্যতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে যুগপৎ সমরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন। শেখ হাসিনা তার রাজনৈতিক জীবনে বেশ কয়েকবার গ্রেফতার হন। যেমন-১৯৮৩ সালের ১৩ ই ফেব্রুয়ারী ৩০ জন দলীয় নেতাসহ গ্রেফতার হয়ে ১ মার্চ মুক্তি লাভ করেন।২৯শে নভেম্বর পুনরায় গ্রেফতার হয়ে মুক্তি লাভ করেন ১২ ডিসেম্বর। ১৯৮৫ সালে জেনারেল এরশাদ প্রবর্তিত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রাক্কালে শেখ হাসিনা সহ বিরোধী নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে

Dhaka University Institutional Repository

এবং নির্বাচনের পর মুক্তি লাভ করে। ১৯৮৭ সালের ১১ নভেম্বর গৃহবন্দী হয়ে ১০ ডিসেম্বর মুক্তিলাভ করেন। '৯০ সালের গন-অভ্যুত্থান চলাকালে অর্থাৎ ১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর গ্রেফতার ও গৃহবন্দী হন।

এ ধরনের রাজনৈতিক জুলুম ও অত্যাচার শেখ হাসিনাকে রাজনীতিতে অভিজ্ঞ এবং সহণশীল করে তোলে। তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সহ ৮ দলীয় জোট ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহন করে ১০৩ টি আসন লাভ করে সংসদে প্রধান বিরোধী নেতা নির্বাচিত হন। একজন নারীর প্রথম বারের মত এ ধরনের স্বীকৃতি লাভ। ১৯৯০ সালের ৪ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদের পদত্যাগের প্রাক্কালে গন আন্দোলনে শেখ হাসিনা বিশেষ ভূমিকা রাখেন। এরশাদ সরকারের পতনের পর ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১০০ টি আসন লাভ করে বিরোধী দলে অবস্থান গ্রহন করে পার্লামেন্টারী পার্টির নেতৃত্ব গ্রহন করেন পার্টি প্রধান শেখ হাসিনা। এরপর ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বি এন পি সরকারের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ভবিষ্যৎ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবীতে সংগঠিত আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেন। ১৯৯৬ সালের ২৮ মার্চ বেগম খালেদা জিয়া পদত্যাগ ও কেয়ার টেকার সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ১২ জুন ১৯৯৬ কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করে শেখ হাসিনা প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহন করেন। এর মাধ্যমে দীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতার স্বাদ গ্রহন করে।[১৪]

ক্ষমতা গ্রহনের পর শেখ হাসিনা তার শাসনামলে নিম্ন লিখিত কাজ গুলো করেন

ইনডেমেনিটি অধ্যাদেশ বাতিলঃ

১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর সামরিক সরকার ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে উক্ত হত্যার বিচারের পথ রূদ্ধ করে দেয়। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ সরকার গঠন করার পরপরই ১৯৭৫ সালে জারিকৃত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে "মৌলিক মানবাধিকার পরিপন্থী" আখ্যায়িত করে তা বাতিল করার জন্য জাতীয় সংসদে বিল উত্থাপন করা হয়। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে উক্ত অধ্যাদেশ বাতিল হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারবর্গের হত্যার বিচার এবং চার নেতার হত্যার বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রনালী বিধি সংশোধনঃ

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ সরকার জাতীয় সংসদের কার্যপ্রনালী বিধি সংশোধন করে মন্ত্রীর পরিবর্তে সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন মন্ত্রনালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। সংসদ চলাকালে প্রধান মন্ত্রীর জন্য সপ্তাহে একদিন প্রশ্ন-উত্তর পর্ব চালু এবং ইনস্টিটিউট অব পার্লামেন্টারী স্টাডিস প্রতিষ্ঠা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পানি বন্টন চুক্তিঃ

গঙ্গা নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের ক্ষেত্রে ভারতের সাথে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। উল্লেখ্য, ১৯৮৮ সালের পর থেকে কোন চুক্তি ছাড়াই গঙ্গার পানি বন্টিত হচ্ছিল এবং ভারত একতরফাভাবে গঙ্গার পানি প্রত্যাহার করে নেয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গঙ্গার পানি বন্টন সংক্রান্ত ৩০ বছর মেয়াদী এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[১৫]

পার্বত্য শান্তি চুক্তিঃ

প্রায় দুই যুগ ধরে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে তথাকথিত শান্তি বাহিনীর কার্যকলাপে অশান্তি বিরাজ করছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটি স্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্যোগ গ্রহন করেন। এই লক্ষ্যে জাতীয় সংসদের চীফ হুইফের নেতৃত্বে সরকারী ও বিরোধী দলের সংসদ সদস্যের সমন্বয়ে ১২ সদস্যের একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। সরকারের বিশেষ প্রচেষ্টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে দীর্ঘ আলাপ আলোচনার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে। এ চুক্তির ফলে শান্তি বাহিনী ১০ ফেব্রুয়ারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট সর্বপ্রথম অস্ত্র সমর্পন করে। একজন উপজাতীয় সংসদ সদস্যকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয় গঠন করে একজন উপজাতীয় সংসদ সদস্যকে উক্ত মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।[১৬] পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়। চুক্তির আলোকে তিনটি পার্বত্য জেলার জন্য স্থানীয় পরিষদ আইন সমূহ সংশোধন করা হয়।

পররাষ্ট্র নীতিঃ

শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে আমুল পরিবর্তন আনেন। ভূ-রাজনৈতিক কারনে ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের টানাপোড়েন থাকা সত্ত্বেও শেখ হাসিনার সরকার প্রধানত ভারতমুখী পররাষ্ট্র-নীতি গ্রহন করেন। এক্ষেত্রে প্রথম যাত্রা শুরু হয় জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদে জাপানের পরিবর্তে ভারতকে ভোট দেয়ার মাধ্যমে। পরবর্তীতে গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি ও পার্বত্য শান্তি চুক্তি গুরুত্বপূর্ন বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।[১৭] ক্ষমতায় আসার পর শেখ হাসিনার সরকারকে আঞ্চলিক জোট গঠনেও সক্রিয় দেখা গেছে। ইতিমধ্যে BIMSTEC উন্নয়ন ত্রিভুজ ও উন্নয়ন চতুর্ভুত গঠিত হয়েছে । শেখ হাসিনার সরকার খনিজ উত্তোলনের আন্তর্জাতিক টেন্ডার দিলে বাংলাদেশে বিপুল পরিমান বৈদেশিক বিনিয়োগের সম্ভাবনা দেখা দেয়। তার শাসনামলেই বাংগালী জাতির গর্ব একুশে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং বাংলাদেশ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অস্হায়ী সদস্য পদ লাভ করে । শেখ হাসিনার সরকার অর্থনৈতিক কুটনীতি বা " Economic Diplomacy " এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন । আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় কৌশলগত অবস্থানের কারনে D-8 সম্মেলন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং বাংলাদেশ এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছে।[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাঃ

শিক্ষা প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শেখ হাসিনার সরকার ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে একটি বাস্তব, গনমুখী ও যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করে। এ সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পাঠ্য পুস্তকে স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরা হয়।

আশ্রায়ন কর্মসূচীঃ

প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত আগ্রহে সরকার ভূমিহীন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য "আশ্রয়ন" নামে একটি আর্থ-সামাজিক প্রকল্প গ্রহন করে। ১৯৯৭ সালের মে মাসে ঘূর্নিঝড়ের পর প্রধানত উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এ প্রকল্পে পূর্নবাসিতকে স্বামী-স্ত্রীর যৌথনামে বিনা মূল্যে চিরস্থায়ীভাবে গৃহ ও গৃহস্থিত ৮ শতাংশ জমি প্রদান করা হয় এবং তাদেরকে বিভিন্ন পেশা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান সহ আত্মকর্মসংস্থান মূলক কাজের জন্য প্রতিজনকে ১০ হাজার টাকা ঋন দেয়া হয়।

কৃষি ও খাদ্যোৎপাদনঃ

শেখ হাসিনা সরকার কৃষক ও কৃষিকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে নতুন কৃষি সম্প্রসারন নীতি প্রনয়ন করে। বীজ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগী করার জন্য বীজ আইন ১৯৭৩ সংশোধন করে বীজ আইন সংশোধিত ১৯৯৭ প্রবর্তন করা হয়। সরকার কৃষি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখার জন্য বঙ্গবন্ধু পুরস্কার পুনঃপ্রর্বতন করে।[১৯] শেখ হাসিনা সরকারের সবচেয়ে বড় সফলতা কৃষি উৎপাদনে সফলতা এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা । খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও সব শ্রেনীর মানুষের জন্য খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করায় ১৯৯৯ সালে FAO এর প্রদত্ত সেরেস স্বর্নপদক লাভ।

কৃষি ঋন বিতরণঃ

কৃষি ঋন ব্যবস্থা পুর্নগঠনের ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকের পল্লী ঋন তহবিলে সরকারের পক্ষথেকে ১০০ কোটি টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে বাংলাদেশ ব্যাংক বছরে কমপক্ষে ১০০০কোটি টাকার শস্য ঋন প্রদানের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়। সরকার কৃষকদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করে। কৃষকরা আগের ঋন পরিশোধ না করেও নতুন ঋন গ্রহনের সুযোগ পায়, এমন কি বর্গাচাষীদের জন্যও ঋন প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা পুর্নবিন্যাস ঃ

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে সুনির্দিষ্ট রুপদান এবং একে আরো গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বশীল ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শেখ হাসিনার সরকার ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি স্থানীয়

Dhaka University Institutional Repository

সরকার কমিশন গঠন করে। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী গ্রাম পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ এই চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামো গৃহীত হয়েছে। প্রতিটি স্তরে মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের বিশেষ বিধান একে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করেছে।[২০]

মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যানে গৃহীত পদক্ষেপঃ

মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সন্তান-সন্ততির কল্যানে শেখ হাসিনা সরকার কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। এর মধ্যে অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মাসিক ভাতা প্রদান মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান-সন্ততির জন্য সরকারী চাকুরীতে ৩০ভাগ কোটা সংরক্ষন, মৃত্যুর পর মুক্তিযোদ্ধাদের দফন বা সৎকার , ১৯৭১ এর শহীদদের বধ্য ভূমি সমূহ চিহ্নিতকরন ও স্মৃতিসৌধ নির্মাণ । মুক্তিযোদ্ধার দুজন অধ্যায়নরত সন্তানদের প্রত্যেককে ১৬০০/= টাকা হিসেবে প্রতিবছর শিক্ষা অনুদানের ব্যবস্থা, প্রবীন ও সহায় সম্বলহীন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার নিশ্চয়তা দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা পল্লী গড়ে তোলার ব্যবস্থা করে। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত বিশেষ স্থান সমূহ সংরক্ষনেরও বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে।[২১]

সামাজিক নিরাপত্তাঃ

বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি অংশে অক্ষম দুঃস্থদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের কথা উল্লেখ রয়েছে (অনুচ্ছেদ১৫)। শেখ হাসিনার সরকার এ ক্ষেত্রে কিছু পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে, প্রত্যেক ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে ১০ জন (৫ জন মহিলা সহ) বয়স্ক ব্যক্তিকে মাসিক ভাতা প্রদান, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তদের জন্য মাসিক ভাতা ছিন্নমূল ও গৃহহীনদের জন্য আশ্রয়ন প্রকল্প একটি বাড়ি একটি খামার কর্মসূচী বস্তিবাসীদের জন্য ঘরে ফেরা কর্মসূচী, অসহায় বৃদ্ধদের বসবাসের জন্য শান্তি নিবাস তৈরী ভি, জি, এফ, কার্ডের মাধ্যমে গরিবদের বিনামূল্যে খাদ্য সাহায্য প্রদান।[২২]

জন প্রশাসন সংস্কার কমিশনঃ

শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতা গ্রহনের পর জন-প্রশাসন সংস্কারের লক্ষ্যে একটি কমিশন গঠন করেন। উক্ত কমিশন জন প্রশাসন সংস্কারের লক্ষ্যে সুপারিশ রিপোর্ট আকারে পেশ করেছে। সরকার কতিপয় সুপারিশ বিবেচনা করে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য নতুন জাতীয় বেতন স্কেল নির্ধারন করেন।[২৩]

নারীর ক্ষমতায়নঃ

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে শেখ হাসিনার সরকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ন পদক্ষেপ নিয়েছে, যা দেশ-বিদেশে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে।[২৪] এসবের মধ্যে সন্তানের পরিচয় প্রদানে পিতার সঙ্গে মায়ের নাম উল্লেখ থাকার বিধান, ইউনিয়ন পরিষদে মহিলা আসনে সরাসরি

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনের ব্যবস্থা(এর অধীনে প্রথম নির্বচনে প্রায় ১৩ হাজার নারীর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়া) বিচারক, সচিব, কূটনীতিকসহ সরকারী উচ্চপদে মহিলাদের নিয়োগ, এবং প্রথমবারের মত বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীতে মহিলাদের নিয়োগ দানের ব্যবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শেখ হাসিনা বাল্যকাল থেকেই রাজনৈতিক পরিবেশে বেড়ে উঠার পাশাপাশি ছাত্র জীবনে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে সম্পৃক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে রাজনীতিতে আগমনের পর দলে ঐক্য স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা রাখার প্রেক্ষিতে অপ্রতিরোধ্য নেতৃত্ব গড়ে উঠার মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতিতে মূখ্য ভূমিকায় অবর্তীন হওয়ার প্রেক্ষিতে তিনি ১৯৮৬ ও ১৯৯১ সালের সংসদে প্রধান বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত হন। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে তাঁর নেতৃত্ব ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯৯৬ এর নির্বাচনে বিজয়ের মাধ্যমে তিনি দেশের দ্বিতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় আসীন হন। শেখ হাসিনার অর্জনের তালিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে বাংলাদেশের গনতন্ত্রের ইতিহাসে প্রথমবারের মত ৫ বছর মেয়াদ পূর্ন করা, ইনডেমনিটি আইন বাতিল, পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিন ধরে যে সহিংসতা বিরাজ করছিল এবং ব্যাপক আকার ধারন করেছিল তার সমাধানের উদ্যোগ গ্রহন। তার শাসন আমলেই পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তি স্থাপিত হয় এবং অস্থিতিশীল অবস্থার সমাপ্তি ঘটে। এ চুক্তির জন্য শেখ হাসিনাকে ইউনেস্কো পুরুষ্কারে ভূষিত করা হয়। শেখ হাসিনার শাসন আমলের আরেকটি দিক হলো গঙ্গার পানি চুক্তি। ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬ সালে ৩০ বছর মেয়াদের জন্য ৩৫ হাজার কিউসেক নূন্যতম পানির গ্যরান্টি সহ ভারত ও বাংলাদেশের দুই প্রধান মন্ত্রী নিজ নিজ দেশের পক্ষে বহু প্রত্যাশিত গঙ্গার পানি বন্টনের ঐতিহাসিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।এটি নিঃসন্দেহে বিশেষ অর্জন। তার সরকারের মেয়াদ পূর্তিকালিন সময়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গৃহীত পদক্ষেপ হলো অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল সংক্রান্ত বিল পাশ। ন্যায়পাল নিয়োগ নিয়েও কাজ চলছে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও সব শ্রেনীর মানুষের জন্য খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করায় ১৯৯৯ সালে FAO এর প্রদত্ত সেরেস স্বর্ন পদক লাভ। নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ১৩ হাজারের অধিক নারীকে তৃণমূল প্রশাসনে সম্পৃক্ত করা ও সিডো সনদকে (নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সাধন) অধিক কর্যকর করার লক্ষ্যে সনদ থেকে দুটি সংরক্ষণ প্রত্যাহার ও সনদের অকেশনাল প্রটোকল পূর্ণ অনুমোদন তার সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।[২৫] সন্তানের অভিভাবক হিসেবে পিতার নামের পাশাপাশি মায়ের নাম লেখার বাধ্যবাধকতা তৈরী হয়েছে । দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় সুপ্রীম কোর্টে এই প্রথম একজন নারী বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। এই সরকারের সময় প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সর্বপ্রথম নারীরা সচিব পদে অধিষ্টিত হয়েছেন। বিভিন্ন জেলার জেলাপ্রশাসক হিসেবে এই প্রথম চারজন নারী নিয়োগ লাভ করেছেন। এইবারই প্রথম বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সোনালী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক হিসেবে দু'জন নারী নিযুক্ত হয়েছেন।[২৬] এছাড়াও সেনাবাহিনীতে এই প্রথম মেয়েদের অংশ গ্রহনের সুযোগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া দেশের অভ্যন্তরে ও এশিয়ায় শান্তি স্থাপনে ভূমিকা রাখার জন্য শেখ হাসিনা বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে সম্মাননা পেয়েছেন। সুতরাং বলা যায় জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে সুনাম অর্জনে শেখ হাসিনার ব্যক্তিত্বশীল ভূমিকা প্রশংসার দাবীদার। শেখ হাসিনা সরকারের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হলো দেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি । বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে তাঁর সরকারের উদ্যেগও ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিলের কোন উদ্যেগ গৃহীত হয়নি বরং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জননিরাপত্তা আইনের

Dhaka University Institutional Repository
অপপ্রয়োগের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগও রয়েছে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে খালেদা জিয়ার মত হাসিনা সরকারও মানবাধিকার কমিশন, মানবাধিকার জাতীয় ইনষ্টিটিউট বা ন্যায়পাল নিয়োগ করেননি।[২৭]

দুজন নারী নেতৃত্বের শাসনামল পর্যালোচনার আলোকে বলা যায় তাদের শাসনকাল অর্জন ও অ-প্রাপ্তি দুদিকেই রয়েছে। দীর্ঘদিন তারা রাষ্ট্র পরিচালনায় রয়েছেন। কিন্তু কাঙ্খিত গতিশীলতা অর্জিত হয়নি। নারী সম্পৃক্ত বিশেষ ইস্যু সমূহ, যেমন নারীর প্রতি আইনী বৈষম্য, পুরুষের তুলনায় নারী শিক্ষার হার অর্ধেক হওয়া দেশের মোট ৫.১ কোটি শ্রমশক্তির ২ কোটি নারী হওয়া সত্ত্বেও অর্ধেকের কম পারিশ্রমিক পাওয়া ও পরিসংখ্যানে নারীর অবদান কোনভাবে প্রতিফলিত না হওয়া, নারীর স্বাস্থ্যসূচক পুরুষের তুলনায় অনেক অনেক নিম্ন হওয়া এবং বিশেষভাবে ক্রমবর্ধমান হারে যৌন হয়রানী, নারীর প্রতি পরিবারে ও সমাজে সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়া, যা আজ নারীর প্রতি সহিংসতায় বাংলাদেশকে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান দিয়েছে।(জাতিসংঘ জনসংযোগ তহবিল) এগুলো সবই গুরুত্বের দিক থেকে যে কোন শাসকের জন্য জাতীয় মানবাধিকার ইস্যু বলে বিবেচিত হওয়ার দাবী রাখে।[২৮] উপরন্ত এগুলো নারী কেন্দ্রীক ইস্যূ হওয়ায় নারী নেতৃত্ব এগুলো গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পারবে বলে সমাজ আশা করে। কিন্তু আমাদের নারী নেতৃত্ব এগুলোকে শুধু প্রান্তিক গোষ্ঠির ইস্যু হিসেবে চিহ্নিত করায় ১০ বছরের নারী নেতৃত্ব এগুলোর ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে।[২৯] প্রকৃত পক্ষে লিঙ্গ বৈষম্যের কারনে বাংলাদেশের নারী তার পূর্ন সম্ভাবনা নিয়ে বিকশিত হতে পারছেনা বিধায় আজও বাংলাদেশ সাবির্ক উন্নয়ন সূচকে ১৫৪ টি দেশের মধ্যে ৭৪ তম অবস্থানে। নারী নেতৃত্বের এই দুর্বলতার কারন অনুসন্ধান করে অনেকে মনে করেন, এশীয় দেশগুলোতে নারী নেতৃত্ব পারিবারিক সূত্র ধরে আগমন করায় অধিকাংশ নারী দীর্ঘ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ক্ষমতায় আসেননি এবং এজন্য দেশের মৌলিক সমস্যার সঙ্গে তারা পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন না, যা তাদের সাফল্যকে সীমিত করে। এতে কিছুটা বাস্তবতা থাকলেও এটিকে মূল কারন বলে ধরে নেয়া ঠিক হবে না।কারন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতায় এলেও গ্রামে-গঞ্জে রাজপথে নিরলস রাজনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমেই তাদেরকে জনগনের গ্রহনযোগ্যতা অর্জন করতে হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সাধারনভাবে নারীরা রাজনীতিতে এগিয়ে আসবার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছে। বিভিন্ন প্রতিনিধিত্ব মূলক কার্যক্রমে তাদের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি এই অংশের আলোচনায় সরকার প্রধান হিসেবে নারীদের ভূমিকা বিশ্লেষন সাপোক্ষে বলা যায় সম্পূর্ন অনভিজ্ঞ অবস্থায় রাজনীতিতে প্রবেশ করলেও ধীরে ধীরে তাঁরা রাজনীতিতে প্রাজ্ঞ হয়ে উঠেছেন।[৩২] নারী নেতৃত্ব হিসেবে তাদের কাছে প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রাপ্তি না হওয়ার কারন বহুমুখী। শীর্ষে পর্যায়ে তাদের অবস্থান থাকলেও সম্পূর্ন পুরুষ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে তাদের পক্ষে নারীর প্রতি ইতিবাচক কার্যক্রম গ্রহন মোটেও সহজ সাধ্য নয়। তারপরও শীর্ষ পর্যায়ে নারী নেতৃত্বের উদাহরন সকল নারীর রাজনীতিতে অংশ গ্রহনের প্রতিবন্ধকতাকে যথেষ্ট পরিমানে হ্রাস করেছে এবং উৎসাহ বৃদ্ধি করেছে।[৩৩]

আলোচনার শেষে বলা যায়, স্বাধীনতার ৩০ বছর পর সীমিত হারে হলেও নারীদের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। যে দ'জন নারী দীঘ সময় ধরে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা উত্তারাধিকার

Dhaka University Institutional Repository

সূত্রে ক্ষমতায় এলেও নিজ যোগ্যতায় ক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন এবং বাংলাদেশের মত সমস্যা সংকুল ও পুরুষ প্রাধান্যশীল একটি সমাজে সাফল্যের সাথে টিকে রয়েছেন। তাদের যে সব ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা হয় তা মূলতঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে সংঘটিত হয়। নারী নেতৃত্ব বলে নয়। বরং এটি বলা যায়, যে নারী নেতৃত্বের কাছ থেকে দেশের নারী সমাজের জন্য যে ইতিবাচক পদক্ষেপ গৃহীত হবে বলে আশা করা হয়েছেল তা পুরো মাত্রায় না হওয়ার কারন হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুরুষ পরিবেষ্টিত পরিবেশে তারা তা করতে সক্ষম হননি। তারপরও সাম্প্রতিক সময়ে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে যা নারী নেতৃত্বের ফলে দ্রুত হয়েছে বলে আশা করা যায়। যেমনঃ প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে নারীদের নিয়োগ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ প্রদান, অভিভাবক হিসেবে মায়ের নাম অর্ন্তভূক্তকরন প্রভৃতি।

এ পরিচ্ছেদে গবেষনার মূল বিষয় বাংলাদেশর রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব লাভকারী দু'জন নারী নেতৃত্বের শাসনামল আলোচনা করে দেখা যাচ্ছে তাঁরা রাজনৈতিক নেতা হিসেবে অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলেও নারী হিসেবে কোনক্ষেত্রে ব্যর্থ অথবা অপারদর্শিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হননি। বরং বলা যায় স্বাধীনতার ৩০ বছরের মধ্যে অধিকাংশ সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতা ও ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠত থাকাই তাদের সফলতার ইঙ্গিত বহন করে যেখানে সারা বিশ্বজুরে নারীর অবস্থান প্রান্তীক।

তথ্য সূত্র ঃ

১) আবুল কাশেম হায়দার সোহেল মাহমুদ, বাংলাদেশের উন্নয়নের ইতিহাসঃ নওয়াব সলীমুল্লা থেকে খালেদা জিয়া, প্যানোরমা পাবলিকেসন্স, ঢাকা, পৃ. ৩৭১।
২) পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯০
৩) পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৩
৪) পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৪
৫) পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৪
৬) পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৮
৭) পরিকল্পনা কমিশন, পঞ্চম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৯৭
৮) পরিকল্পনা কমিশন, পূর্বোক্ত
৯) পরিকল্পনা কমিশন, পূর্বোক্ত
১০)পরিকল্পনা কমিশন, পূর্বোক্ত
১১) পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২১
১২)সালমা খান, রাষ্ট্র পরিচালনায় নারীঃ সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা, দৈনিক প্রথম আলো

Dhaka University Institutional Repository

১৩)সালমা খান, পূর্বোক্ত,
১৪)পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৪।
১৫)পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৬
১৬)পূর্বোক্ত, পৃ, ৪৩৯
১৭)সাধারন জ্ঞান, বাংলাদেশ ও আর্ন্তজাতিক বিষয়াবলী
১৮) সাধারন জ্ঞান পুর্বোক্ত
১৯)পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৯
২০) ড. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ, রাজনীতি, সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, পৃ. ৩৭৮
২১)ড. হারুন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৮
২২) ডঃ হারুন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৯
২৩) পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৮
২৪) ডঃ হারুন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮০
২৫) সালমা খান, পূর্বোক্ত
২৬) বিভিন্ন পত্রিকা থেকে সংগৃহীত
২৭) সালমা খান, পূর্বোক্ত
২৮) সালমা খান, পূর্বোক্ত
২৯) দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ জুন, ২০০১
৩০) সালমা খান, পূর্বোক্ত
৩১)আলতাফ পারভেজ বাংলাদেশের নারীঃ একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ, জন অধিকার।
৩২) আলতাফ পারভেজ, পূর্বোক্ত।
৩৩) আলতাফ পারভেজ, পূর্বোক্ত।

এ ছাড়া এই অধ্যায় লিখতে গিয়ে বিভিন্ন দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকার ব্যাপক সাহায্য গ্রহন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ

সুপারিশমালা ঃ

Dhaka University Institutional Repository

জনগনের সার্বিক কল্যানে রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনা কৌশলের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত জনগন অর্থাৎ নারী ও পুরুষ উভয়েই। ক্ষমতায়নের শীর্ষ পর্যায়ে রাষ্ট্র পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত সব বিষয় এবং কলাকৌশল নির্নয় করে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। তাই নারীর স্বার্থ সংরক্ষনের জন্যই নারীর ক্ষমতায়ন একান্ত আবশ্যক। কেননা ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তি। রাজনীতি ও ক্ষমতায়ন যেহেতু পরস্পর সম্পৃক্ত তাই রাজনীতিতে নারীর ব্যাপক অংশ গ্রহন বৃদ্ধি করতে হবে এবং তৃনমূল পর্যায় থেকেই তা করতে হবে। নতুবা যতই কাগজে কলমে নারী বিষয়ক করনীয় উদ্ভাবন হোক তা সত্যিকার বাস্তবায়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন সম্ভব হবেনা যদি সিদ্ধান্ত গ্রহন পর্যায়ে সত্যিকার অর্থে নারী ক্ষমতায়িত না হয়। অর্থাৎ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী ইস্যুকে সিদ্ধান্ত গ্রহন ও নীতিনির্ধারনী পর্যায়ে গুরুত্ব দিতে সক্ষম হবে যা উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দু'জন নারী ক্ষমতায়নের শীর্ষ পর্যায়ে অর্থাৎ সরকার প্রধানের-রাষ্ট্র পরিচালনার মাধ্যমে জনগনের কাছে নারী নেতৃত্বের গ্রহনযোগ্যতার ভিত্তিতে অধিকহারে নারীদের রাজনীতিতে আগমনের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের প্রতিনিধিত্ব বেড়েছে। নারীদের পক্ষে বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে। এখন নারীরা সন্তানের অভিভাবকত্ব অর্জন করেছে। নারীরা এগিয়ে এসেছে অনেক নতুন কাজে। নারীরা সেনা বাহিনীতেও যোগ দিচ্ছে । এগুলো সবই সম্ভবনার সূচক। নারীর ব্যাপক রাজনৈতিক অংশ গ্রহনই এই প্রবনতাকে অব্যাহত রাখতে পারে। নারী রাজনৈতিক নেতৃত্ব মোটেও ব্যর্থ নয়। স্বাধীনতার পরবর্তীতে রাষ্ট্র ক্ষমতায় পুরুষ নেতৃবৃন্দের অপেক্ষা নারী নেত্রী অনেক অগ্রসরমান। নারী শাসনামলেই গনতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রযাত্রা ঘটেছে যা বিশ্বব্যাপী মানুষের প্রধান কাম্য।

এ সকল বিষয় অবলোকনে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে সুসংগঠিত ও সুসংহত করার উদ্দেশ্যে কিছু সুপারিশ পেশ করা হলো। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী ক্ষমতায়নের শীর্ষে অবস্থান করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

- নারীর শিক্ষা ও পেশাগত সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের রাজনীতিতে প্রবেশের পথ সুগম হতে হবে।

- নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ও উদ্যোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।
- তৃনমূল পর্যায় থেকে নারী নেতৃত্ব গড়ে তোলা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

- রাজনৈতিক দলের মূলনীতি, কর্মসূচী ও ইশতেহারে নারী অধিকার ও সমতা সংক্রান্ত দাবী সন্নিবেশিত করা প্রয়োজন।

- রাজনীতিতে নারীর আগমনের অনুকূলে পরিবেশ তৈরীতে অর্থ ও অস্ত্রের রাজনীতির উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা প্রয়োজন।

- যেহেতু নারীর আর্থিক শক্তি ও রিসোর্স সীমিত, তাই রাজনৈতিক দলগুলোর মনোনীত প্রার্থীদের নির্বাচনী কাজে সহায়তা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

- নির্বাচনী রাজনীতিতে নারীর প্রার্থীতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে নারী সংগঠন গুলো নারী স্বার্থ সংরক্ষনের অঙ্গীকারের ভিত্তিতে নারী প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারে এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

- নারীর রাজনৈতিক সফলতা অর্জনে সর্বাগ্রে প্রয়োজন পুরুষের সহযোগিতা । কেননা পুরুষের সহযোগিতা ছাড়া নারীর রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত হওয়া কঠিন। কারন রাজনীতি পুরুষের পেশা হিসেবেই স্বীকৃত।

- মহিলাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহন, তাদের ভোট আচরন এবং তাদের সচেতনতা বিষয়ে গবেষনা হয়নি বললেই চলে। সেজন্য এ বিষয়ে গবেষনা খুবই প্রয়োজন। রাজনৈতিক অংশগ্রহনে মহিলাদের বাধাসমূহ চিহ্নিত করতে হবে।

- মহিলাদের গোষ্ঠীগত ভাবে রাজনৈতিক দল গঠন করতে হবে। প্রেসার গ্রুপ হিসেবে কাজ করতে হলে তাদেরকে সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন।

- মহিলারা তাদের রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগে যে সব অসুবিধার সম্মুখীন হয় তা দূর করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

- নীতি নির্ধারনে মেয়েদের সংশ্লিষ্ট করার জন্য ক্যাবিনেট পদসহ মন্ত্রনালয় ও অধিদপ্তর সমূহে অধিক সংখ্যায় নিয়োগ দানের ব্যবস্থা করা।

- জাতীয় সংসদের সাধারন আসন নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দলীয় পর্যায়ে মনোনয়ন কোটা নির্ধারন করতে হবে।

- পারিবারিক উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে নারী পুরুষ বৈষম্য দূর ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আইন গত ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

- রক্ষনশীলতা নারীর রাজনৈতিক প্রতিবন্ধক। গতিশীল সমাজে এই প্রতিবন্ধকতা ক্রমশ দূর হচ্ছে। রক্ষনশীল মনোভাবের কারনে রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশ গ্রহন যথেষ্ট পরিমানে বৃদ্ধি পাচেছ না। তাই নারীকে সনাতন চিন্তা চেতনা ঝেড়ে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা কল্পে জাতীয় উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচীতে অধিক হারে যুক্ত হতে হবে।

- সরকারী পর্যায়ে উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম গুলির সঙ্গে মহিলাদের সম্পৃক্ত করতে হবে।

- কর্মের সুযোগ এবং সম্পদের অংশীদারিত্বের সুযোগ দিলে মহিলারা তাদের ভোটাধিকার সঠিকভাবে ব্যবহার করার সুযোগ পাবে।

- নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে নারীরা পুরুষদের সঙ্গে এক সহযোগিতামূলক পরিবেশে সমাজে নিজেদের অধিকার কায়েমের জন্য নিজেরাই নিজেদের সুসংগঠিত করতে পারে।

- মহিলাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ও উৎসাহ বৃদ্ধি করতে হবে। উদ্রোগ গ্রহন ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গনসংযোগ মাধ্যমগুলিকে কাজে লাগাতে হবে। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনয়নে গন মাধ্যম গুলিকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

- নারীকে সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ে নিয়োগ দান করে নেতৃত্ব মূলক ভূমিকায় অধিষ্ঠিত করা প্রয়োজন যাতে অন্যরা উৎসাহিত হয়।

- মন্ত্রি পরিষদে মহিলা মন্ত্রি নিয়োগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

- নারীদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন করে তা কার্যকর করার জন্য দুজন নেত্রীর এগিয়ে আসতে হবে।

- ক্ষতায়নের শীর্ষে অবস্থানকারী দু'জন নেত্রীকে নারী সমাজের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহনে এগিয়ে আসতে হবে।

- সকল নারীর রাজনীতিতে অংশ গ্রহনের প্রতিবন্ধকতা হ্রাস করতে হবে। যেমন দলীয় মর্যাদা তৈরী করা দলের অভ্যন্তরে নেট ওয়ার্ক , পারিবারিক সমর্থন, তথ্যে প্রবেশাধিকার ইত্যাদির ভিত্তিতে।

- নারীর প্রতি সহিংসতা দূর করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

আবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, সময়ের প্রয়োজনে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব বিষয়টি গবেষণায় স্থান পেয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নে রাজনৈতিক দিকটি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জিত হলেই নারীর সামাজিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা আইনগত মুক্তি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহণ, নেতৃত্বের শীর্ষে আরোহন এবং অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরণের সীমাবদ্ধতা তৈরী হয়। এই সীমাবদ্ধতাকে সংগী করে বাংলাদেশে রাজনীতিতে খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্র ব্যবস্থার শীর্ষে এসেছেন।

নেতৃত্ব প্রত্যয়টি প্রাচীন কাল থেকেই স্বীকৃত সত্য। সমাজ ক্রমবিকাশের সাথে সাথে নেতৃত্বের ধরণ ভিন্ন হয়েছে কিন্তু মানুষ সব সময় সব জায়গায় নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে এবং বলা যায় নেতৃত্বের সূত্রপাত হয়েছে পরিবার থেকেই। আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজে মা-ই ছিলেন পরিবারের প্রধান। পরবর্তীকালে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের রুপান্তরে নেতৃত্ব চলে যায় পিতার হাতে। অর্থাৎ পুরুষের হাতে। বিভিন্ন ধরনের নেতৃত্ব সমাজ, রাষ্ট্র কাঠামোতে অর্ন্তভূক্ত হয়ে কাজ করে যায়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি জনগণের দাবী, আকাংখা বেশী থাকে, কেননা জনগন যা কিছু পাওয়ার তা রাষ্ট্রেই প্রদান করে, ফলে সঠিক এবং সু গুনাবলী সম্পন্ন নেতৃত্ব জনগনের সার্বিক প্রয়োজন মেটানোর প্রচেষ্টা চালায়। বর্তমান বিশ্বে নারী ক্ষমতায়ন ও নারী নেতৃত্ব বহুল আলোচিত বিষয়। রাজনীতিতে নারীর আগমন ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে দেখা যায় ভারত বর্ষের নারীরা আন্দোলনে, অধিকার আদায়ে এবং নেতৃত্বে অনেক দূর এগিয়েছে। নারীকে সব সময় প্রান্তিক অবস্থান স্বীকার করে নিয়ে এগুতে হয়েছে। বর্তমান বিশ্বজুরে ক্ষমতায়নে নারীর যে অবস্থান তাতে এশিয়ার দেশগুলো অনেকটা এগিয়ে । বাংলাদেশের যত পুরুষ প্রাধান্যশীল এবং সমস্যা সংকুল রাষ্ট্রে ক্ষমতায়নের শীর্ষে নারী বেমানান মনে হলেও এটা বাস্তব সত্য। এবং এই নারী নেত্রী দ্বয় নিজেদের স্ব-স্ব যোগ্যতা প্রমান করে সব মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে জন রোষানল প্রকাশ পায়নি অথবা তাদের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার অভিযোগ উঠেনি।

এ গবেষণায় রাজনীতিতে নারীর আগমন ঐতিহাসিক বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দেখা গেছে অবরোধে বসবাস করেও নারী সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকার আদায়ে বিভিন্ন আন্দোলনে শরিক হয়েছে। নারীকে যে কোন অধিকার আদায় করতে আন্দোলনে যেতে হয়েছে যেখানে পুরুষ সে সমস্ত অধিকার সহজ স্বাভাবিকভাবে পেয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান নারী পুরুষের সম অধিকারের কথা বললেও সংবিধান প্রণয়নের ৩০ বছরেও কোন ক্ষেত্রেই সমতা আনয়ন সম্ভব হয়নি। কারণ সর্বক্ষেত্রে পুরুষ পরিবেষ্টিত থেকে দুজন নারী নেত্রী, নারী, ইস্যুতে তেমন কোন কাজ করতে সক্ষম হয়নি, বরং নারী ইস্যুগুলোকে প্রান্তিক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এ থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ ক্ষমতায়নের সকল ক্ষেত্রে ব্যাপকহারে নারীর আগমন। তবে আশার কথা খুব ব্যাপকহারে না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা আশার আলো দেখা যাচ্ছে। যেমনঃ প্রশাসনের উচ্চস্তরে নারীর অর্ন্তভূক্তি, সামরিক বাহিনীতে নারীর আগমন, সন্তানের অভিভাবকত্ব অর্জন, এবং ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষরিত মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নারী সদস্র নেয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা নারীকে ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্বের পথ দেখাবে।

লক্ষ্যনীয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তীতে সবচেয়ে বেশী সময় নারী নেতৃত্বাধীনে থাকা সত্ত্বেও সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক প্রতিটি পর্যায়ে নারীর অবস্থান প্রান্তিক এবং বৈষম্যপূর্ণ। লিঙ্গীয় এই বৈষম্য অতিক্রম করে, সামাজিক কুসংস্কার দূর করে,

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক মুক্তি এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করা নারীর জন্য দুরুহ। নেতৃত্ব লাভ কারী দুজন নারী যদিও উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতার শীর্ষ স্থানে এসেছে তবু বলা যায় তারা তাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমেই জনগনের গ্রহনযোগ্যতা অর্জন করেছে। নেতৃত্বের গুণাবলীতে তাদেরকে নারী বলে কখনও ছোট করে দেখা হয়নি। অথবা এমন কোন অভিযোগও আসেনি যে তারা কোন একটি কাজে শুধুমাত্র নারী বলেই ব্যর্থ হয়েছে। যা কিছু ব্যর্থতা তা নেতৃত্বে, নারী বলে নয়।

বাংলাদেশে রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব, তাদের ক্ষমতা, অবস্থান তুলে ধরতে গিয়ে দেখা যায় রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনী ইশতিহারে নারী বিষয়ক তেমন উল্লেখ রাখেনা, যদিও কোন কোন দল তাদের মূলনীতি ও নির্বাচনী ইশতিহারে কিছুটা সুযোগ সুবিধা দেবার অংগিকার করে কিন্তু সেটা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে, ছাত্র রাজনীতিতে নারীদের অবস্থান দুর্বল। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সংরক্ষিত মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহনে ক্ষমতা কাঠামোয় নারীকে অনেকটা এগিয়ে আনলেও জাতীয় সংসদ, মন্ত্রীপরিষদে নারীর অবস্থান হতাশাব্যঞ্জক। তবে এত হতাশা ব্যঞ্জক অবস্থান থাকা সত্ত্বেও সরকার ব্যবস্থার শীর্ষ পর্যায়ে খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনার অন্তর্ভূক্তি এবং যথেষ্ট গ্রহন যোগ্যতা নিয়ে ক্ষমতায় থাকা বাংলাদেশ রাষ্ট্রে তো বটেই সারা বিশ্বে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা দুজনের জন্যই দলের প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হওয়াটা যত সহজ ছিল, ক্ষমতার শীর্ষে পৌছাবার পথ ছিলতার চেয়ে অনেক দূরহ । খালেদা জিয়াকে প্রধান মন্ত্রী হতে দীর্ঘ নয় বছর এবং শেখ হাসিনাকে দীর্ঘ ১৮ বছর সংগ্রাম করতে হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে সম্পুর্ন পুরুষ প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলকে যেখানে সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক তিন্নমত ও আদর্শের সংমিশ্রন রয়েছে তাদের সংঘবদ্ধ ও আন্দোলন মুখী করে চুড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছান অবশ্যই বলিষ্ঠ ও সুষ্ঠু নেতৃত্বের পরিচায় ক।

খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থেকে নারী বিষয়ক দাবিগুলোকে পূরণ করতে সক্ষম না হলেও মোট জনসংখ্যার অর্ধেক মানব সম্পদ অর্থ্যাৎ নারীরা তাদের দাবীগুলো পূর্বের পুরুষ সরকার প্রধানদের তুলনায় অনেক বেশী পেশ করেছে। খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনার সরকার নারী বিষয়ে বেশ কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছেন যা কিছুটা হলেও নারী অধিকার নিশ্চিত করে।

নারী নেতৃত্বে আসার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা, শিক্ষা, কুসংস্কারমুক্ত সামাজিক পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারনতঃ সামাজিক কাঠামো ও রাজনৈতিক পরিবেশ বিশ্ব ব্যাপী নারীকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখে। ফলে বিশ্বের যে কয়টি দেশে রাজনৈতিক নেতৃত্বের শীর্ষে নারী রয়েছে তার সিংহ ভাগই উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা প্রাপ্ত। এর প্রধানতম একটি কারণ হল নারী সব ক্ষেত্রেই প্রান্তিক। যে কোন কিছু পেতে হলেই প্রয়োজন পুরুষের সক্রিয় সহযোগিতা। রাষ্ট্রের সার্বি ক উন্নয়নের লক্ষ্যে পুরুষের পাশাপাশি স্থান তৈরী করার জন্য নারী -পুরুষ সমতা আনয়ন প্রয়োজন, এবং সেটা কেবল কাগজে কলমে নয়, বাস্তবিক অর্থেই। মোট জনসংখ্যার অর্ধেক মানব সম্পদকে বাদ দিয়ে কোন লক্ষ্যই পূরণ করা সম্ভব হবে না। তাই সার্বিক সহযোগিতা, অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা, নারী শিক্ষা প্রসার, প্রশাসনের সকল স্তরে নারীর অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় ব্যাপকহারে নারী অংশ গ্রহন করতে পারবে এবং এর মাধ্যমে নারী সমাজের নিজস্ব দাবী পূরণ হবে বলে আশা

Dhaka University Institutional Repository

করা যায় এবং একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও ভূমিকা স্থির করা সম্ভব হবে।

নারীকে যেভাবেই মূল্যায়ন করা হোক না কেন, নারী তার নিজ যোগ্যতায় নেতৃত্বের শীর্ষে আরোহর করেছে। একটি সুখী সমৃদ্ধ রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তোলার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকলেও নারী অধিকার নিশ্চিত করা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহানুভূতি, শিক্ষা, সার্বিকভাবে নারী পুরুষের সমতা, নারীকে নারী হিসেবে না দেখে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে ক্ষমতা কাঠামোর শীর্ষ পর্যায়ে স্থান লাভ করা সম্ভব হবে। এতে উত্তরাধিকারের যে অভিযোগ উঠে তা কমে যাবে যদিও রাজনীতিতে অনেক পুরুষ নেতৃত্বের আবির্ভাব উত্তরাধিকার সূত্রে হয়েছে। এখানে মূল্যায়ন করতে হবে একজন শীর্ষ পর্যায়ের নেতা হিসেবে তাদের সফলতা- ব্যর্থতা এবং সেটা পুরুষের সংগে তুলনা করে । সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করে বলা যায়, বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব মোটেও ব্যর্থ নয়। বরং তারা জনপ্রিয়তার তুংগে অবস্থান করে রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেছে এবং আসবে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

বাংলাদেশ রাষ্ট্রে পরপর দুইজন নারী দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় জনগনের মনে খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার মধ্যে একটি তুলনা করার প্রবনতা থাকা স্বাভাবিক। বাংলাদেশের দুজন প্রধানমন্ত্রীই এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্র প্রধানের মত পারিবারিক উত্তারাধিকার সূত্রে রাজনীতিতে প্রবেশ ও দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহন করেন। খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা দুজনের জন্যই দলের প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হওয়াটা যত সহজ ছিল, ক্ষমতার শীর্ষে পৌছাবার পথ ছিলতার চেয়ে অনেক দূরহ । খালেদা জিয়াকে প্রধান মন্ত্রী হতে দীর্ঘ নয় বছর এবং শেখ হাসিনাকে দীর্ঘ ১৮ বছর সংগ্রাম করতে হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে সম্পুর্ন পুরুষ প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলকে যেখানে সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক ভিন্নমত ও আদর্শের সংমিশ্রন রয়েছে তাদের সংঘবদ্ধ ও আন্দোলন মুখী করে চাড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছান অবশ্যই বলিষ্ঠ ও সুষ্ঠু নেতৃত্বের পরিচায়ক। এক্ষেত্রে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া দু জনকেই উত্তরাধিকার সূত্রে নেত্রী বলে খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নেই। একটি অনুন্নত সমস্যা সংকুল ও পুরুষ প্রধান দেশের যেখানে সাধারন মানুষ ভাগ্যোন্নয়নের আশায় প্রতিনিয়ত বিকল্পের সন্ধান করছে সেখানে এক নাগারে নেতৃত্বে টিকে থাকা অসীম বিচক্ষনতা সাংগঠনিক দক্ষতা ও দুর দর্শিতার পরিচায়ক । মুসলিম প্রধান দেশে নারী সরকার প্রধান হয়েও তারা কেউ রক্ষনশীলতার শিকার হয়নি এবং সাধারন জনগনের কাছে তাদের গ্রহন যোগ্যতা একটি বিরাট অর্জন।

বিষয়ক/কর্মসূচি	খলেদা জিয়া সরকারের আমল(১৯৯১-১৯৯৬)	শেখ হাসিনা সরকারের আমল(১৯৯৬-২০০১)
শান্তি চুক্তি	প্রায় দুযুগ ধরে দেশের১/১০ অংশ এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রামে হিংসা ও হানাহানি বন্ধে শুধু ব্যর্থ আলোচনা হয়েছে।	সংবিধানের আওতায় সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রীয় অখন্ডতার প্রতি পুর্ন ও অবিচল আস্থা রেখে ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ শান্তিচুক্তি স্বক্ষরিত হয়।
পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির সুবাতাস	রক্তক্ষয়ী ও আত্মঘাতী সংঘর্ষ বৃদ্ধি পাচ্ছিল	১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮ শান্তি বাহিনীর অস্ত্র সমর্পন শুরু হয়

Dhaka University Institutional Repository

		এবং কয়েক দফায় তা শেষ হয়। চাকমা শরনাথীরা দেশে ফিরে আসে। গৃহীত হয় ২০০কোটি টাকার উন্নয়ন কর্মসূচি।
ঐতিহাসিক পানি বন্টন চুক্তি	বাংলাদেশ গঙ্গানদীর পানি প্রবাহের নায্য হিস্রা থেকে বঞ্চিত ছিল। যৌথ নদী কমিশন নিক্রিয় ছিল।	১২ডিসেম্বর ১৯৯৬ দিল্লীতে ত্রিশ বছর মেয়াদী ঐতিহাসিক পানি বন্টন চুক্তি স্বক্ষরিত হয়। ১৯৯৭ সালের ১ জানুয়ারী পানি বন্টন কার্যক্রম শুরু হয়। যৌথ নদী কমিশন পুনরুজ্জীবিত হয়।
বঙ্গবন্ধু সেতু চালু	নির্মান কাজে বাস্তব অগ্রগতি ছিল মন্থর।	প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩ জুন, ১৯৯৮, ৩৭০০ কোটি টাকা ব্যয়ে যমুনা নদীর ওপর ৪.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ১৮৫ মিটার প্রস্থ বঙ্গবন্ধু সেতুর উদ্ধোধন করেন। রেল সংযোগের কাজ এগিয়ে চলছে।
ইউনেস্কো শান্তি পুরষ্কার প্রাপ্তি	কোন অর্জন ছিলনা।	শান্তিচুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে শান্তি স্থাপন এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদানের জন্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউনোস্কো শান্তি পুরুস্কারে ভুষিত হয়েছেন।
বাংলাভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি	কোন অর্জন ছিলনা ।	বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মহান একুশে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের

Dhaka University Institutional Repository

		মর্যাদৃ লাভ করেছে।
প্রধান মন্ত্রী সেরেস পদক প্রাপ্তি	এ রকম কোন অর্জন ছিলনা।	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিও সকল শ্রেনীর মানুষের জন্য খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চত করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ১৯৯৯সালে ফাও-এর সেরেস স্বর্ণপদক দেয়াহয়েছে।
আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা পুরুস্কার প্রাপ্তি	এ রকম কোন অর্জন ছিল না।	নিরক্ষরতা মুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার স্বীকৃতি স্বরুপ বাংলাদেশ ইউনেস্কো-এর আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা পুরুস্কার লাভ করেছে।
বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র নির্মাণ	কোন অর্জন ছিলনা	আগামী বছর ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য ন্যাম সম্মেলনে
		ব্যবহারের জন্যে ঢাকায় ১৭৫ কোটি ৫১ লাখ টাকা ব্যয়ে বঙ্গবন্ধু আর্ন্তজাতিক সম্মেলন কেন্দ্র নির্মান করা হচ্ছে।
স্বধীনতা স্তম্ভ নিমার্ণ	কোন অর্জন ছিল না।	ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ৮১ কোটি ২৭ লাখ টাকা ব্যয়ে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মিত হয়েছে।
ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল ও বঙ্গবন্ধুর খুনীদের বিচার শুরু	কোন অর্জন ছিল না।	জাতীয় সংসদে কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল বিল পাস হয়েছে। শুরু হয়েছে বঙ্গবন্ধুর খুনীদের বিচার প্রক্রিয়া।
দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি	১৫৩৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছিল॥	২৯০৮১ কোটি ৪৭ লাখ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন কর্মসূচিবাস্তবায়িত হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

বয়স্ক ভাতা কর্মসূচী	কোন কর্মসূচী ছিলনা।	প্রতি বছর ৫০ কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। ১৯৯৬-৯৭ সাল থেকে ৪১৩১৯০ জন প্রতিমাসে ১০০ টাকা হারে বয়স্ক ভাতা পাচ্ছেন।
গৃহায়ন তহবিল	কোন কর্মসূচী ছিলনা।	প্রকল্প ব্যয় ৯৮ কোটি টাকা। ৩৩০৫০ টি গৃহ নির্মিত হয়েছে। ১৬৫০০০ জনের গৃহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
দুঃস্থ মহিলা ভাতা কর্মসূচি	কোন কর্মসূচী ছিল না।	১৯৯৮ সাল হতে প্রতিবছর ২৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ২০০০০০ জন দুঃস্থ মহিলা ভাতা পাচ্ছেন।
খাস জমি বিতরন কর্মসূচী	কোন কর্মসূচী ছিলনা	১৩৬৫১২ টি পরিবার ৭৩ হাজার একর খাস জমি পেয়েছে।
আশ্রায়ণ প্রকল্প	কোন কর্মসূচী ছিলনা	মোট ব্যয় হবে ৩০০ কোটি টাকা। পাঁচ বছরে ৫০,০০০ পরিবার আশ্রায় পাবে। ২৯ হাজার পরিবার আশ্রয় পেয়েছে।
আদর্শ গ্রাম প্রকল্প	পুর্নর্বাসনের কোন ব্যবস্থা ছিল না।	১৮,০০০টি পরিবার আদর্শ গ্রাম প্রকল্পে পুনর্বাসিত হয়েছে।
অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক ভাতা দান কর্মসূচী	কোন ভাতার ব্যবস্থা ছিলনা। কোন কোটা ছিল না।	প্রত্যেক অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাকে ৩০০ টাকা হারে আজীবন মাসিক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।
শান্তি নিবাস স্থাপন	কোন কর্মসূচী ছিলনা	১৩ কোটি ৫৪ লাখ টাকা ব্যয়ে ৬টি বিভাগে ৬টি শান্তি নিবাস তৈরী হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

ঘরে ফেরা কর্মসূচী	কোন কর্মসূচী ছিলনা	৪ কোটি ২২লাখ টাকা ব্যয়ে ২৪০০ পরিবারকে পুনর্বসিত করা হয়েছে।
একটি বাড়ী একটি খামার	কোন কর্মসূচী ছিলনা	মোট প্রকল্প ব্যয় ১৪১ কোটি টাকা। ২০০৫ সাল নাগাদ ১০ লাখ মানুষ উপকৃত হবেন।
কর্মসংস্থান ব্যাংক	কোন কর্মসূচী ছিলনা	১২০০০ যুবক ও যুব মহিলাকে ৪০ কোটি টাকার ঋন দেয়া হয়েছে। গড় ঋণের পরিমান ৩৩ হাজার টাকা।
দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাদ্য বিতরন ভিজিডি, ভিজিএফ,	৮ লাখ ৩৩ হাজার মে,টন	১২ লাখ ২৭ হাজার মে.টন(৩.৯৪লাখ মেঃটন বেশী)
ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচী	কোন কর্মসূচী ছিলনা	১৪ টি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ৩৪৪৫ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাং সমুহ ৭০০৫ কোটি টাকা বিতরন করেছে।
বেসরকারী খাতে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী	কোন কর্মসূচী ছিলনা	বেসরকারী সংস্থাসমূহ ১ কোটি ২ লাখ মানুষকে ১০,৯০০ কোটি টাকার ঋন দিয়েছে।
খাদ্যশস্য উৎপাদন	১কোটি ৯১লাখ মেট্রিক টন(২.৮%)	২ কোটি ৭৫লাখ মে.ট
কৃষি ঋণ বিতরণ	১১৯৫ কোটি টাকা	২৩৯৫ কোটি টাকা(১২০০কোটি টাকা বেশী)
খাদ্যশস্য সংগ্রহ	২ লখ ৪০ হাজার টন	১০ লাখ ৪৭ হাজার মেট্রিক টন।

Dhaka University Institutional Repository

মাছের উৎপাদন	১২লাখ ৫৮ হাজার টন	১৭ লাখ ৬৩ হাজার টন(১৯৯৯-২০০০)
পশু সম্পদ খাতের বৃদ্ধি	৫.৯%	৭.৫%(সাময়িক)
বনজ সম্পদ উৎপাদন	৩০৮৪কোটি টাকা	৩৮৮৭ কোটি টাকা(সাময়িক)
শাক সবজি উৎপাদন	২৩৯৯২ কোটি টাকা	২৯৯৫০ কোটি টাকা(সময়িক)
খাস জমি বিতরন কর্মসূচি	কোন কর্মসূচী ছিলনা	১৩৬৫১২ টি পরিবার ৭৩ হাজার একর খাস জমি পেয়েছে।
সার বিতরণে ভর্তুকি	কোন ভর্তুকি দেয়া হয়নি	৫১১ কোটি টাকা ভর্তুকি দেয়া হয়েছে।
খাদ্যশস্য পরিস্থিতি	প্রতিবছরই ঘাটতি ছিল।	২১ লাখ ৫৩ হাজার টন উদ্বৃত্ত।

সূত্রঃ দৈনিক ইত্তেফাক ২৩ জুন/২০০১

পরিশিষ্ট-২

বিনিয়োগ আহরনের ক্ষেত্রে খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার শাসনামল পর্যালোচনা করা যায় নিম্নে বর্নিত তথ্যে, স্বৈরাচার সরকারের পতনের পর অর্থাৎ ৯০ দশকের শুরু থেকেই দেশে স্থানীয় ও বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়। কারন ঔ সময় থেকেই আমাদের দেশ দীর্ঘদিনের সাময়িক স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে গনতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করে। এর কিছু দিন পূর্বের সরকারের স্বৈরশাসনের ফলে দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্থ হয়ে পড়েছিল। এদিকে ৮০ এর দশকের শেষভাগে এ সে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার পতন হলে ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশ গুলোতেও তার প্রভাব পড়ে। ফলে ঐসব দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পেলে ইউরোপের বিনিয়োগকারীরা দক্ষিন এশিয়ার দিকে সরে আসতে থাকে। এ প্রসঙ্গে Organisation of Economic Co-Oparation and Development (OECD)-এর একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। OECD তাদের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছিল যে, পৃথিবীর উৎপাদন শক্তির ভরকেন্দ্র দ্রুত এশিয়ার দিকে সরে আসছে। এতে আরো উল্লেখ করা হয় যে, ১৯৯০ সালে বিশ্বের মোট উৎপাদনের ২৫ শতাংশ বা এক-চতুর্থাংশ সম্পাদিত হয় এশিয়ার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দেবে দক্ষিন এশিয়া। OECD এর এই মন্তব্যকে

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ বিবেচনায় রেখেই পশ্চিমা দেশ গুলো তাদের বর্হিদেশীয় বিনিয়োগ নীতি প্রনয়ন করে। এ কারনেই সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশ তথা দক্ষিন এশিয়া বিনিয়োগকারীদের চারন ভূমিতে পরিনত হয়েছে।

সারনী-১ঃ

১৯৯১-৯২থেকে ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছর পর্যন্ত

মোট প্রকল্প	মোট বিনিয়োগ (কোটি টাকায়)	বিনিয়োগ (কোটিডলার)	বিদেশী প্রকল্প	বিনিয়োগ (কোটি টাকা)	বিনিয়োগ (কোটি ডলার)	কর্মসংস্থান
৪১৮০টি	২৩৪৭৮.৩০	৫৭৮.৩০	৪২৪টি	১২৭০৯.৫০	৩১২.৮০	৫৬৭৭২০জন

সুত্রঃ দৈনিক ইত্তেফাক

সারনী-২ঃ

১৯৯৬-৯৭ থেকে ২০০০-২০০১ অর্থবছর পর্যন্ত।

মোট প্রকল্প	মোট বিনিয়োগ (কোটি টাকায়)	বিনিয়োগ (কোটি ডলার)	বিদেশী প্রকল্প	বিনিয়োগ (কোটি টাকা)	বিনিয়োগ (কোটি ডলার)	কর্মসংস্থান
৮১০০টি	৭৬৫৬৬.৩০	১৫৯৮.২০	৬৫৪টি	৪৬৬৫২.৭০	৯৮১.০০	১৩৩১৪৩ ৫জন

সুত্রঃ দৈনিক ইত্তেফাক

উপরের তুলনা মূলক চিত্র হতে দেখা যায় ১৯৯১-৯৬ পর্যন্ত খালেদা জিয়ার সরকারের তুলনায় ১৯৯৬-২০০১ পর্যন্ত শেখ হাসিনার সরকারের সময়ে বিনিয়োগের সর্বক্ষেত্রেই সাফল্য অর্জিত হয়েছে কিন্তু যে সব প্রকল্প নির্ধারিত হয়েছে তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তেমন একটা অগ্রগতি সাধিত হয়নি। প্রকল্প নিবন্ধনের চেয়ে নিবন্ধিত প্রকল্পের বাস্তবায়নই বেশী জরুরী। আমরা যদি অনুসন্ধান করি তা হলে দেখবো, রাজনৈতিক অনৈক্য এবং অস্থিতিশীলতাই হচ্ছে বিনিয়োগের প্রধান বধা, তাই রাজনীতিবিদদের ঐক্যমত প্রকাশ করতে হবে যাতে অর্থনীতি ক্ষতি গ্রস্থ না হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩

নিম্ন কয়েকটি সারনীতে বাংলাদেশের সর্বক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যের চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠে ঃ

সারণী- ৫.৫ঃ

শিক্ষার লিঙ্গভিত্তিক অসামাঞ্জস্যতা, হিসাব শতাংশে

	পুরুষ	মহিলা
শিক্ষিতের হার(১৫বছর)বিদ্যালয়ে ভর্তির হার	৪৫.৫	২৪.২
প্রাথমিক	৭৭.৭	৬১.৪
মাধ্যমিক	৩২.০	১৫.০
মাধ্যমিক উত্তর ঝড়ে পড়ার হার	১২.২	২.৩
প্রাথমিক	৫৮.৩	৫৪.৩
মাধ্যমিক	৫৭.৬	৬৫.৮
শিক্ষকের হার প্রাথমিক	৮০.০	২০.
মাধ্যমিক	৮৮.৭	১১.৩
মাধ্যমিক উত্তর	৮৭.৪	১২.৬
শিক্ষা খাতে মাসিক ব্যয়	১১.৪	
মোট পরিমান (টাকা)	২৫.৩	৩১.০০
শতকরা হার	৬৯.০০	

উৎসঃ বিবি এসঃ উইমেন এন্ড মেন ইন বাংলাদেশ, ফ্যাক্টস এন্ড ফিগারস, ইউনিসেফ (১৯৯২) সিচুয়েশন অ্যানালিসিম অব চিলড্রেন অ্যান্ড উইমেন ইন বাংলাদেশ, ১৯৯২

সারণী-৫.৬ঃ

জাতীয়ভাবে নিরক্ষরতার ক্ষেত্রে নারী চিত্র ১৯৮১(হাজারে)

বয়স	মোট জনসংখ্য	মোট নিরক্ষর জনসংখ্যা	শতকরা হার	মোট নারী জনসংখ্যা	নিরক্ষর নারী	শতকরা হার
১০+	৫৮১৬৯	৪১৬৩৯	৭১.৬	২৭৮৮১	২২৫৯২	৮১.০০
১০-১৪	১১৬৪৬	৮৭১৫	৭৪.৮	৫৪২৮	৪১৭০	৭৬.৯
১৫-১৯	৮১৪৭	৫২৩৩	৬৪.২	৪০১৭	২৮৫৭	৭১.১
২০-২৪	৬৭৪০	৪৩৭২	৬৪.৫	৩৫৩৫	২৬৪৫	৭৪.৮
২৫-২৯	৬৪২১	৪২৭৮	৬৬.৬	৩১৭৯	২৪৯৭	৭৮.৫
৩০-৩৪	৪৯৬৩	৩৫১৮	৭০.৯	২৪৭১	২০৫৪	৮৩.১

Dhaka University Institutional Repository

৩৫-৩৯	৪৪৩৯	৩২০৮	৭২.৩	২০৮১	১৭৭৫	৮৫.৩
৪০-৪৪	৩৬৯৪	২৮১২	৭৬.১	১৭৭৪	১৫৭৫	৮৮.৮
৪৫-৪৯	২৮৬২	২১৪৫	৪৯.৯	১২৭৭	১১৪২	৮৯.২
৫০-৫৪	২৬৯০	২১৩২	৭৯.২	১২৭৩	১১৭৭	৯২.৫

উৎস ঃ স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ারবুক অফ বাংলাদেশ, ১৯৯৪ ।

সারনী-৫.৭ঃ

শ্রম ও জনশক্তির সূচক সমূহ

বৈশিষ্ট্য	এল, এফ, এস ১৯৮৫-৮৬	এল, এফ, এস ১৯৮৯	এল, এফ, এস ১৯৯০
১) মোট বেসামরিক শ্রমশক্তি(মিলিয়ন)			
পুরুষ	২৭.৭	২৯.৭	৩১.১
মহিলা	৩.২	২১.০	২০.০
মোট	৩০.৯	৫০.৭	৫১.২
২) সক্রিয় বেসামরিক শ্রমশক্তি(মিলিয়ন)	২৭.৪	২৯.৪	৩০.৫
পুরুষ	৩.১	২০.৭	১৯.৭
মহিলা মোট	৩০.৫	৫০.১	৫০.২
৩) বেকার জনসংখ্যা (মিলিয়ন)			
পুরুষ	০.৩	০.৪	০.৬
মহিলা	০.১	০.২	০.৪
মোট	০.৪	০.৬	১.০
৪) অন্যান্য শ্রমশক্তি-			
গৃহকর্ম	২৫.০	২০.১	২১.২
অন্যান্য(সক্রিয় না)	১৩.৪		
শিশু(০-৯বছর)	৩১.৪	৩৭.৩	৩৬.০
৫) অপরিশোধিত কর্মহার(শতকরা)			
পুরুষ	৫৩.৬	৫১.১	৫৫.৮
মহিলা	৬.৪	৪০.২	৩৮.২
মোট	৩০.৩	৪৬.৯	৪৭.২
৬) শ্রমশক্তির অংশগ্রহন(পরিশোধিত অংশগ্রহনের হার)			
পুরুষ	৮১.৪	৮১.০	৮২.৭
মহিলা	৯.৯	৬১.৬	৫৭.৮

Dhaka University Institutional Repository

মোট	৪৫.৬	৭১.৬	৭০.৭
৭)বেকারত্বের হার(ছদ্ম বেকারত্ব বাদে)			
পুরুষ	০.৮	১.৩	১.৯
মহিলা	৩.২	১.১	১.৯
মোট	১.১	১.২	১.৯
৭) নারী শ্রমশক্তি(মিলিয়ন)	৩.২	২১.০	২০.১
বেসামরিক শ্রম শক্তির শতকরা হারঃ	১০.৪	৪১.৪	৩৯.২

উৎসঃ স্ট্যাটিসটিক্যাল পকেট বুক অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩ বি,বি,এস।

সারনী-৫.৮ঃ

বাংলাদেশে মানব উন্নয়নে নারী-পুরুষ বৈষম্য

বিষয়	নারী	পুরুষ
জন্মকালে প্রত্যাশিত আয়ু(বছর ১৯৯২)	৫৫.৯	৫৬.৮
বয়স্ক স্বক্ষরতার হার(%১৯৯১)	১৮.৬	৪৪.৩
ভর্তির হার(%১৯৯১)		
প্রাইমারী	৬১.৪	৭৭.৭
মাধ্যমিক	১৫.০০	৩২.০০
মাধ্যমিকোত্তর	১২.২	২২.৩

উৎসঃ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, ১৯৯৪ ইউ এন ডি পি(UNDP)

সারণী-৫.৯ঃ

বাংলাদেশে প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে মহিলাদের অংশ গ্রহন ও শতকরা হার

পদবী	পুরুষ	মহিলা	সর্বমোট	মহিলা, শতকরা হার
সচিব	৪৮	০১	৪৯	২
অতিরিক্ত সচিব	৬০	০২	৬২	৩.৩৩
যুগ্ন সচিব	২৪৫	০৩	২৪৮	১.২৫
উপ-সচিব	৬৪২	৬	৬৪৮	১.৫
সর্বমোট	৮৫১	১০	৮৬১	১.২

উৎসঃ ডঃ নাজমা চৌধুরী ১৯৯৬ এবং সংস্থাপন মন্ত্রনালয় ১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৫.১০ ঃ

নারী ও পুরুষের লিঙ্গ ভিত্তিক তুলনামূলক পেশাগত অবস্থান

পেশার বর্ননা	কাজের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি(হাজারে)		
	মোট	পুরুষ	মহিলা
টেকনিক্যাল কাজের সঙ্গে সর্ম্পকিত পেশাসমূহ মেডিক্যাল ডেন্টাল এবং পশু চিকিৎসা সমন্ধীয় কাজের সঙ্গে জড়িত	১৪৬৯ ২৪৯	১১২৯ ২২৭	২৪০ ২১
পরিসংখ্যানবিদ, গণিতশাস্ত্রবিদ, সিষ্টেম এনালিষ্ট অর্থনীতিবিদ শিক্ষকতা	৭ ১২ ৫৩৬	২ ১১ ৪৬২	৫ ১ ৭৫
প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, অফিসয়াল কাজ বুক-কিপারস, ক্যাশিয়ার এবং এই সর্ম্পকীত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ	২৯৪ ৬১	২৭৮ ৫২	১৬ ৯
পরিবহন, যোগাযোগ, কন্ট্রাক্টর মেইডস এবং গৃহ-সংরক্ষন মূলক কাজ প্রতিরক্ষা মূলক সেবাধর্মী কাজ	২১৮ ৮৪৬ ২০২	২১৮ ২২৩ ১৯৬	০ ৬২৩ ৬
কৃষি	৩৭০০৬	১৮২৫১	১৮৭৫৫
কৃষক	৩০৯৬৫	১২৫১৫	১৮৪৫০
লেখক, সাংবাদিকতা এবং তৎসম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট কাজ	৭	৭	০
মেশিনারী ও গ্যাস ফিটার্স	২২০	২১৮	২
ইলেকট্রিক ও গ্যাস সম্পর্কিত কাজ	৯২	৫৮	৩৪

উৎসঃ লেবার ফোর্স সার্ভে ১৯৯৫-৯৬, বিবিএস।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৫.১১ঃ

১৭ টি মন্ত্রনালয় এবং রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে ১ম শ্রেনীর কর্মকর্তা পদের পরিসংখ্যান-১৯৮৯।

মন্ত্রনালয়ের নাম	মহিলা কর্মকর্তা	পুরুষ কর্মকর্তা
কৃষি মন্ত্রনালয়	৫ জন	৪৫ জন
বানিজ্য মন্ত্রনালয়	৪ জন	৪৩ জন
শিক্ষা মন্ত্রনালয়	৮ জন	৫৮ জন
সংস্থাপন মন্ত্রনালয়	৫ জন	৯১ জন
অর্থ মন্ত্রনালয়	৫ জন	৯১ জন
মৎস ও পশু সম্পদ মন্ত্রনালয়	১ জন	৩০ জন
স্ব-রাষ্ট মন্ত্রনালয়	১ জন	৩৫ জন
শ্রম মন্ত্রনালয়	১ জন	৪০ জন
তথ্য মন্ত্রনালয়	২ জন	৫৩ জন
শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রনালয়	৪ জন	২৯ জন
পররাষ্ট মন্ত্রনালয়	৪ জন	৮০ জন
স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন মন্ত্রনালয়	৪ জন	৪৭ জন
পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়	২৮ জন	১০২ জন
রাষ্ট্রপতির সচিবালয়	৭ জন	১৩৫ জন
সমাজ কল্যান মন্ত্রনালয়	১ জন	১০ জন
মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয়	৩ জন	১০ জন

উৎসঃ পাক্ষিক অনন্যা, ১৫ মে ১৯৯৬।

উপরে উল্লেখিত সারনী গুলোতে লিঙ্গ বৈষম্যেই নারীর পশ্চাৎপদতার কারন চিহ্নিত করে। দেখা যাচ্ছে প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকলেও নারীরা সব সময় আন্দোলন করেছে অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে এবং তাদের প্রান্তিক অবস্থান থেকে উত্তরনের চেষ্টা চালিয়েছে। যেমনঃ ১৯৯০ এর গনতান্ত্রিক আন্দোলনের সময় রাজনীতিতে বিশেষ করে নির্বাচনী রাজনীতিতে নারীর প্রান্তিক অবস্থানের গুনগত পরিবর্তন ঘটে। সকল স্তরের নারীরা এখনকি গৃহ বধুরা পর্যন্ত রাজনীতিতে অংশ গ্রহন করে। অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ন হলো, আন্দোলন তিন জোটের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছিল যার মধ্যে দুইটির নেতৃত্বে ছিলেন দুজন নারী নেতা বিএনপি'র খালেদা জিয়া এবং আওয়ামী লীগের শেখ হাসিনা। যদিও উভয় নারীই এসেছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে এই গুনগত অবস্থানের ফলে ১৯৯১ এর সাধারন নির্বাচনে ১৯৮৬ এর দ্বিগুন মোট ৩৬ জন নারী বিভিন্ন আসনে প্রতিদ্বন্দিতা করেছিলেন। নারীদের এই নির্বাচনী অংশ গ্রহন ইতিবাচক ধারা প্রদর্শন করছে।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা যেমন দলীয় মর্যাদার অভাব, দলের অভ্যন্তরে নেট ওয়ার্ক, পারিবারিক সমর্থন, তথ্যে প্রবেশাধিকারের অভাব, মিডিয়া এবং রির্সোসের অভাব সত্ত্বেও নারীরা নির্বাচনী রাজনীতিতে লক্ষ্যনীয় অগ্রগতি সাধন করেছে। বিভিন্ন ধরনের বাঁধা অতিক্রম করে।[৩১]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপুঞ্জিঃ

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপুঞ্জিঃ

- আলতাফ পারভেজ, বাংলাদেশের নারী একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ, জন অধিকার, ঢাকা, ২০০০
- আবুল কাশেম হায়দার সোহেল মাহমুদ, বাংলদেশের উন্নয়নের ইতিহাস নওয়াব সলীমুল্লা থেকে খালেদা জিয়া, প্যানোরমা পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৯৯
- নাজমা চৌধুরী, হামিদা আখতার বেগম, মাহমুদা ইসলাম, নাজমুন্নেসা মাহতাব সম্পাদিত নারী ও রাজনীতি, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা, ১৯৯৪
- মেঘনাগুহ ঠাকুরতা, হাসিনা আহমেদ, সুরাইয়া বেগম সম্পাদিত নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি, সমাজ নিরীক্ষন কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৭
- রিটামেকেলি ও মেরি বুটিলিয়ার, রাজনৈতিক নারীর সমাজ অভ্যুদয়, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১
- বেবী মওদুদ, বাংলাদেশের নারী,আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪
- মালেকা বেগম, নারীর চোখে বিশ্ব, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা , ১৯৯৬
- মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, আমার বাংলাদেশ, সমাজ নীরিক্ষন কেন্দ্র, ঢাকা , ২০০০।
- সায়দিয়া গুলরুখ ও মানস চৌধুরী সম্পাদিত কর্তার সংসার, নারীবাদী রচনা সংকলন রুপান্তর প্রকাশনা, ঢাকা , ২০০০।
- পিটার কাস্টার্স, তেভাগা অভ্যুথানে নারী, গন-সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২
- মালেকা বেগম, নারী মুক্তি আন্দেলন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।
- ফরিদা আখতার সম্পাদিত, মহিলা মুক্তিযোদ্ধা নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা,ঢাকা,১৯৯১
- মোস্তাফা কামাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা/বাংলাদেশের ২৫বছর,কাকলী প্রকাশনী,ঢাকা,১৯৯৭
- শওকত আরা হোসেন, মুক্তিযুদ্ধ ও নারী,আগামী প্রকাশনী,ঢাকা,১৯৯৯
- সংগ্রামে নির্মানে বাংলার নারীর একশ বছর,নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা,ঢাকা,১৯৯৭
- মোজাম্মেল হক, সম্পাদনা রোকেয়া কবীর, বাংলাদেশর রাজনৈতিক সংগ্রামে নারী অতীত ও বর্তমান,বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ,ঢাকা,১৯৯৮
- জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে নারী সমাজের বক্তব্য-বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ,ঢাকা,১৯৯৬
- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন- বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ,ঢাকা,১৯৯৮
- একুশ শতকে অভিযাত্রা, জনগনের সরকারের এক বছর, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
- শেখ হাসিনা, আমরা জনগনের কথা বলতে এসেছি।
- তপন কুমার দে, মক্তিযুদ্ধে নারী সমাজ,নিউ এজ পাবলিকেশন্স,ঢাকা,১৯৯৮
- বেগম মুশতারী শফী, মুক্তিযুদ্ধে চট্রগ্রামের নার।
- মালেকা বেগম, ইলা মিত্র।
- হাসিনা আহমেদ অনূদিত, বাংলাদেশের নারীও অন্যান্য প্রবন্ধ সমাজ নিরীক্ষন কেন্দ্র, ঢাকা,১৯৮৯
- মেঘনাগুহ ঠাকুরতা, সুরাইয়া বেগম সম্পাদিত, নারী রাষ্ট্র উন্নয়ন ও মতাদর্শ সমাজ নিরীক্ষন কেন্দ্র ঢাকা,১৯৯০
- আকাডেমী পত্রিকা-৮/ পশ্চিম বঙ্গ বাংলা একাডেমী
- সৈয়দ আবুল মকসুদ সম্পাদিত, গন আন্দোলন মুক্তধারা,ঢাকা
- তৌফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন
- ক্ষমতায়ন, সংখ্যা-১, ডিসেম্বর ১৯৯৬ ঢাকা। উইমেন ফর উইমেনঃ গবেষনা ও পাঠাচক্র ,ঢাকা,১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

- সুরাইয়া বেগম, পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক অংশ গ্রহনে গ্রামীন নারী, একটি সমীক্ষা সমাজ নিরীক্ষন কেন্দ্র, ঢাকা,১৯৮৯
- সেলিনা হোসেন, অজয় দাসগুপ্ত রোকেয়া কবীর সম্পাদিত, সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, প্রথম খন্ড,বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ,ঢাকা,১৯৯৮
- সম্পাদন- আলী রিয়াজ, বাংলাদেশের নারী,চারদিক,ঢাকা,১৯৯৫
- আলহাজ্জ সৈয়দ আবুল হোসেন, গনতন্ত্র নেতৃত্ব ও উন্নয়ন
- সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, নেতা, সমাজ ও রাজনীতি
- তসলিমা নাসরিন, নির্বাচিত কলাম ,পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা,১৯৯১
- হুমায়ুন আজাদ, দ্বিতীয় লিঙ্গ,আগামী প্রকাশনী, ঢাকা,১৯৯৮
- আবুল কালাম সম্পাদিত, সামাজিক বিজ্ঞান গবেষনা ঃ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া, উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষনা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা,১৯৯২
- ডঃ মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ ভূইয়া, লোক প্রশাসনের রূপরেখা, গ্লোব লাইব্রেরী(প্রাঃ) লিমিটেড,ঢাকা।
- এমাজ উদ্দীন আহমদ, তুলনা মূলক রাজনীতিঃ রাজনৈতিক বিশ্লেষন, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিঃ ,ঢাকা,১৯৭৮
- ডঃ হারুন-অর রশীদ, বাংলাদেশঃ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০,নিউ এজ পাবলিকেসন্স,ঢাকা,২০০১
- রাষ্ট্র বিজ্ঞান দর্পন, ৪র্থ সংখ্যা, জুন ১৯৯৪,রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- শেখ হাসিনা সম্পাদিত, বি,এন,পির দুঃশাসন উন্নয়ন ও গনতন্ত্রের নুমনা ,বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ,ঢাকা,১৯৯৬
- সফিকুর রহমান সফিক সম্পাদিত, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল "সময়ের প্রয়োজনে যে সংগঠনের জন্ম",ঘোষনা গ্রুপ অব পাবলিকেসন্স,ঢাকা১৯৯২
- শামসুর রহমান , আধুলিক লোক প্রশাসন বাংলা একাডেমী,ঢাকা,১৯৮৯
- ইয়াসমীন আহমেদ,লোক প্রশাসন নীতি ও বাংলাদেশ/আজিজিয়া বুক ডিপো ,ঢাকা ।
- মুস্তফা মজিদ,লোক প্রশাসনের তাত্ত্বিক প্রসংগ,প্রশাসনিক গবেষনা কেন্দ্র,ঢাকা,১৯৯২
- ইয়াসমীন আহমেদ,গবেষনা পদ্ধতি ও পরিসংখ্যান পরিচিত ,আজিজিয়া বুক ডিপো ,ঢাকা,১৯৯৮
- ডঃ খুরশিদ আলম, সমাজ গবেষনা পদ্ধতি, মিনার্ভা পাবলিকেসন্স,ঢাকা,১৯৯৩
- আতীকুর রহমান, সমাজ গবেষনা পদ্ধতি ,প্রভাতী প্রকাশনী,ঢাকা ,১৯৯২
- খালেক,সসরকার ও রহমান,সমাজিক বিজ্ঞানে গবেষনা পদ্ধতি,হাসান বুক হাউজ ,ঢাকা,১৯৮৮
- কাজী জালাল আহমেদ,প্রাশাসনিক নেতৃত্ব
- ফ্রেডারিক এঙ্গেলস রচনা সংকলন,দ্বিতীয় খন্ড,প্রগতি প্রকাশন,মস্কো-১৯৯৯,
- সম্পাদনা পরিষদ ,খাদিজা খাতুন(আহবায়ক) ,লতিফা আকন্দ,জাহানারা হক,শওকত আরা হোসেন ,ফারজানা নাইম,(সদস্য) প্রকল্প সমন্বয়কারী, নাজমা চৌধুরী,সহ সমন্বয়কারী ঃ হামিদা আখতার বেগম,নারী ও উন্নয়ন ঃ প্রসঙ্গিক পরিসংখ্যান, উইমেন ফর উইমেন ,ঢাকা,১৯৯৫
- গুস্তাভ লা বোঁ, জনতা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা,১৯৮৪,
- রোকেয়া কবীর,বাংলাদেশের নারী সমাজের অবস্থা ও অবস্থান, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ১৯৯৮
- ইউনিয়ন পরিষদ প্রশিক্ষন ম্যানুয়েল,ন্যাশনাল ইনষ্ট্রিটিউট অব লোকাল গভনমেন্ট আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা,জুন ১৯৯২,
- বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত,১৯৯৫

Dhaka University Institutional Repository

- অদিতি ফাল্গুনী, বাংলার নারী সংগ্রামী ঐতিহোর অননুসন্ধান, স্টেপস টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট,ঢাকা, ১৯৯৭ ।
- Sirajuddin Ahmed, Sheikh Hasina, Prime Minister of Bangladesh, Hakkani Publishers, Dhaka, 1998.
- Dalem ch. Barman, Emerging leadership patterns in Bangladesh a study.
- Zillur Rahman Khan, leaderrship crisis in Bangladedh, UPL, Dhaka-1984.
- Edited by Janet A, Flammang, political Womer: Current Roles in state and local Government.
- Editoes Jahanara Huq, Najma chowdhury Israt shamim, Hamida Akther Begum,Womem in politics and Bureauracy ,Women for women, Dhaka1995.
- Statement of the south Asian women's causes and south Asian platform of Actiom-Bangladesh Natianal preparatory committee Towards Beijing NGO Formn'95' February,1995.
- Agenda for Equal partnership Bangladesh National preparetory committee towards Beijing NGO foum, 1995.
- Easter Boserup(1970) womens role in Economic Development.
- Dilara chowdhury womens participation in the formal staructure and decision making bodies in Bangladesh, Empower ment of women naira bito beinjing (1985-1995)/women for women 1995.
- Michacl p. sullivan International relations theories and Evidance, Englaewood n.j Prentice hall 1976.
- Ralph M. stogdill hand book of leadership a study of theary and reacherch free press Prentice Hall,1976
- Bangladesh national preparatiory committee towards beijing ngo forms 95 dhaka Febury 95 Estatement of the sowth asian womenws caucus and south asian platforma of action
- Agenda for Equal Partnership banglad4eah national preparatory committee towareds beijing ngo form 1995.

আর্টিকেলঃ

- আশরাফুল নেসা (অন্যান্য), -গ্রাম সরকারঃ নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য, সমাজ নিরীক্ষন, সংখ্যা ৫/১৯৮২, ২৩-৩৩
- এ এইচ এম জেহাদূল করিম, বাংলাদেশের গ্রামীন ক্ষমতা কাঠামো ও নেতৃত্বের ধারনা, সমাজ নীরিক্ষন, সংখ্যা ৩৯/১৯৯১, ৩২-৫৬ ।
- ফাহিমুল কাদিরঃ- এমারজিং লীডারশিপ প্যাটার্নশীপ ইন রুরাল বাংলাদেশঃ এ স্টাডি সমাজ নীরিক্ষন , সংখ্যা ৩৩/১৯৮৯, ৮৩-৯৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

- মেঘনা গুহ ঠাকুরতা- বাংলাদেশর উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্যে ও নারী সমাজ। সমাজ নীরিক্ষন, সংখ্যা ২২/১৯৮৬,১-১৩।
- সুরাইয়া কোন-বাংলাদেশের নারীর অধস্তনতাঃ মতাদর্শের বিভিন্ন দিক। সমাজ নীরিক্ষন, সংখ্যা ৩০/১৯৮৮, ৭৩-৮৩।
- সুরাইয়া বেগম, (অন্যান্য), বাংলাদেশের রাজনৈতিক মতাদর্শ ও আন্দোলনে নারী। সমাজ নীরিক্ষন , সংখ্যা -৮২/১৯৯১, ৪৬-৬৩।
- মেঘনা গুহ ঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী আন্দোলনঃ প্রসঙ্গ বাংলাদেশ সমাজ নিরীক্ষন সংখ্যা-৬২/১৯৯৬, ১-১৪।
- মেঘনা গুহ ঠাকুরতা সহিংসতা এবং নিপীড়নঃ নারী আন্দোলনের প্রক্রিয়া সমাজ নিরীক্ষন , সংখ্যা ৬৬/১৯৯৭।
- নায়লা কবির, অধস্তনতা এবং সংগ্রামঃ বাংলাদেশের নারী, বাংলাদেশের নারী ও অন্যান্য প্রবন্ধ হাসিনা আহমেদ(অনুদিত) সমাজ নিরীক্ষন ।
- সোনিয়া নিশাত আমিন নারী ও সমাজ বাংলাদেশের ইতিহাস।
- হামিদা আকতার বেগম, ক্ষমতায়ন সংখ্যা ২(১৯৯৮) স্টেপ টুওয়ার্ডস, পৃষ্ঠা ১২-১৫।
- আবেদা সুলতানা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তিঃ একটি বিশ্লেষন ক্ষমতায়ন সংখ্যা-২, স্টেপ টুওয়ার্ডস, ১৯৯৮
- শওকত আরা হোসেন, নারী রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন, নভেম্বর ১৯৯৮।
- বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ১৯৯৮।
- রোকেয়া কবীর বাংলাদেশের নারী সমাজের অবস্থা ও অবস্থান বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ১৯৯৮।
- বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ নারী রাজনীতির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ১৯৯৮
- এ এম জেহাদুল করিম- বাংলাদেশের গ্রামীন ক্ষমতা কাঠামো ও নেতৃত্বের ধরন সমাজ নিরীক্ষন , সংখ্যা ৩৯/১৯৯১,৩২-৫৬।
- জরিনা রহমান খান (অন্যান্য), নাইরোবী ফোরাম, ৮৫ সমাজ নিরীক্ষন, সংখ্যা-১৮/১৯৮৫, ১-১৫।
- জরিনা রহমান খান-বাংলাদেশর গ্রামীন নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক এবং রাজনৈতিক প্রশাসনিক সংস্থায় অংশগ্রহন সমাজ নিরীক্ষন , সংখ্যা ২২/১৯৮৬ ৪৩-৫৪।
- নাসিম আখতার হোসেইন- নারীদের অধস্তনতা ও বাংলাদেশের সমাজ , সমাজ নিরীক্ষন, সংখ্যা ২২/১৯৮৬, ৩১-৪২।
- ফারাহ দীবা চেন্ধুরী,-পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঃ ঢাকা শহরের নারী সমাজের প্রতিক্রিয়া, সমাজ নিরীক্ষন , সংখ্যা ৪,৫/১৯৯২, ৫৬-৬৬ ।
- বোরহান উদ্দিন খান জাহাংগীর- গ্রামীন রাজনীতি ও নারী সমাজ। সমাজ নিরীক্ষন, সংখ্যা-২০/১৯৮৬, ৫৬,৭০ ।
- মালেকা বেগম,নারীর সম অধিকারের প্রশ্নে জাতিসংখ বাংলাদেশ। সমাজ নিরীক্ষন, সংখ্যা - ২২/১৯৮৬, ৮১,৯৯ ।
- মিলু সামসুন নাহার, নারী বিষয়ক ষ্টাডিস । সমাজ নীরিক্ষন ,সংখ্যা-২৮/১৯৮৮,১০৩-১১৪ ।

পত্রিকা

- স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং আমাদের নারী চেতনার দীপ্ত বিকাশ -গুলশান আখতার, দৈনিক ইত্তেফাক-২২/০৩/৯৯ ।
- ছাএ রাজনীতিতে ছাত্রীরা -হোসেন আল-আমিন, দৈনিক ইত্তেফাক-১৩/০৭/৯৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

- বিশ্ব ব্যাপী নেতার সংকট, সুত্র(টাইম),দৈনিক ইত্তেফাক ২০/০৭/৯৩ ।
- নারীর ভূমিকাও মযার্দা, দৈনিক ইত্তেফাক,১১/০২/৯৮ ।
- তথ্য ব্যাংক,দৈনিক ইত্তেফাক,১১/০৪/৯৮ ।
- তথ্য ব্যাংক, দৈনিক ইত্তেফাক,২৭/১২/৯৮ ।
- যেখানে নারীদের ভোটদান নিষিদ্ধ,দৈনিক ইত্তেফাক-২৯/১২/৯৭ ।
- নারীর ক্ষমতায়ন,সালমা নাসরীন,দৈনিক ইত্তেফাক,২৩/০২/৯৮ ।
- মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের বর্তমান নারী,সাহিদা বেগম,দৈনিক ইত্তেফাক,২৯-১২-৯৮
- নারীর প্রতি সহিংসতা,ডাঃ ফারজানা মোশারফ বেগম, দৈনিক ইত্তেফাক,২৬/০১৪/৯৮ ।
- নারীর পদচারনায় মুখরিত হোক রাজপথ,নাসিমা হাক, দৈনিক ইত্তেফাক, ০২/০৩/৯৮ ।
- বিংশ শতাব্দীর নারী আন্দোলন ও সাফল্য বেবী মওদুদ,দৈনিক ইত্তেফাক,৭/১২/৯৮ ।
- কর্মক্ষেত্রে নারীর অবস্থান দেশে ও বিদেশে আফরোজা নাজনীন,২৯/০৬/৯৮ ।
- মুক্তিযুদ্ধে নারী ,রেহানা পারভীন রুমা,দৈনিক জনকণ্ঠ,১৫/১২/৯৮ ।
- বাংলার নারী প্রত্যেকই মুক্তিযোদ্ধা,রাখীদাশ পুরকায়স্থ,দৈনিক জনকণ্ঠ,১৫/১২/৯৮ ।
- বয়স্ক ভাতাঃ সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ,হাসিনা মরিয়ম,সচিত্র বাংলাদেশ ।
- ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের হাওয়া,দৈনিক ইত্তেফাক,২৯/১১/৯৭ ।
- মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিকন্যারা,ভোরের কাগজ,১৬/১২/৯৮ ।
- নারীর ক্ষমতায়ন,ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম,দৈনিক ইত্তেফাক,১৫/০৬/৯৮ ।
- বাংলাদেশের সংবিধানে মহিলা আসন,দৈনিক ইনকিলাব,২৫/০৬/৯৮ ।
- নারীর পদচারনায় মুখরিত হোক রাজপথ দৈনিক ইত্তেফাক,০৯/০৩/৯৮ ।
- স্থানীয় সরকার ও নারী সদস্যঃ ইউনিয়ন পরিষদ,দৈনিক ইত্তেফাক,২০/১২/৯৮ ।
- বাংলাদেশ সংবিধানে মহিলা আসন,দৈনিক ইনকিলাব,২৫/০৬/৯৭ ।
- নারীর পদচারনায় মুখরিত হোক রাজপথ,দৈনিক,ইত্তেফাক,০৯/০৩/৯৮ ।
- স্থানীয় সরকার ও নারী সদস্যঃ ইউনিয়ন পরি'ষদ, দৈনিক ইত্তেফাক,২০/১২/৯৮ ।
- নারী ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন,দৈনিক ইত্তেফাক,০৭/০১/৯৮ ।
- দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার দেশ মমূহের রাজনীতিতে নারী,দৈনিক ইওেফাক,০২/১১/৯৮ ।
- নারীর ক্ষমতায়ন, দৈনিক ইওেফাক,১০/০৩/৯৯ ।
- দীপ্তিময়ী এক নারী,দৈনিক ইওেফাক,০১/০৩/৯৯ ।
- রাজনৈতিক অংগনে নারী,দৈনিক ইওেফাক,১৩/১০/৯৭ ।
- ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মেয়েদের অংশ গ্রহন,দৈনিক ইত্তেফাক,১২/০১/৯৮ ।
- রাজনীতিতে নারী,দৈনিক জনকণ্ঠ,০৯/০৬/৯৮ ।
- সাফল্যের পাচঁ বছর,রফিকুল ইসলাম রতন,দৈনিক ইত্তেফাক,২৩/০৬/২০০১ ।
- আওয়ামী লীগের ৫ বছর প্রমান করেছে সূর্য চির দিবসের সন্তোষ গুপ্ত, দৈনিক ইত্তেফাক ২৩/০৬/২০০১ ।
- মতামত/ খালেদা হাসিনা দু জনেই সমান, দৈনিক ইত্তেফাক ২৯/০৫/৯৯
- আওয়ামী লীগকে আরেক মেয়াদের জন্য ক্ষমতায় আনা যাবে না কেনো? বিভুরঞ্জন সরকার, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩/০৩/২০০১ ।
- জনগনের প্রত্যাশা এবং আওয়ামীলীগ নেত্রী শেখ হাসিনা, অধ্যপক মমতাজ উদ্দিন পাটোয়ারী,দৈনিক ইত্তেফাক,২১/১২/২০০ ।

Dhaka University Institutional Repository

- মুক্তচিন্তা/ এখনো গেলো না আধাঁর,মানুষী শাসন চাই,মেয়ে মানুষী নয়,ওয়াহিদুল হক,ভোরের কাগজ,২৯/০৭/৯৯।
- সংবিধানে নারীর অধিকারের বাস্তব প্রয়োগ,জনকণ্ঠ,২৪/১০/২০০।
- মতামত/ ক্ষমা কর প্রভূ এম,আর,আখতার মুকুল,দৈনিক ইত্তেফাক,০৩/০৭/৯৯।
- মতামত/ আওয়ামীলীগের একি চেহারা ? কে,এম,সোবাহান,দৈনিক ইত্তেফাক,১২/০৭/৯৯।
- মতামত /বিরোধী দল কি চায় নিজেরাই জানো না,আবু ইফসুফ, দৈনিক ইত্তেফাক,০৬/০৩/২০০১।
- মতামত /আওয়ামী লীগের পাঁচ বছরের শাসন ও একটি মুল্যায়ন, এম, এম, রেজাউল করিম,দৈনিক ইত্তেফাক,২৪/০৭/২০০১ইং।
- মতামত/সংসদীয় গনতন্ত্রের দশ বছর ঃ দুই প্রধান দলের ভুমিকা প্রসংগে,শেখর দত্ত,দৈনিক ইত্তেফাক,১৯/০৪/২০০০।
- আগামী নির্বাচনে নারী সমাজের ভূমিকা, সালমা বেগম মুণ্ডা,দৈনিক ইত্তেফাক,২১/০৬/২০০০।
- রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়ন ,যুগান্তর,২১/০৯/২০০০।
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নারী সমাজের অবস্থান,মেহেরুন্নেসা মেরী,দৈনিক ইত্তেফাক,১২/০৭/২০০০।
- এ-দ্বন্বের প্রকৃতি কী এম,এন,বানু, দৈনিক ইওেফাক,১৮/০৪/২০০১।
- সন্তানের পারিচিতিতে মায়ের নাম, মেরীনা চেন্ধুরী,দৈনিক ইত্তেফাক,০৪/০৯/২০০০।
- বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে নারী, ক্যাপ্টেন,কাজী শাহাবুদ্দিন আহেমদ এইসি,দৈনিক ইত্তেফাক,১৬/১০/২০০০।
- সময়ের দাবী,এমাজ উদ্দিন আহমেদ,দৈনিক ইত্তেফাক,০৮/০৭/২০০০।
- সরাসরি নির্বাচন ও সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করা হোক,বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ,দৈনিক ইত্তেফাক,১৯/০৭/৯৯।
- প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার/ গেয়ে যাই তব জয় গান,রীতা ভৌমিক,দৈনিক ইত্তেফাক,১৩/০৯/৯৯।
- আমরা যুদ্ধ করেছি,নুরে জান্নাত আখতার সীমা,দৈনিক ইত্তেফাক,১১/১২/২০০০।
- নারী ইউপি মেম্বাররা কতটুকু কাজ করতে পারছেন ? ফরিদা ইয়াসিমীন,দৈনিক ইত্তেফাক,১৭/০৭/২০০০।
- বিশ শতক, বাঙালী নারীর আত্ন প্রতিষ্ঠার ফা, দৈনিক ইত্তেফাক,০১/০১২০০০।
- বাঙালী নারীর অর্জন,দৈনিক ইত্তেফাক,০১/০১/২০০০।
- রাজনীতি ও নারীর ক্ষমতায়ন,অদিতি রহমান,জনকণ্ঠ,২৩/০৮/২০০০।
- মুক্তিযোদ্ধাঃ প্রেক্ষিত নারী, মালেকা বেগম,জনকণ্ঠ,২৩/০৮/২০০০।
- নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক বাস্তবতা ,শিমুল মাহমুদ, দৈনিক ইত্তেফাক,১৭/০৫/৯৯।
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নারী সমাজের অবস্থান, মেহেরুনেসা মেরী,দৈনিক ইত্তেফাক,১২/০৭/৯৯।

এছাড়াও বিভিন্ন দৈনিক,সাপ্তাহিক,পাক্ষিক পত্রিকার ব্যাপক সাহায্য নেয়া হয়েছে ।

অন্যান্যঃ

- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, গঠনতন্ত্র ও ঘোষনা পত্র, ১৯৮৭,
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, ঘোষনাপত্র, গঠনত্ন্ত্র ও পার্টির আদর্শ, সংশোধিত সংস্করন, ১৯৮০।
- জাতীয় পার্টির নির্বাচনী ইশতিহার।
- জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, গঠনতন্ত্র,১৯৮০।
- জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, নির্বাচনী মেনিফেষ্টো।

Dhaka University Institutional Repository

- বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি, ঘোষনাপত্র ও কর্মসূচী, ১৯৭৬।
- বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি প্রচারিত পার্টি ইশতেহার, জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১।
- এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে জাকার্তা ঘোষনা ও জাকার্তা কর্মপরিকল্পনা।
- বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত ১৭জুলাই ১৯৯৫।
- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাঃ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ জানুয়ারী, ১৯৯৮।
- জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে নারী সমাজের বক্তব্য, বাংলাদেশে নারী প্রগতি সংঘ
- ইউনিয়ন পর্যায়ে গন প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদ প্রশিক্ষন ম্যানুয়াল, জুন ১৯৯২।
- সিডওঃ তৃনমূল পর্যায়ের কর্মশালা প্রতিবেদন, বেইজিং এনজিও ফোরাম, ৯৫ সংক্রান্ত সিডও উপ-কমিটি, বাংলাদেশ।
- রোকেয়া কবীর, বাংলাদেশের নারী সমাজের অবস্থা ও অবস্থান, বাংলাদেশের নারী সমাজের অবস্তা ও অবস্থান, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮॥
- সিডও ও বাংলাদেশের নারী, জাতীয় সম্মেলন বেইজিং এনজিও ফোরাম,৯৫ সংক্রান্ত সিডও উপকমিটি, বাংলাদেশ।